ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

ভক্তিমীমাংসা।

শ্রীস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বিরচিত ভাষ্য-সহিতা

বঙ্গভাষানুবাদ সম্বলিতা চ।

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং "দর্শনশাস্ত্রাদি" প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।
বাগবাজার; রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, ৮৪ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৭, বৈশাখ।

ডাকমাশুল /০ আনা। মূল্য [illegible] টাকা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গ।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল পিতৃদেবমহাশয়
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

পিতঃ!

সাধারণে যাহাতে ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারবন্ধন-মুক্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয় উপলক্ষ করিয়া আপনি প্রায় প্রতিবর্ষেই পুরাণাদিশ্রবণ করাইয়া থাকেন এবং এতদ্দ্বারা আমিও যথেষ্ট দিব্য জ্ঞানলাভ করিয়াছি। পরন্তু আপনি পরমভাগবত, ভক্তিই আপনার জীবন, বিশেষতঃ আপনি শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূত, সুতরাং ভক্তিমীমাংসা-গ্রন্থ "শাণ্ডিল্যসূত্র" খানি যে আপনার আদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। এই নিমিত্ত আমি ইহা বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত প্রকাশিত করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম, আপনি ইহা আপনার চির-অনুগত কনিষ্ঠপুত্রের সামান্য ভক্তির উপহার জানিয়া সস্নেহে গ্রহণ করিলেই আমার এই জীবনের সার্থকতা লাভ করিব।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

সেবক,
শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্।

স্বপ্নেশ্বরকৃত-ভাষ্য-সহিতম্।

শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ং ভাষ্যম্।

প্রপদ্য পরমং দেবং শ্রীস্বপ্নেশ্বরসূরিণা।
শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ং ভাষ্যমাভাষ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥
গোবিন্দচরণদ্বন্দ্বমধুনো মহদদ্ভুতম্।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥ ২ ॥

জীবানাং ব্রহ্মভাবাপত্তির্মুক্তিরিতি বক্ষ্যতে জীবাশ্চ ব্রহ্মণোঽত্যন্তমভিন্না তি তেষাং সংসারস্ত্রিগুণাত্মকান্তঃকরণোপাধিকৃতো ন সাহজিকঃ স্ফটিকস্যেব বাদিসন্নিধিকৃতং লৌহিত্যাদিকং স চৌপাধিকত্বাদেব ন জ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ কিন্তূপাধ্যুপাধেয়য়োরন্যতরহানেন তৎসম্বন্ধহানেন বা ন হি নিপুণতরদর্শনেনাপ্যুপাধিযোগে স্ফটিকলৌহিত্যভ্রমনিবৃত্তিরস্তি তথেহ ন সর্ব্বসত্তাস্ফূরণাত্মনো হানিঃ সম্ভবতি ন বা সম্বন্ধস্য তস্য তদুভয়স্বরূপানতিরেকাৎ পরিশেষাদুপাধিহানাদেব ভ্রমনিবৃত্তির্নাত্মজ্ঞানাৎ উপাধিহানে চ কারণান্তরমন্বেষ্যং তচ্চেশ্বরভক্তিরেবালৌকিকত্বাৎ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা। তথা (গীঃ অঃ ১৪ শ্লোঃ ৬) "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥" ইত্যুপক্রম্য "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ

ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।” ইত্যুপসংহরন্ ভগবানেবাত্মভক্তেস্ত্রিগুণাত্মকান্তঃকরণলয়পূর্ব্বকব্রহ্মানন্দাবাপ্তিলক্ষণমুক্তিহেতুতামাহ। ন চাত্মজ্ঞানবৈয়র্থ্যম্ অশ্রদ্ধামলক্ষালনেন ভক্তাবুপযোগাৎ নহ্যপরোক্ষান্তঃকরণরূপোপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিরাসসমর্থং জ্ঞানম্ অতএব (গীং অ ১৪ শ্লোং ১৯) “গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতীতি” (গীং অ ৪ শ্লোং ৪১) “জ্ঞানসংছিন্নসংশয়মিত্যাদাবয়মর্থঃ” স্ফুট এব ন চাজ্ঞানকৃতঃ সংসারো যেন জ্ঞানান্নিবৃত্তিরপি বক্তুং শক্যা প্রমাণাভাবাৎ রজতারম্ভবাদেঃ কারণস্যাভাবাদজ্ঞাতশুক্তিত উৎপত্ত্যসম্ভবাচ্চ। অপিচ (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৬ খণ্ড ২ শ্রু ২) “কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি” শ্রুতিঃ কার্য্যসত্তয়া কারণসত্তাং বোধয়ন্তী সংসারস্য সত্যত্বমেবাহ। নিত্যাঞ্চ (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৩, খণ্ড ১৪, শ্রু ২) “সত্যসংকল্প” ইত্যাদিনা পরমেশ্বরসর্গস্য। নাপি ভগবান্ বাদরায়ণঃ ক্বচিদপি সূত্রে সংসারস্যাজ্ঞানকল্পিতত্বমুক্তবান্ প্রত্যুত স্বপ্নসৃষ্টিনিরাকরণেন জাগ্রৎসৃষ্টেঃ সত্যত্বম্। ন চ দৃষ্টান্তার্থং তৎ মানাভাবাৎ। সুখাদিধর্ম্মাণাস্তু সাহজিকত্বং নোপপদ্যতে সুখাদয়ো ন সাক্ষাদাত্মবিকারা আত্মনি প্রতীয়মানত্বাদ্গৌরত্বাদিবৎ। সুখাদ্যুপলব্ধিঃ সকরণিকা ক্রিয়াত্বাদিত্যত্র লাঘবাৎ সমবায়েনৈব করণজন্যত্বং যুজ্যতে শ্রোত্রজন্যত্বমিব শব্দস্য। সুখাদয়ঃ করণসমবেতাঃ অনাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বাৎ শব্দবদিতি পরমতে। উভয়মতে স্পর্শশূন্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বাৎ। আত্মসিদ্ধিস্তু সর্ব্বসত্তাপ্রকাশকতয়েতি। সর্ব্বমেতদ্দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে স্ফুটীভবিষ্যতি। তস্মাৎ পুরুষার্থহেতুত্বাদ্ধর্ম্মস্যেব ভক্তের্মীমাংসাবিবিৎসয়েদং সূত্রম্ ॥

প্রথম আহ্নিকং।

অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অথেত্যধিকারার্থো নানন্তর্য্যার্থঃ। আনন্তর্য্যং হিং ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নস্য আনিন্দ্যযোন্যধিকৃতে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। নাপি শমাদিসম্পত্ত্যর্থঃ মুমুক্ষামাত্রস্য ভক্ত্যধিকারত্বাৎ। যথা মন্ত্রবর্ণঃ (শ্বেতাশ্বতরে অং ৬, শ্ল ১৮) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি॥ ন চ মঙ্গলার্থোঽপি তদুচ্চারণ-মাত্রস্য মঙ্গলত্বাৎ তথাচ মুমুক্ষুণা ভক্তিবিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসয়া বিচার আক্ষিপ্যতে। যদ্যপি পরমেশ্বরানুরক্তিরূপায়া ভক্তের্ন ধর্ম্মবৎ কৃতি-সাধ্যত্বং ন বা ব্রহ্মবজ্জ্ঞেয়ত্বং তথাপি তস্যাঃ স্বকারণপূর্ব্বসুকৃতৈহিকগৌণ-ভক্ত্যাদিসম্পন্নায়া অপি নেয়ং ভক্তিঃ নেয়ং নিঃশ্রেয়সার্থা নেয়মুত্তমবিষয়ে-ত্যাদিকুতর্ককবলনেন নিবৃত্তিরপি ভবতি যথা পত্যৌ পত্ন্যাঃ। তন্নিরাসমুখে-নৈব তন্মীমাংসায়া ভক্ত্যাবুপযোগ ইতি অতঃ শব্দেনোচ্যতে। যতঃ কুতর্ক-নিরাসোঽপেক্ষণীয়ঃ অতস্তজ্জিজ্ঞাসেতি। অতএব (বিষ্ণুপুরাণে অংশ ১,

---

মুক্তিকামনাশীল ব্যক্তিরা অবশ্য ভক্তিবিচার করিবে। যদি বল, পরমে-শ্বরেতে যে একান্ত অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি; যেমন ধর্ম্ম আত্মকৃতিসাধ্য, ভক্তি সেইরূপ আত্মকৃতিসাধ্য নহে এবং যেমন ঈশ্বরকে জানা যায়, সেইরূপ ভক্তিকে কেহ জানিতে পারে না। তবে আর ভক্তিবিচার কিরূপে সম্ভ বিতে পারে? তথাপি "ইহা ভক্তি নহে এবং এই ভক্তিই মুক্তিপ্রদানে সমর্থ হইতে পারে না" ইত্যাদি কুতর্কদ্বারা ভক্তির নিবৃত্তি হইতে পারে। যেমন পতিতে পত্নীর নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কুতর্কেতে ভক্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব কুতর্ক নিরাসপূর্ব্বক তত্ত্বমীমাংসার্থ ভক্তির উপযোগিতা আছে। যেহেতু কুতর্কনিরাসই ভক্তিকে অপেক্ষা করে; সুতরাং ভক্তিজিজ্ঞাসা আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে, বিংশতি অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে লিখিত আছে যে, প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, নাথ! আমি যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি, সেই

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥

অং ২০, শ্লোঃ ১৮) "নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ীতি॥" তদবিচ্যুতিপ্রার্থনমপেক্ষিতত্বাদিতি অতএব চ ফলবদ্ভক্ত্যঙ্গমপি বিচারঃ ফলবানেবেতি ॥ ১ ॥

অথ তস্যালৌকিকাকারত্বাসম্ভবেন বুদ্ধ্যনারোহান্ন বিচারবিষয়ত্বমতস্তল্লক্ষণ মুচ্যতে। অত্র সা পরেতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ। শেষং লক্ষণম্। পরেতি গৌণীং ব্যাবর্ত্তয়তি। ঈশ্বর ইতি প্রকৃতাভিপ্রায়ম্। আরাধ্যবিষয়করাগত্বমেব সা। ইহ তু পরমেশ্বরবিষয়কান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ এব ভক্তিস্তদ্বিশেষ্যাং চ লৌকিকানুরাগাদৌ সংগ্রহম। যথোক্তং পরভক্তিমতা প্রহ্লাদেন। (বিষ্ণুপুরাণে অংশ ১, অং ২০, শ্লোঃ ১৯) "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" অত্র প্রীতিপদেন সুখনিয়তো রাগএব লক্ষিতঃ অন্যথা প্রীতেঃ সুখরূপায়া নির্ব্বিষয়ত্বেন বিষয়সপ্তমী ন স্যাৎ তস্যাঃ সুখজ্ঞানরূপত্বেঽপি তজ্জ্ঞানস্য সুখবিষয়ত্বাদ্বিষয়বিষয়ত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাদনু-

---

সেই জন্মেতেই যেন তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। (এইরূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ) ॥ ১ ॥

কোন বিষয়ই লৌকিকলক্ষণ ব্যতিরেকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতে পারে না এবং যে বিষয় বুদ্ধির গ্রাহ্য নহে, তাহার বিচার অসম্ভব। অতএব ভক্তিবিচারার্থ প্রথমতঃ ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—আরাধ্যবিষয়ে যে অন্তঃকরণের একান্ত অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে বিংশ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে যে, পরমভক্তিমান্ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, ভগবন্। যেমন অবিবেকী বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিদিগের পুত্রকলত্রাদি ঐহিকবিষয়ে অচলাপ্রীতি থাকে, আমি নিয়ত তোমাকে স্মরণ করিতেছি, অতএব আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ প্রীতি থাকে, কখনও যেন আমার অন্তঃকরণ হইতে সেই প্রীতি অপসৃত না হয়। এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদবচনে প্রীতিশব্দ উল্লিখিত আছে, তাহার অর্থ কেবল সুখ নহে। পরন্তু সুখনিয়মিত অনুরাগ, অর্থাৎ সুখভোগহেতু যে অচল অনুরাগ, তাহাই প্রীতিশব্দের অর্থ; সুতরাং "পরমেশ্বরে যে একান্ত অনুরাগ,"

রক্তিরেব সবিষয়িণী লক্ষিতা। ন চ বিষয়জন্যপ্রীতিবৎ: জনকসপ্তমা অনন্বাসনাৎ। কিঞ্চ অচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ীত্যত্র ভক্তেরীশ্বরবিষয়তাসিদ্ধৌ প্রীতিপদেনাপি তদেকবাক্যতয়া সৈবোচ্যতে। পূর্ব্বং প্রতিজন্ম ভক্তিপ্রার্থনমিহ তু বিষয়রাগদৃষ্টান্তেন তস্যা এব সর্ব্বথাপ্যপরিহার্য্যত্বপ্রার্থনমিতি বিশেষঃ। বিষয়জন্যপ্রীতিরপি রাগং বিনা ন সম্ভবতীতি রাগাবশ্যকত্বম্। তথাচ (পাতঞ্জলসূত্রম্। পাং ২ সূং ৭) "সুখানুশয়ী রাগঃ" ইতি। তস্যৈব বক্ষ্যমাণলিঙ্গেষু ব্যাপনাল্লাঘবাচ্চ ভক্তিত্বম্। নতু ক্বচিৎ স্মরণস্য। ক্বচিৎ কীর্ত্তনাদেঃ অনন্বগমাৎ। নচ তজ্জ্ঞানস্য তত্ত্বং দ্বেষাদিমৎস্বপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। নাপ্যারাধ্যত্বেন জ্ঞানং সা পূজানমস্কারাদ্যারাধনাস্বননুগমাৎ। অপি চ বলাদ্ভয়াদ্বা নমস্কার্য্যত্বাদিজ্ঞানবত্যপি ভক্তোঽয়মনুরক্তোঽয়মিতি ব্যবহারাপত্তেঃ অনুরাগাদিসহিতারাধ্যত্বজ্ঞানমিতি চেৎ অনুরাগ এবাস্তু অতএব (গীং অং ১০,

তাহাই ভক্তি" এই কথা প্রমাণীকৃত হইল। আরও দেখ, ঐ বিষ্ণুপুরাণেই একবার কথিত হইয়াছে। "হে অচ্যুত! তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকুক" এবং পুনর্ব্বার উক্ত হইয়াছে "তোমাতে অচলা প্রীতি থাকে", এই উভয়ের একবাক্যতাদ্বারা ঈশ্বরেতে অনুরাগই যে ভক্তি, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেবল এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্ববচনে জন্মজন্মান্তরে ভক্তিপ্রার্থনা এবং অপরবচনে অবিবেকী বিষয়ানুরাগীর বিষয়ানুরাগের ন্যায় ঈশ্বরে অনুরাগপ্রার্থনা করিয়াছেন। পরন্তু বিষয়জন্য প্রীতিও অনুরাগব্যতিরেকে সম্ভবে না। অতএব সুখভোগেও অনুরাগ আবশ্যক। পাতঞ্জলসূত্রেও অনুরাগকে সুখানুগত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং কেবল একান্ত অনুরাগই ভক্তি। কখন কখন স্মরণ এবং কদাচিৎ কীর্ত্তনকে ভক্তি বলা যায় না। যেহেতু স্মরণ ও কীর্ত্তনের চিরস্থায়িত্ব নাই। ঈশ্বরজ্ঞানও ভক্তি নহে; যাহারা তাঁহাকে দ্বেষ করে, তাহাদিগেরও ঈশ্বরজ্ঞান থাকে। তবে কি আরাধ্যরূপে যে জ্ঞান, তাহাই ভক্তি? তাহাও নহে। পূজানমস্কারাদিও আরাধনা, কিন্তু তাহা ভক্তি নহে। বিশেষতঃ যাহারা ভয়াদিহেতু নমস্কারাদি করে, তাহাদিগকেও ভক্ত বা অনুরক্ত বলিয়া ব্যবহারাপত্তি হইতে পারে। যদি অনুরাগসহিত আরাধ্যরূপে জ্ঞানকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তাহাতেও অনুরাগই ভক্তি বলিয়া জানা যায়। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে নবম ও দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যাহারা

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

শ্লোঃ ৯-১০)"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ইত্যাদৌ তদ্গতচিত্তপ্রাণাদীনাং ভজনমুক্তং নারাধ্যত্বেন জ্ঞানবতামেব অতএব চ কৃষ্ণস্য কমনীয়াকৃতিদর্শনেনানুরক্তানাং গোপতরুণীনামপি ভক্তিফলং মুক্তিঃ স্মর্য্যতে অনুস্ত ন লক্ষণান্তর্গতঃ কিন্তু ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্। নন্ পিত্রাদিগোচরানুরাগস্যাপি প্রকৃতভক্তিত্বং প্রসজ্যেত জগত এব পরমেশ্বরাত্মত্বাৎ। অথ বিকারাবিশিষ্টএব তথাত্বং বাচ্যং তথাপি গোপীপ্রভৃতীনাং প্রাদুর্ভাবাবচ্ছিন্নেশ্বরভক্তাবব্যাপকম্। উচ্যতে জীবোপাধ্যনবচ্ছিন্নচেতন বিষয়িণী অনুরক্তিরেব সেতি। এবঞ্চ প্রাদুর্ভাবাবচ্ছিন্নে পরিপূর্ণে চ রক্তিঃ সংগৃহীতা ভবতি ॥ ২ ॥

তস্মিন্নীশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য স তথোক্তঃ। তস্যামৃতত্বং ফলমুপদিশ্যতে

আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকেই জানিতেছে, আমারই কথা কহিতেছে, আমাতে পরিতুষ্ট আছে এবং আমাতেই ক্রীড়া করিতেছে, এইরূপ সতত মদ্ভজনাতৎপর ব্যক্তিদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপায়প্রদান করি, তাহারা সেই বুদ্ধিযোগপ্রভাবে আমাকে জানিতে পারে। ইত্যাদি ভগবদ্গীতাবাক্যে যাহারা চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণকরিয়াছে, তাহাদিগেরই ভজন উক্ত হইয়াছে, যাহারা কেবল ঈশ্বরকে আরাধ্য বলিয়া জানে, তাহাদিগের কোন ভজনই নাই, কিন্তু গোপরমণীগণ যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কোমলকলেবর দেখিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও গোপকামিনীদিগের ভক্তির পরিণামফল মুক্তি হয়। এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বরেতে যে দৃঢ়ানুরাগ, তাহাই ভক্তি এবং এই ভক্তিদ্বারাই মুক্তিফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

যাহারা ঈশ্বরসংস্থ, তাহারাই অমরত্বপদ পাইয়া থাকে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই মুক্তিভাগী হয়, যেহেতু ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রতিকারণ। অতএব ভক্তিজিজ্ঞাসা অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ ॥৪॥

তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

(ছান্দোং প্রঃ ২, খণ্ড ২৩, শ্রু ২) "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি।" তস্মান্নিষ্ফলত্বগৌণফলত্বনিবন্ধনা তদজিজ্ঞাসা পরিহৃতা ভবতীতি ॥ ৩ ॥

নমু ব্রহ্মসংস্থাশব্দেন ব্রহ্মজ্ঞানমেবোচ্যতে ন তু তদ্ভক্তিঃ। তথা চামৃতত্বফলং তস্যৈবেতি চেদ্ব্রূষে। নৈষ দোষঃ সংস্থা ভক্তিরেব ন জ্ঞানং দ্বিষতস্তজ্জ্ঞানবতোঽপি তৎসংস্থত্বব্যবহারাভাবাৎ। রাজাদ্যনুরক্তাঃ খল্বমাত্যমিত্রাদয়স্তৎসংস্থা ইতি ব্যপদিশ্যন্তে ন পুনঃ প্রতিপক্ষভূপালাঃ। শব্দার্থনির্ণয়ো হি লোকবদেব বেদেঽপীতি। অতএব চিরকালিকোপাখ্যানে। "বিমৃষ্যতে ন কালেন পত্নীসংস্থাব্যতিক্রমঃ। সোঽব্রবীচ্চ ভৃশং তপ্তো দুঃখেনাশ্রূণি বর্ত্তয়ন্।" (মহাভারতং শাং অং ২৬৭, শ্লোঃ ৯৫২৬) ইত্যনেন পতিভক্ত্যতিক্রম উক্তঃ। তস্মাৎ সংস্থা ভক্তিরিতি এবঞ্চ (ব্রহ্মসূত্রে অং ১, পাং ১, সূং ৭) "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিতি" বাদরায়ণীয়সূত্রস্যাপ্যয়মেবার্থোঽধ্যবসেয় ইতি ॥৪॥

তথা ভক্ত্যা মুক্তিং প্রতি জ্ঞানমুপক্ষীণং যস্মাচ্চকার উক্তযুক্তিসমুচ্চয়ার্থঃ (গীং অং ৭, শ্লোং ২৩) "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" ইত্যাদি।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি মুক্তি পাইয়া থাকে। ঐ স্থলে ব্রহ্মসংস্থশব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মভক্তি নহে। অতএব যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞানীরই মুক্তি হইয়া থাকে, ব্রহ্মভক্তের মুক্তিফল হয় না, তাহা বলিতে পার না। যেহেতু ব্রহ্মসংস্থাশব্দে ব্রহ্মভক্তিই বোধ হয়, কখনও ব্রহ্মজ্ঞান বোধ হয় না। কারণ ব্রহ্মদ্বেষীরও ব্রহ্মপরিজ্ঞান আছে। কিন্তু তাহার ব্রহ্মভক্তি ব্যবহার হয় না। যেমন লৌকিকব্যবহারে যাহারা রাজার প্রতি অনুরক্ত, সেই সকল অমাত্য প্রভৃতিকে রাজসংস্থ বলিয়া থাকে, যাহারা রাজার প্রতিপক্ষ, তাহাদিগকে রাজসংস্থ বলা যায় না। লৌকিকব্যবহারের ন্যায় বেদেও ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব যাহারা ব্রহ্মভক্ত, তাহাদিগকেই ব্রহ্মসংস্থ বলিয়া থাকে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীকে ব্রহ্মসংস্থ বলে না ॥ ৪ ॥

মুক্তির প্রতি ভক্তি প্রধানকারণ। ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞানও ক্ষীণ হয়, অর্থাৎ তখন জ্ঞান কোন কার্য্যকারী হয় না; সুতরাং ক্রিয়া যে ভক্তি হইতে

তথা প্রহ্লাদং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্ (বিষ্ণুপুরাণে অংশ ১, অং ২০, শ্লোঃ ২৮) "যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্। তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি" ইতি স্থিতম্। ননু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি (অং ৩, শ্লোঃ ৮) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যত্র" বেদনফলং মুক্তিঃ শ্রুতা তদ্বিরোধেন স্মৃতীনামন্যার্থত্বং স্যাদিতি চেন্ন অত্রাপি তত্তৈবোপক্ষয়াৎ। তথাহি অতিমৃত্যুপদং ন মুক্তৌ রূঢ়ং কিন্তু যস্যাং সত্যাং মৃত্যোরতিক্রম ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তদপেক্ষয়া যতো ভক্তের্ম্‌ত্যতিক্রম ইতি ব্যুৎপাদ্য ভক্তিমেবাতিমৃত্যুপদেনাভিধত্তাম্ উপপদবিভক্ত্যর্থাপেক্ষয়া কারকবিভক্ত্যর্থস্য বলবত্ত্বাৎ (গীঃ অং ১২, শ্লোঃ ৭) "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।" ইত্যাদিনা ভক্তিতো মৃত্যুতিক্রমপ্রাপ্তেঃ। মন্ত্রশ্চ ভবতি তৈত্তিরীয়মন্ত্রভাগে ত্র্যম্বকং যজামহে

নিকৃষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যাহারা দেবযাজী, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অংশে বিংশতি অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে প্রহ্লাদকে ভগবান্ বলিয়াছেন, তোমার চিত্ত যেমন আমার ভক্তি আশ্রয় করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ তুমি আমার প্রসাদে নির্ব্বাণপদপ্রাপ্ত হইবে। যদি বল, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে লিখিত আছে যে, "তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্তিপদ পাইতে পারে, নচেৎ মুক্তিপদলাভের আর উপায় নাই।" এইস্থলে মুক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিয়া জানা যাইতেছে, সুতরাং শ্বেতাশ্বতরীয় শ্রুতির বিরোধভয়ে এই স্মৃতির অন্যার্থ করিতে হয়। তথাপিও ভক্তিরই মুক্তিকারণতা দেখা যাইতেছে। যেহেতু অতিমৃত্যুশব্দ মুক্তিবাচক নহে। যাহা উপস্থিত হইলে মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়, তাহাই অতিমৃত্যুশব্দের অর্থ। এইক্ষণ দেখিতেছি যে, ভক্তি উপস্থিত হইলেই মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়; সুতরাং অতিমৃত্যুশব্দে ভক্তি বোধ হইতেছে। অতএব "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরীয় শ্রুতির এইরূপ অর্থই বোধ হয় যে, "তাঁহাকে জানিলে ভক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং ঈশ্বরভক্তিই যে

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ ॥ ৬ ॥

সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাদিতি। অত্র যজনং ভক্তিঃ তথৈব তৎকল্পব্যাখ্যানাৎ। ন চান্যাং শ্রুতৌ ভক্তেরসন্নিধানং মুক্তাবপি তুল্যত্বাৎ। তস্মাদনপায়িশ্রুত্যা জ্ঞানস্যোপক্ষয় এব প্রতীয়ত ইতি ॥ ৫ ॥

ননু তথাপি ভক্তেরাগরূপত্বে কিং কারণমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ভক্তিঃ খলু রাগএব ভবিতুমর্হতি কুতঃ দ্বেষবিরোধিত্বাৎ। লোকে হি দ্বেষ্টায়ং ভক্তোঽয়মিতি মিথো বিরুদ্ধধর্ম্মবতি ব্যবহ্রিয়তে তত্র দ্বেষবিরোধী চ রাগএব প্রসিদ্ধো ন জ্ঞানাদিঃ। এবঞ্চ বৈষ্ণবে ভগবতি শিশুপালস্য দ্বেষানুবন্ধমভিধায় বিষ্ণুপুরাণে (অং ৪, অং ১৫, গদ্যম্ ১০) "অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপি অখিলসুরাসুরদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতমিত্যুক্তম্ ॥" তথা চাত্রিস্মৃতৌ "বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্। শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥" ইতি তত্রাপি দ্বেষবিরোধিত্বেন ভক্তেরভিধানাৎ। তথাচ গীতাসু (গীং অং ১৬ শ্লোং ১৮-২০) "মমাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥" ইতি তদ্বিরোধিনী চ

মুক্তির কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহারা আমাতে চিত্তসমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। ইত্যাদি নানাবিধ প্রমাণেই জানা যাইতেছে যে, ভক্তিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। আর "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি তৈত্তিরীয়শ্রুতিতেও যজনশব্দে ভক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব ভক্তিতে জ্ঞানের উপক্ষয় হয় ॥ ৫ ॥

যদিচ ভক্তিই মুক্তির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথাপি ঈশ্বরানুরাগই যে ভক্তি, তাহার প্রতি কারণ কি? এই আশঙ্কায় ভক্তির ঈশ্বরানুরাগস্বরূপত্বে কারণ দর্শাইতেছেন।—যেহেতু ভক্তিদ্বেষের বিরোধী, অর্থাৎ যাহার প্রতি ভক্তি থাকে, তাহার প্রতি দ্বেষ থাকে না, অতএব অনুরাগই ভক্তি। যাহারা

ভক্তিরীশ্বরবিষয়ৈবানুরক্তিরিতি যুজ্যতে। কিঞ্চ তৈত্তিরীয়ে (বল্লী ২ অনুঃ ৭) "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি।" শব্দাদ্‌ব্রহ্মানন্দাবির্ভাবমুক্তে-র্ব্রহ্মগোচরস্য রসস্য হেতুতাবগম্যতে। রসশ্চ রাগঃ (গীঃ অং ২ শ্লোঃ ৫৯) "রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ। অত্র রসো বিষয়রাগঃ। অতএব চ (বিষ্ণুপুরাণে অং ৪ অং ৪ গদ্যম্ ৪৬) রামলক্ষ্মণাদীনাং স্বর্লোকারোহণমুক্ত্বা "যেঽপি তেষু ভগবদংশেষনুরাগিণঃ কোশলনগরজান-পদাস্তেঽপি তন্মনসস্তৎসলোকতামবাপুরিতি" সাক্ষাদেব ভক্তাবনুরাগশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। তস্মাদপি ন জ্ঞানং কিন্ত্বনুরাগরূপৈব ভক্তির্নিঃশ্রেয়সফলেতি। নন্বু দ্বেষবিরোধিত্বং ন রাগত্বে লিঙ্গম্ উদাসীনত্বেনানৈকান্ত্যাদিতি চেৎ। উচ্যতে দ্বেষকার্য্যং নিবৃত্তিস্তদ্বিরোধিনী প্রবৃত্তিরিতি। ভবতি চ ভক্তানাং ভজনীয়ানুবর্ত্তনাদৌ প্রবৃত্তিস্তদ্বিরোধিনাং তদনুবর্ত্তনাদৌ নিবৃত্তিঃ। এবঞ্চ কার্য্যমুখেন বিরোধমভিপ্রেত্য দ্বেষবিপক্ষেত্যুক্তম্। তথা চ প্রয়োক্তব্যং ভক্তির্ভজনীয়গোচররাগরূপা তদনুবর্ত্তনাদিহেতুহিতসাধনতাধীভিন্নাত্মবিশেষ-গুণত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা দ্বেষঃ। রাগোৎকর্ষেণ তদনুবর্ত্তনাদ্যুৎকর্ষস্য দৃষ্টত্বাচ্চ। কিঞ্চ হো যস্মিন্ ভক্তস্তত্র তস্যোদাসীন্যাভাবেঽবগতে ভক্তিস্তা-দৃশানুবর্ত্তনাদ্যনুকূলদ্বেষবিরোধিগুণরূপা অনুবর্ত্তনহেতুত্বাত্মবিশেষগুণত্বাদিত-

---

পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মশালী, তাহাদিগের প্রতিই "ইনি দ্বেষ্টা ও ইনি ভক্ত" এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বেষ ও অনুরাগ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যেখানে দ্বেষ থাকে না, সেইখানেই অনুরাগ থাকে। ঈশ্বরেতে দ্বেষ নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ আছে, ঐ অনুরাগই ভক্তি। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর প্রতি শিশুপালের সবিশেষ দ্বেষ ছিল। তথাপি দমতনয় শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণুতে যাহাদিগের ভক্তি আছে, তাহাদিগের যে স্বর্গলাভ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই স্থলেও ভক্তিকে দ্বেষবিরোধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া-ছেন, হে কৌন্তেয়! যাহারা অসূয়াতৎপর হইয়া আমার প্রতি দ্বেষ করে, আমি সেই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূরমতি নরাধমদিগকে সংসারে নিক্ষেপ

সাধনতাধীবদিতি হিতসাধনতাধীত্ববাধসহকারেণ পবিশেষাদ্রাগত্বসিদ্ধিঃ। কিমুত ভক্তিমতামিত্যেতৎ কৈমুতিকন্যায়ো বিরোধিন্যেব দ্রষ্টব্যঃ। (গীঃ অং ৯ শ্লোঃ ৩২) "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা" ইত্যাদৌ চ এবং (গীঃ অং ১৬, শ্লোঃ ১৮) "মামাত্মপর-দেহেষ্বিত্যনেন" দ্বেষস্য সংসারহেতুত্বাৎ তদ্বিরোধিগুণো জীবোপাধিপরিহারেণ পরাত্মগোচরো রাগএব ভক্তিরূপসংসারনাশহেতুঃ। এতদেবোক্তং মাম-প্রাপ্যৈবেতি। চকারাৎ পুলকাদিরাগলিঙ্গেনাপি রাগত্বম্। প্রসিদ্ধং হি পুলকাঙ্কিতেন কথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেনেত্যাদৌ। ভক্তেগুর্ণান্তরত্বে তু পৃথগ্‌লিঙ্গতাকল্পনে গৌরবাৎ। স চ রাগঃ কেষাঞ্চিদিষ্টসাধনতাজ্ঞান-জন্যোঽপি যাগাদিবদিচ্ছারূপ এব। অস্মাকং তু প্রীণাম্যনুরজ্যামি নেচ্ছা-মীত্যাদিপ্রতীতেরাগঃ পৃথগেব দ্বেষবৎ। ইচ্ছায়া অসিদ্ধমাত্রবিষয়ত্বাদ্রাগস্য সিদ্ধাসিদ্ধবিষয়ত্বাচ্চ। প্রত্যুত তয়োশ্চান্বাদিব্যাপ্যত্বকল্পনাগৌরবাচ্চেতি দিক্। তস্মান্ন তল্লক্ষণাসিদ্ধিরিতি ॥ ৬ ॥

করি। সেই সকল বিদ্বেষীরা আসুরীযোনিতে নিয়ত ভ্রমণ করে এবং আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মজন্মে আমাকে না পাইয়া অধমাগতি পাইয়া থাকে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বরেতে অনুরাগই বিদ্বেষবিরোধিনী ভক্তি। পুনর্ব্বার তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্মরসের আস্বাদলাভ হইলেই সেই আনন্দযুক্ত হয়; অতএব ব্রহ্মাবির্ভাবরূপ মুক্তির প্রতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ রসেরই হেতুতা জানা যায়। এই স্থলেও রসশব্দের অর্থ অনুরাগ। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে, পরব্রহ্মদর্শন হইলেই বিষয়ানুরাগরূপ রস নিবৃত্ত হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যে সকল কোশলরাজ্যবাসীগণ ভগবদংশস্বরূপ রামলক্ষ্মণাদিতে অনুরক্ত ছিল, তাহারা সেই রামলক্ষ্মণাদিতে চিত্তসমর্পণ করিয়া রামলক্ষ্মণাদির সারূপ্য পাইয়াছিল; অতএব অনুরাগশব্দ ভক্তিতে প্রযুক্ত হয়; সুতরাং ভক্তিই মুক্তিরূপ শ্রেয়ঃসাধন করে। পরন্তু জ্ঞান উক্তরূপ শ্রেয়ঃসাধন করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

ন ক্রিয়া কৃত্যনপেক্ষণাজ্জ্ঞানবৎ ॥ ৭ ॥

অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

ননু ভক্তিঃ ক্রিয়াত্মিকা সা চ নিঃশ্রেয়সায় ন ক্ষমতে (তৈত্তিরীয় আরণ্ খিল প্রশ্নে ঋক্ ২১) "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্ব মানশুরিত্যাদিশ্রুতিভ্য" ইত্যাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ। সা ভক্তির্ন ক্রিয়াত্মিক ভবিতুমর্হতি প্রযত্নানুবিধানাভাবাৎ। যন্ন প্রযত্নানুবিধায়ি তন্ন ক্রিয়াত্মকং যথা জ্ঞানম্। তদ্ধি প্রমাণসম্পত্ত্যধীনং ন পুরুষেণ স্বেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে। তথা ভক্তিরপি নহি রাগিণাং প্রমদাপুত্রাদিবিষয়িণী পুংব্যাপা বেণ তথা তথা ভবতি ভক্তিঃ কিন্তু পূর্ব্বসুকৃতগৌণভক্ত্যাদিসাধনাধীনেতি ॥৭

যতঃ সা ন ক্রিয়াত্মিকা অতএব তৎফলস্য নিঃশ্রেয়সস্যানন্তত্বমুপপদ্যতে অন্যথা (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৮, খঃ ১, শ্রু৬) "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ

ক্রিয়াত্মিকা ভক্তি মুক্তিপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তৈত্তিরীয় আরণ্য ও খিলপ্রশ্নীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, কর্ম্মদ্বারা, প্রজাদ্বারা ও ধন দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; অতএব ভক্তিদ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।—প্রযত্নাভাবহেতু ভক্তি ক্রিয়াত্মিক নহে, যাহাতে প্রযত্ন নাই, তাহা কখনও ক্রিয়া হইতে পারে না। যেমন জ্ঞান কোনরূপ যত্নের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিও আপন ইচ্ছানুসারে জ্ঞান উৎপাদন করিতে কি না করিতে, অথবা অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ ভক্তিকেও কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ভক্তিকে ক্রিয়াত্মিকা বলা যায় না। বিষয়ানু রাগিদিগের পুত্রকলত্রাদির প্রতি যেমন অনুরাগ হয়, ভক্তি সেইরূপ নহে। উহা পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির অধীন ॥ ৭ ॥

যেহেতু ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে, অতএব তাহার ফলও অনন্ত, অর্থাৎ ভক্তি যে ফল উৎপাদন করে, তাহা কখন বিনাশ পাইতে পারে না। যাহা যাহা ক্রিয়াজন্য, তাহাই বিনশ্বর, ভক্তিজন্য মুক্তি বিনাশশীল নহে। মুক্তিকে ক্রিয়াজন্য স্বীকার করিলে তাহার বিনাশিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ছান্দোগ্য

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম-আহ্নিকঃ।

ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যনেনামৃতত্বস্যাপি ক্ষয়িত্বং প্রসজ্যেতেতি ॥ ৮ ॥

ভবতি হি ভগবদ্বাক্যং(গীঃ অং ৭ শ্লোঃ ১৯)"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" ইতি জ্ঞানবতঃ প্রপত্তিরুক্তা। ভক্তের্জ্ঞানহেতুত্বে নেদমুপপদ্যতে ইতরপ্রপত্তিবদিতি। যথা তদনন্তরং (গীঃ অং ৭ শ্লোঃ ২০) "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" ইত্যনেন দেবতান্তরপ্রপত্তিনিন্দামুখেনৈব প্রপত্তিঃ স্তূয়তে। তত্র দেবতাভক্তেরেব প্রপত্তিশব্দেন কথনং ন তজ্জ্ঞানস্য। তস্যা এব প্রপত্তেরুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ইতি। চকারাজ্জ্ঞানানন্তর্য্যশ্রবণমপি জ্ঞানত্বাভাবে নিদানম্। যথা (গীঃ অং ১৫ শ্লোঃ ১৯) "যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।" ইতি। তথা (গীঃ অং ৯ শ্লোঃ ১৩) "ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যাহা ঐহিক ক্রিয়াজন্য, তাহাও ক্ষয় পায় এবং পারত্রিক পুণ্যাদিও বিনাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিজন্য মুক্তি ঐহিক পারত্রিক সুখপ্রদ, উহা বিনশ্বর নহে ॥ ৮ ॥

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি "বাসুদেব সর্ব্বময়" এইরূপে আমাকে জানে, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা এবং উক্তরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিদুর্লভ। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, যে জ্ঞানদ্বারা মহাত্মা ব্যক্তিরা ভগবানকে জানিতে পারেন, সেই জ্ঞানেরও কারণ ভক্তি। আর কামনাদ্বারা যাঁহাদিগের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ইতর দেবতাকে পাইয়া থাকেন। ভগবদ্গীতাবাক্যে আর জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, হে ভারত! যে ব্যক্তি অসংমূঢ়চিত্তে আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সমভাবে আমাকেই ভজনা করে। উক্তগীতায় ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ আমাকে ভূতাদি ও

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" ইতি চ তস্মান্ন জ্ঞানাত্মিকা। যদ্যপি রাগত্বেনৈব জ্ঞানভেদঃ সিদ্ধস্তথাপি ভক্তিশব্দো ব্রহ্মজ্ঞানে গৌণ ইতি শঙ্কানিরাসার্থমেতৎ। ইদন্তু চিন্ত্যতে ভগবদ্গীতাবাক্যানি ন শব্দবিধয়া বেদবৎ প্রমাণম্। কিন্তু ভারতে স্মৃতিত্বেন। তথা চ কথং শব্দাদিতি নির্দ্দেশঃ। অত্রৈকেঽনুমিতশব্দাদিতি ব্যাচক্ষতে। অত্রোচ্যতে অদৃষ্টার্থকভগবদ্বাক্যত্বমেব বেদত্বং তচ্চ গীতাস্বপ্যবিশিষ্টম্। অতএব ভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্বিতি দৃশ্যতে কেবলং ত এব শ্লোকা ব্যাসেন নিবদ্ধাঃ তথাচ পুরাণান্তরম্। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।" নচ শূদ্রাণামশ্রবণপ্রসঙ্গঃ ভাবতশ্রবণাভ্যনুজ্ঞানেনৈব তদুপপত্তেঃ প্রণবাদিস্তুত্যাদিবৎ। তদ্বিহায়েতি চেন্ন লক্ষতাপরিপূর্ত্তেঃ। তথা চোক্তমাচার্য্যৈঃ "তানেব বৈদিকান্ মন্ত্রান্ ভারতাদিনিবেশিতান্। স্বাধ্যায়নিয়মং হিত্বা লোকবুদ্ধ্যা প্রযুঞ্জতে" ॥ ৯ ॥

ইত্যাচার্য্যস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমমাহ্নিকম্ ॥ ১ ॥

অব্যয়রূপে জানিয়া ভক্তিপরায়ণ হইয়া অনন্যচিত্তে আমাকেই ভজনা করে, অতএব ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা নহে। যদি অনুরাগকেও জ্ঞানবিশেষ বল, তাহাতে সেই ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে গৌণ, এই আশঙ্কাও নিরস্ত হইল। ভগবদ্গীতাবাক্য যে বেদবৎ প্রমাণ নহে, এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্যই বেদ, এই গীতাবাক্য ভগবদ্বাক্য; সুতরাং তাহাও বেদবৎ প্রমাণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব "ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাবাক্য সকলই বেদ, কেবল ব্যাসদেব সেই সকল বাক্য শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণান্তরে লিখিত আছে যে গীতাবাক্যই সর্ব্বদা গান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এই গীতা পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম আহ্নিক ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয় আহ্নিকং।

সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

। এবমমৃতত্বং প্রত্যন্যথাসিদ্ধায়াং ভক্তৌ লক্ষিতায়াং জ্ঞানযোগভক্তীনামঙ্গপ্রধানভাববিবেকায় দ্বিতীয়াহ্নিকস্যারম্ভঃ। আহ্নিকসমাপ্তাবুক্তস্য পুনঃ স্মরণায় সেতি নির্দ্দেশঃ। সা পরা ভক্তির্মুখ্যা প্রধানম্ ইতরৈরাত্মজ্ঞানযোগাদিভিঃ স্বোপকার্য্যতয়াপেক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ। ছান্দোগ্যে যো বৈ ভূমা তৎসুখমিত্যাদ্যুপক্রম্যাম্নায়তে। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়-আত্মমিথুন-আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি তত্রাত্মরতিরূপায়াঃ পরভক্তেঃ পশ্যন্নিতি দর্শনমপ্রিয়ত্বাদিভ্র-

প্রথম আহ্নিকে মুক্তির প্রতি অন্যথাসিদ্ধরূপ ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি মুক্তির প্রধান অঙ্গ, তদ্বিষয় বিবেকার্থ দ্বিতীয় আহ্নিক আরম্ভ হইল। জ্ঞানযোগাদি অন্যান্য মুক্তিসাধনের মধ্যে আত্মরতিরূপা পরাভক্তিই মুক্তির প্রতি প্রধান অঙ্গ। ছান্দোগ্যে উক্ত আছে যে, আত্মাই সর্ব্বময়, "যে ব্যক্তি দর্শন মনন ও জ্ঞান করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়, সেই ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যের রাজা হইতে পারে।" অতএব ব্রহ্মদর্শন ঈশ্বরে পরানুরক্তিরূপা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ব্রহ্মদর্শনবাদিদিগের ভ্রমের নিরাস হইল। যাঁহারা দণ্ডগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনাবীতী হইয়া দোহন করিবেন, অভিজ্ঞাত হইয়া হোম করিবেন, এইস্থানে যেমন দণ্ডাদি অঙ্গ, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনও ঈশ্বরানুরাগরূপ ভক্তির অঙ্গ, মনন ও বিজ্ঞান ইহারাও যে ভক্তির অঙ্গ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং আত্মক্রীড়াদিও রতির নিয়ত ধর্ম্ম। অন্যথা রতির উদ্দেশে দর্শন কি দর্শনের উদ্দেশে রতি, এইরূপ বাক্যভেদ হইতে পারে। অতএব পূর্ব্বমীমাংসায় প্রথম অধ্যায়ে প্রথমপাঠে দ্বিতীয়সূত্রেও "দর্শনই ভক্তির অঙ্গ" বলিয়া

প্রকরণাচ্চ ॥ ১১ ॥

দর্শনফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ ॥ ১২ ॥

মনিরাসমুখেনাঙ্গং ভবতি। যথা দণ্ডী প্রৈষমন্বাহ প্রাচীনাবীতী দোহয়তি অভিজানন্ জুহোতি ধনবান্ সুখবানিত্যাদৌ দণ্ডাদ্যঙ্গং তথা দর্শনমপি রতে-রঙ্গং মননবিজ্ঞানয়োরুক্তপ্রদর্শনার্থতয়া ন্যায়প্রাপ্তয়োরনুবাদঃ। এবমাত্ম-ক্রীড়াদেরতিনৈয়ত্যাদর্থপ্রাপ্তোঽনুবাদ এব অন্যথা রত্যুদ্দেশেন দর্শনাদিবিধৌ দর্শনাদ্যুদ্দেশেন বা রত্যাদিবিধৌ বাক্যানি ভিদ্যেরন্। তস্মাৎ (পূর্ব্বমীমাং-সায়াম্ অং ৩, পাং ১, সূং ২) "শেষঃ পরার্থত্বাদিতি" ন্যায়াদ্দর্শনমঙ্গমিতি। অতএব ভগবান্ মনুরপি (মহাভারতং শান্তিং অং ১৯৪ শ্লোঃ ৭১১১+৭১১২) ''যস্ত্যক্ত্বা প্রাকৃতং কর্ম্ম নিত্যমাত্মরতির্মুনিঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা স্যাচ্চেৎ পরতমা গতিঃ।" ইত্যনেনাত্মরতেঃ প্রাধান্যমাহেতি ॥ ১০ ॥

প্রকরণং রতেরেব ফলবত্ত্বাৎ তস্মাত্তৎপ্রকরণস্থং দর্শনমঙ্গং ভবিতুমর্হ-তীতি ॥ ১১ ॥

অথ দর্শনস্যৈব ফলং স্বারাজ্যলক্ষণমমৃতত্বং তথা চ তস্যৈব প্রকরণমিতি বৈপরীত্যমিতি চেন্ন তেন তচ্ছব্দেন ব্যবধানাৎ (ছান্দোগ্যে) স স্বরাড্ ভব-

---

কীর্ত্তিত আছে। ভগবান্ মনুও এইরূপে দর্শনকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়ে একাদশাধিক শতো-ত্তর সপ্তসহস্র এবং দ্বাদশোত্তর শতাধিক সপ্তসহস্র শ্লোকে কথিত আছে, যে মহামুনি প্রাকৃত কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মরতি হয়েন, তিনি সর্ব্ব-ভূতের আত্মস্বরূপ এবং তাঁহার পরমাগতি হইয়া থাকে। অতএব আত্ম-রতিরূপ ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০ ॥

প্রকরণবশতও আত্মরতিরূপা ভক্তির প্রাধান্য জানা যাইতেছে। যেহেতু আত্মরতিই ফলবান্; সুতরাং দর্শন যে আত্মরতিরূপা ভক্তির অঙ্গ, তাহা প্রমাণীকৃত হইল ॥ ১১ ॥

যদি বল, ব্রহ্মদর্শনবলেই স্বর্গভোগস্বরূপ অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাহইলেও ব্রহ্মদর্শনেরই প্রকরণ হইতেছে, আত্মরতিরূপ ভক্তির প্রকরণ বলা যায় না;

দৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ১৩ ॥

টীতাত্র তচ্ছব্দেন সন্নিকৃষ্টাত্মরতিমানেবোপস্থাপ্যতে ন বিপ্রকৃষ্টঃ পশ্বাদিতি ব্যবহিতোপস্থিতৌ কারণাভাবাৎ। প্রকরণমেব কারণমিতি চেন্ন অন্যোন্যাশ্রয়াৎ ॥ ১২ ॥

দৃষ্টং হি লোকে সৌন্দর্য্যাদিজ্ঞানস্য তরুণ্যান্তরণে রতিহেতুত্বং ন তু রতের্জ্ঞানহেতুত্বমিতি দৃষ্টোপকারত্বাদপ্যঙ্গত্বমবসীয়তে। দৃষ্টং চ প্রকৃতের্নিষ্করুণত্বাল্পমহিমত্বাপ্রিয়ত্বাদিজ্ঞানং মনোমালিন্যকারণং ভূতেষ্ করুণাবহুলাব্যাহতৈশ্বর্য্যাতিশয়িতরূপাশ্রয় আত্মেতি জ্ঞানান্মালিন্যনিবৃত্তিস্ততঃ পরা ভক্তিরিতি। অতএব গীয়তে (গীঃ অঃ ৫ শ্লোঃ ১৭) "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥" ইতি তথা আয়ুর্ব্বেদেঽপি (অষ্টাঙ্গ-

সুতরাং ভক্তির প্রাধান্য ও প্রমাণীকৃত হইল না। এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু তৎশব্দেই তাহার ব্যবধান করিতেছে। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে "স স্বরাড্ ভবতি" অর্থাৎ তিনি স্বর্গের রাজা হয়েন, এই বাক্যে "স" এই তৎশব্দপ্রয়োগে আত্মরতিশালী ব্যক্তিকে বোধ করিতেছে, অর্থাৎ যিনি আত্মরতিশালী, তিনিই স্বর্গের আধিপত্য লাভকরেন, এইরূপ অর্থই দৃষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

লৌকিক ব্যবহারে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, সৌন্দর্য্যাদি জ্ঞানই তরুণীর প্রতি অনুরাগের কারণ, অর্থাৎ যে রমণী অতিসুন্দরী, তাহার প্রতিই লোকের অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ সৌন্দর্য্যের কারণ হয় না, অর্থাৎ যাহার প্রতি অনুরাগ আছে, সেই যে অতিসুন্দরী ইহা বলা যায় না। এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারাও ব্রহ্মদর্শনই ভক্তির অঙ্গ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আর নিষ্করুণত্ব, অল্পমহিমত্ব ও অপ্রিয়ত্বাদিজ্ঞানই মনোমালিন্যের কারণ। করুণা, কোনরূপ বিশেষগুণ ও প্রিয়ত্বজ্ঞান না থাকিলেই তাহার প্রতি মনের বিরক্তি জন্মে। আত্মা অতিশয় করুণা, অব্যাহত ঐশ্বর্য্য ও অনন্তরূপের আশ্রয়, এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি মনোমালিন্য নিবৃত্তি হইয়া পরমভক্তি জন্মে। ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্ ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ে অং ১, শ্লোং ২৩) "ধীধৈর্য্যাত্মাদিবিজ্ঞানং মনোদোষৌষধং পরম্" ইতি ॥ ১৩ ॥

যতএব জ্ঞানং দৃষ্টোপকারকমঙ্গমত এব দৃষ্টোপকারং নিবস্থ মনোমালিন্যাদিবাধাং প্রধানভগবদনুরাগমাত্রেণ বল্লবীনাং মুক্তিঃ স্মর্য্যতে। (বিষ্ণুপুরাণে অংশে ৫, অং ১৩, শ্লোং ২১-২২) "তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা"। তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্। নিরুচ্ছাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥" ইতি অত্র সুখদুঃখলিঙ্গেনানুরাগোঽনুমীযতে ন মুক্তিরিতি বাক্যার্থঃ। দ্বারবাধাদনবহতকুঞ্চলেনাপি কর্ম্মণা ফলসিদ্ধিরিব তাসাং রাগান্মুক্তিস্তদপ্যব-

বলিয়াছেন, যাহারা সেই পরব্রহ্মেতে বুদ্ধি ও আত্মাসমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা সেই পরব্রহ্মেতে অনুরক্ত আছে এবং সেই পরব্রহ্মই যাহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, তাহারা এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করে না এবং জ্ঞানবারিদ্বারা তাহাদিগের কল্মষকর্দ্দম ধৌত হইয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে অষ্টাঙ্গহৃদয়ে প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও আত্মবিজ্ঞান ইহারাই মানসিকদোষের প্রধান ঔষধ ॥ ১৩ ॥

গোপবালিকাদিগের ব্রহ্মরূপে জ্ঞান ছিল না, তথাপি কেবল ভগবানের প্রতি অনুরাগমাত্রই তাহাদিগের মুক্তি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চম অংশে ত্রয়োদশঅধ্যায়ে একবিংশতি ও দ্বাবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "গোপবালিকা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ায় হর্ষোদয়প্রযুক্ত তাহাদিগের পুণ্যরাশি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং তাহার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন মহাদুঃখে অশেষ পাতকবিনাশ পাইয়াছিল, তথাপি পরব্রহ্মরূপী জগৎপতিকে চিন্তাকরিয়া গোপবালিকা পরম মুক্তি লাভকরে।" এই স্থলে সুখদুঃখেও অনুরাগ অনুমিত হইতেছে, মুক্তি অনুমিত হয় না। অন্য কোনপ্রকার কারণ না থাকিলেও যেমন বিশুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা ফল সিদ্ধি হয়, সেইরূপ গোপকন্যাদিগের ভজনাদি অন্য কোনকারণের অসদ্ভাবে কেবল দৃঢ় অনুরাগদ্বারাই তাহাদিগের

ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

গম্যতে জ্ঞানমঙ্গমেব প্রধানত্বে তু তদভাবে ফলং ন স্যাৎ চিন্তা চ ন ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানং তৎকারণশ্রবণমননাদ্যসম্ভবাৎ। কিন্ত্বনুরাগনিয়তানুস্মৃতিরেব। ন চায়মর্থবাদঃ অপূর্ব্বার্থত্বাৎ সন্নিধৌ বিধ্যভাবাচ্চেতি ॥ ১৪ ॥

ইদানীং শ্রুতিবিরোধেন প্রকরণস্থানলিঙ্গবাধমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে। যথা শ্রূতং (গীঃ অং ১৮, শ্লোঃ ৫৫) "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" ইতি তত্র (তৈত্তিরীয সং অং ১, প্রঃ ৫, অনুবাকং ৮) "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে" ইতিবৎ কারকশ্রুত্যা বলীয়স্যা ভক্তের্জ্ঞানহেতুত্বমবগম্যতে। যদ্যপি দৃষ্টত্বাদিত্যনেন দৃষ্টোপকারে প্রত্যক্ষগম্যে ন শ্রুতেরবকাশঃ তথাপি ব্রহ্মবিষয়িণ্যা রতের্ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানোপকার্য্যত্বং ন প্রত্যক্ষগম্যম্। কিন্তু তরুণ্যাদেরতৌ তথা দর্শনেন ব্রহ্মগোচরায়ামপ্যনুমাতব্যম্। তথা চ লিঙ্গত্বে পর্য্যবসা-

---

মুক্তি হইয়াছিল। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, জ্ঞান অঙ্গ বটে, কিন্তু তাহা প্রধান নহে। জ্ঞানের প্রধানত্বস্বীকার করিলে জ্ঞানাভাবে মুক্তিফল সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানও চিন্তা নহে, যেহেতু ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানে চিন্তার কারণ শ্রবণমননাদির সম্ভব নাই। কিন্তু অনুরাগহেতু নিয়ত স্মৃতিই চিন্তা ॥ ১৪ ॥

এইক্ষণ শ্রুতিবিরোধহেতু প্রকরণ, স্থান ও লিঙ্গবাধপ্রদর্শনদ্বারা মীমাংসা করিতেছেন।—ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তত্ত্বস্বরূপে (অর্থাৎ আমার সর্ব্বব্যাপিত্বরূপে) ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে। তৈত্তিরীয়সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চমপ্রকরণে অষ্টমঅনুবাকে লিখিত আছে যে, যেমন ইন্দ্রদৈবতমন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নির উপাসনা করে, সেইরূপ বলবতী ভক্তিই জ্ঞানের হেতুরূপে স্বীকার করা যায়। যদি বল, প্রত্যক্ষবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আদরণীয় নহে, সৌন্দর্য্যাদিজ্ঞান যে অনুরাগের কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ, তবে কেবল শ্রুতিপ্রমাণে তাহার অন্যথারূপ

প্রাগুক্তং চ ॥ ১৬ ॥

নাদিতি চেন্ন দোষঃ। তথাহি যদি কেবলং জানাতীতি বদেন্ন ত্বেবম্। কিন্ত্বভিজানাতীতি। অভিজ্ঞা পূর্ব্বজ্ঞাতজ্ঞানমুচ্যতে। তথা ভক্ত্যুপকারি-পূর্ব্বজ্ঞানং তৎফলরূপভক্তিপ্রবর্ত্তকম্। অনন্তরং যাবৎ তদ্দার্ঢ্যং ভক্ত্যেবা-ভিজ্ঞপ্তিভাবেনাপেক্ষ্যতে ব্রীহ্যবহননেনাবঘাতবদিতি। কার্য্যসাহায্যার্থমুক্তং ততো জ্ঞানদার্ঢ্যেন ভক্তিদার্ঢ্যে সতি বিশত ইতি। তস্মান্নেয়ং শ্রুতিঃ কিন্তু ন্যায়প্রাপ্তানুবাদ ইতি। এতমেবার্থঃ স্ফুটীকরতি ॥ ১৫ ॥

ভক্ত্যা মামিত্যস্ত পূর্ব্বং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যভিধায় (গীং অং ১৮, শ্লোঃ ৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" ইত্যুক্তম্। তস্য তু জ্ঞানব্রহ্মণো জ্ঞান-প্রয়োজনাভাবাদ্ যুক্তমনুবাদত্বমিতি ॥ ১৬ ॥

স্বীকার করিব কেন? কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অনুরাগে এই কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। কেবল যুবতীর প্রতি যে অনুরাগ হয়, সেইস্থানেই সৌন্দর্য্যাদিজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিধায় তাহার প্রতি অনুরাগ সৌন্দর্য্যাদিজ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মানুরাগের কারণতা স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি কেবল "জানাতি" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও কথ ঞ্চিৎ সম্ভবপর ছিল। কিন্তু যখন "অভিজানাতি" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, তখন অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ ই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর জ্ঞান। অতএব ভক্তির উপ-কারী যে পূর্ব্বজ্ঞান তাহাই তৎফলরূপ ভক্তির প্রবর্ত্তক ॥ ১৫ ॥

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ভক্তিদ্বারা আমাকে জানিতে পারে, ইহার পূর্ব্বে "ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কল্পনা করে" এইমাত্র বলিয়া উক্ত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করেন, কখনও তিনি কোন-বিষয়ে শোক করেন না কিম্বা কোনবিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্ব্ব-ভূতে সমজ্ঞান করেন ও আমার ভক্তিলাভ করেন, ইত্যাদিরূপে ভক্তির

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥ ১৭ ॥

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥

এতেন জ্ঞানস্যাঙ্গত্বনির্ণয়েন জ্ঞানভক্ত্যোরত্র বিকল্পপক্ষোঽপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃত ইতি মন্তব্যম্। ন হ্যঙ্গাঙ্গিনোরেকত্র বিকল্পো ভবতীতি। অপি-শব্দাৎ সমুচ্চয়োঽপীতি ॥ ১৭ ॥

ক্বচিদেবং শ্রূয়তে (শ্বেতাশ্বতরীয়োপনিষদি অং ৬, শ্র ২৩) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" ইতি অত্র দেবভক্তিরীশ্বরেতরস্মিন্ দেবে মন্তব্যা কুতঃ গুরুভক্তি-সাহচর্য্যাৎ। সাহচর্য্যং হি নামৃতফলায়াং ভক্তৌ ঘটতে। ইন্দ্রাদিদেবতাস্বা-রাধিতাঃ শুভবজ্জ্ঞানফলায় ভবন্তীতি সাহচর্য্যমপি নির্ণায়কম্। সাহচর্য্যা-দুলূকশব্দবদ্ধক্তযুক্তেরুপষ্টম্ভকমেতৎ ॥ ১৮ ॥

প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মেতে ভক্তির উদয় হইলে আর ব্রহ্মজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জ্ঞানের অঙ্গত্ব নির্ণয়দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভক্তি ইত্যাদিবিকল্পও নিরাকৃত হইল। কদাচ অঙ্গাঙ্গীবিষয়ে বিকল্প হইতে পারে না। যে পদার্থ যাহার অঙ্গ, সেই উভয়পদার্থের মধ্যে এক সময়ে একের সময়ান্তরে অন্যের সম্ভব হইতে পারে না। যখন জ্ঞানই ভক্তির অঙ্গ, তখন একবার জ্ঞান এবং একবার ভক্তি, এইরূপ ক্রমনিয়ম সম্ভবে না ॥ ১৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে শ্রুত হইতেছে যে, যাহার দেবে পরমাভক্তি থাকে এবং দেবেতে যে রূপ ভক্তি, গুরুতেও যাহার সেইরূপ অভেদ ভক্তি হয়, তাহার বিষয় সকলই কথিত হইয়াছে। মহাত্মা ব্যক্তিরা এইরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই স্থানে গুরুভক্তির সাহচর্য্যহেতু দেবভক্তিশব্দে ঈশ্বরাতিরিক্ত দেবভক্তি বুঝিতে হইবে। একবচনেই গুরুভক্তি ও দেবভক্তি এই উভয়শব্দের উল্লেখ আছে, সুতরাং গুরুশব্দে যখন ঈশ্বরাতিরিক্ত বুঝাইতেছে, তখন দেবভক্তি শব্দেও ঈশ্বরভিন্ন দেব বুঝিতে হইবে। অমৃতফলপ্রদায়িনী ঈশ্বর-ভক্তির এইরূপ সাহচর্য্য ঘটে না। অতএব গুরুভক্তি ব্যতীত অন্যদেবতার

যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১৯ ॥
গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

যোগঃ পুনর্জ্ঞানার্থং ভক্ত্যর্থং চ ভবতি। সমাহিতমনস্কতায়া উভাভ্যামপেক্ষণাৎ। নন্থ (পূর্ব্বমীমাংসায়াম্ অং ৩, পাং ১, সূং ২২) "গুণানাং চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাদিতি" ন্যায়াৎ প্রধানাঙ্গং যোগঃ কথমঙ্গাঙ্গমিত্যত আহ প্রযাজবদিতি যথা প্রযাজো বাজপেয়াদ্যঙ্গং তদীয়দীক্ষণীয়াদেরপ্যঙ্গং তদ্বৎ। তদঙ্গতাবোধকপ্রমাণাবিশেষাৎ। কেবলং জ্ঞানার্থং যোগানুষ্ঠানপ্রসঙ্গেন ভক্তিমুপকরোতীতি। এবং বিষয়বৈরাগ্যমপি উভয়ার্থং মন্তব্যম্ ॥ ১৯ ॥

নন্থ (যোগে পাতঞ্জলদর্শনম্ পাং ১, সূং ২৩) ঈশ্বরপ্রণিধানাদিতি পতঞ্জলিস্মরণং দুরপহ্নবং তত্র প্রণিধানাভিধেয়স্য ভগবদ্ভজনস্য সমাধিসিদ্ধ্যর্থত্বমিতি

ভক্তিতে মুক্তি হইতে পারে না, ইন্দ্রাদি দেবগণকে ধ্যান করিলে কেবল তাঁহারা শুভফলমাত্র প্রদান করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

যোগানুষ্ঠান, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় সাধন করে। যাহাদিগের চিত্তে সমাধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানার্থ ও ভক্ত্যর্থই যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাঠে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, গুণসকলই পরপ্রয়োজনার্থ, অতএব যোগই প্রধান অঙ্গ; সুতরাং সেই যোগ কিরূপে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ জ্ঞানের অঙ্গ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেমন বাজপেয়াদি যজ্ঞের অঙ্গসকলও সেই যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার অঙ্গ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অঙ্গীভূত যোগও ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে। এইরূপ বিষয়বৈরাগ্যাদিও জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ার্থ জানিবে এবং বিষয়বৈরাগ্যাদিও ভক্তির অঙ্গ ॥ ১৯ ॥

পাতঞ্জলযোগসূত্রে লিখিত আছে যে, ঈশ্বরপ্রণিধানেই (ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনাতে) সমাধি হয়, এই দুরপনেয় প্রমাণসিদ্ধ বাক্যদ্বারা জানা যায় যে ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ভগবদ্ভজনই সমাধি সাধন করে, সুতরাং ঈশ্বরপ্রণিধানেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। কিরূপে ভক্তিকে প্রধান বলা

হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥২১॥

কথং ভক্তেঃ প্রাধান্যমিত্যত আহ। তত্র প্রণিধানং গৌণভক্তিরেব ন প্রধানং তথা সমাধিসিদ্ধিরিতি ন স্মৃতিবিরোধোঽপীতি। ভবতি চ বাক্যশেষস্তত্রৈব (যোগে পাতঞ্জলদর্শনম্ পাং ১, সূং ২৭) "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনমিতি" ॥ ২০ ॥

যোগশাস্ত্রপ্রস্তাবাদিদং সূত্রম্। যোগশাস্ত্রোক্তরাগত্বাবিশেষাদ্ভক্তিরপি মুমুক্ষুণা হেয়ৈব। তথা চ সূত্রং (পাতঞ্জলদর্শনম্ পাং ২, সূং ৩) "রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা" ইতি এবঞ্চেদুচ্যতে নৈবং বাচ্যম্। উত্তমাস্পদত্বা-দ্ভক্তেঃ পরমেশ্বরবিষয়ত্বাদিতিযাবৎ। ন হি রাগত্বমাত্রেণ হেয়ত্বং কিন্তু সংসা-রানুবন্ধিরাগত্বেনৈব। যথা সঙ্গত্বমাত্রেণ ন ত্যাজ্যতা কিন্তু অসৎসঙ্গত্বেন তদ্বৎ। তথা চেশ্বরভক্তির্হেয়ারাগত্বাদিত্যত্র সংসারানুবন্ধিত্বং মোক্ষানমুগুণত্বং

যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ঈশ্বর প্রণিধান জন্য সমাধি সিদ্ধি গৌণ ভক্তি, তাহা প্রধান নহে। সেই ভক্তিদ্বারা সমাধি সিদ্ধি হয় এই বাক্যও স্মৃতিবিরুদ্ধ। পাতঞ্জলযোগ সূত্রে আর জানা যায় যে প্রণবই ঈশ্বরের বাচক এবং তাঁহার ভাবনাই জপ; সুতরাং সমাধিসিদ্ধির গৌণত্ব প্রমাণীকৃত হইল ॥ ২০ ॥

যদি বল, যোগ সূত্রে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারা ক্লেশ বলিয়া উক্ত আছে এবং ভক্তিও রাগ বিশেষ; সুতরাং মুক্তি কামী ব্যক্তিরা ভক্তি পরি-ত্যাগ করিবে, যখন রাগ পরিত্যাগ যোগসূত্রের অভিপ্রেত, তখন রাগাত্মিকা ভক্তিও যে পরিত্যাজ্য, তদ্বিষয়ে বাধা কি? কিন্তু পরমেশ্বরে রাগরূপ ভক্তিকে পরিত্যাজ্য বলা যায় না। যেহেতু রাগ মাত্রই পরিত্যাগ-যোগ্য নহে। সংসার সম্বন্ধি রাগই পরিত্যাগ করিবে, কখনও ঈশ্বরানুরাগ পরি-ত্যাগ করিবে না। যেমন সঙ্গমাত্র পরিত্যাজ্য নহে, কেবল অসৎসঙ্গই পরিবর্জ্জন করিবে, কখনও সৎসঙ্গ বর্জ্জন করিবে না। সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগ-রূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিবে না, কেবল বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিবে। ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে লিখিত আছে যে, সাত্বিকেরা

তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ ॥ ২২ ॥

প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥ ২৩ ॥

চোপাধিঃ। ন চাসাত্ত্বিকী সা (গীঃ অং ১৭, শ্লোঃ ৪) "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদিনা সাত্ত্বিকত্বকীর্ত্তনাদিতি ॥ ২১ ॥

তদেব ভজনং মুখ্যং তস্যা ভক্তের্বা মুখ্যত্বম্। এতৎ সর্ব্বথৈব নিশ্চিতং যস্মাদেবং শব্দ্যতে (গীঃ অং ৬ শ্লোঃ ৪৬-৪৭) "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" ইতি অত্র বিশেষণানাং তপআদীনামাধিক্যনিবন্ধনং বিশেষ্যাণামাধিক্যং ক্রমাদিতি মন্তব্যম্। ন খল্বঙ্গস্য মুখ্যাদাধিক্যমুপপদ্যতে তস্মাদ্ভক্তিঃ প্রধানমিতি ॥ ২২ ॥

শ্রুত্যর্থেনাপি তদুৎপত্তিপরিহারার্থং পঠতি। অত্র কৃৎস্নোঽপি দ্বাদশাধ্যায় উদাহরণম্ (গীঃ অং ১২, শ্লোঃ ১-৭) "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং

দেবগণের আরাধনা করিবে; সুতরাং ঈশ্বর ভক্তিরূপ সাত্ত্বিক অনুরাগ কোনরূপেও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয় না ॥ ২১ ॥

"কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই সকল হইতে ভজনই মুখ্য এবং ভক্তিই প্রধান।" এই বাক্যই স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশৎ ও সপ্তচত্বারিংশৎশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, তপস্বী হইতে যোগী প্রধান এবং যোগীব্যক্তি জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ, আর যাহারা কর্ম্মমার্গী তাহাদিগের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠতর, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগসাধনে তৎপর হও। আর বলিতেছি, যতপ্রকার যোগী আছে, তাহাদিগের অপেক্ষাও যাহারা আমাতে অন্তরাত্মা বিন্যস্ত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে সর্ব্বদা আমাকে ভজনা করে, তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী এইরূপে তপস্যা প্রভৃতির উত্তরোত্তর প্রাধান্যপ্রযুক্ত ভক্তিই সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রতিপন্ন হয় ॥ ২২ ॥

প্রশ্নার্থনিরূপণদ্বারাও ভক্তির প্রাধান্য জানা যাইতেছে। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় সমস্তই উদাহরণস্বরূপ জানিবে। উক্ত গীতার

পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥” ইতি প্রশ্নঃ ॥ “ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রাগমচিন্ত্যাং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥” ইতি নিরূপণম্, তাভ্যাং ভক্তেঃ প্রাধান্যসিদ্ধেঃ নার্থবাদত্বমায়াতি। প্রশ্ননিরূপণং হি নির্ণয়ার্থং প্রসিদ্ধং ন স্তুত্যর্থমিতি। কেবলাঙ্গানুষ্ঠানেন ক্লেশাধিক্যমেবেতি ॥ ২৩ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ে এক হইতে সপ্তশ্লোকপর্য্যন্ত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছেন, “যে সকল ভক্ত সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান যোগী বলা যায়?” অর্জ্জুনের এই প্রশ্নশ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “যাহারা নিবিষ্টচিত্তে মনোনিবেশপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করে, তাহারাই পরমযোগী। আর যাহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনতৎপর হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্ব্বক অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, সনাতন ব্রহ্মধ্যান করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা অব্যক্ত পরমাত্মাতে চিত্ত সন্নিবেশিত করে না, তাহারা অধিকতর ক্লেশ ও অনন্ত দুঃখভোগ করে। যাহারা আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমাতে সমুদায় কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক অন্যান্য যোগবিসর্জ্জন দিয়া ধ্যানপরায়ণচিত্তে আমার উপাসনা করে এবং সর্ব্বদা আমাতে চিত্তনিবেশিত করিয়া রাখে, আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।” এইরূপ অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরদ্বারা ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণীকৃত হইতেছে। অতএব ভক্তির অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্ত্তব্য। কেবল ভক্তির অঙ্গীভূত জ্ঞানানুষ্ঠানে ক্লেশাধিক্যমাত্র ॥ ২৩ ॥

নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪ ॥

তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ ॥ ২৬।

শ্রদ্ধাপ্রসঙ্গাদ্ভক্তেঃ শ্রদ্ধারূপত্বশঙ্কাপিশাচীং নিরাকরোতি। ভক্তির্ন সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্বেন শঙ্কনীয়া শ্রদ্ধায়াঃ কর্ম্মমাত্রাঙ্গত্বাৎ। ন চৈবমীশ্বরভক্তিরিতি ॥ ২৪ ॥

(গীং অং ৬, শ্লোং ৪৭) "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" ইতি হি শ্রুতম্, তত্র ভক্তৌ শ্রদ্ধারূপায়াং শ্রদ্ধাঙ্গত্বে প্রতীতেঽনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ শ্রদ্ধায়া অনঙ্গত্বাৎ। অন্যথা তস্যামপি শ্রদ্ধান্তরমিত্যনবস্থৈব। তস্মাদারম্ভণীয়ারম্ভে আরম্ভণীয়বদাচমনে চাচমনবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধা নাঙ্গং স্যাৎ। শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত ইতি ভেদেন কথনাচ্চ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানাপ্রাধান্যে জ্ঞানকাণ্ডমিত্যুত্তরকাণ্ডপ্রসিদ্ধির্ন স্যাদিতি মন্বানং প্রত্যা-

---

ভক্তির শ্রদ্ধাস্বরূপত্ব আশঙ্কা হইতে পারে না ; যেহেতু শ্রদ্ধা কর্ম্মমাত্রেরই অঙ্গ। যাহা সাধারণ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়, তাহা কখন ঈশ্বরভক্তি নহে ॥ ২৪ ॥

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তচত্বারিংশৎশ্লোকে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করে, সেই ব্যক্তিই যুক্তিযোগী।" এই স্থলে শ্রদ্ধারূপা ভক্তির প্রতীতি হইতেছে। যদি শ্রদ্ধারূপা ভক্তির শ্রদ্ধাঙ্গত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ একবার শ্রদ্ধা হইলেও শ্রদ্ধান্তর হইতে পারে ; সুতরাং শ্রদ্ধারূপা ভক্তির অবস্থানই অসম্ভব। কিন্তু একবার ঈশ্বরভক্তি হইলে পুনর্ব্বার ভক্ত্যন্তর হয় না। যেমন আরম্ভণীয় কার্য্যের প্রতি সেই কার্য্যারম্ভ অঙ্গ হয় না, সেইরূপ ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা অঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষতঃ "ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত" এইরূপ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, অতএব ইহাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভেদ দেখা যাইতেছে ; সুতরাং শ্রদ্ধাকে ভক্তি বা ভক্তির অঙ্গ বলা যায় না ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি ভক্তিরই প্রাধান্য থাকিল, তবে জ্ঞানকে

চ্যতে। ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মকাণ্ডং শ্রূয়তে ন জ্ঞানার্থম্। অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপনস্য কাণ্ডদ্বয়সামর্থ্যাৎ। অন্যথা ধর্ম্মজ্ঞানার্থং পূর্ব্বকাণ্ডাম্নাতমপি জ্ঞানকাণ্ডং স্যাৎ। ন চ জ্ঞানবিধিঃ সম্ভবতি যেন তৎপ্রাধান্যাদপি জ্ঞানকাণ্ডং ভবেদিতি। তস্মাজ্জ্ঞানকাণ্ডমিতি ভ্রমঃ। কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডমেব। অতএব (ব্রহ্মসূত্রে পাং ১, সূং ১) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রিতম্। তত্তু ভক্ত্যর্থত্বাদ্ভক্তিকাণ্ডমপীতি ॥ ২৬ ॥

ইত্যাচার্য্যস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ে ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয় আহ্নিকঃ ॥ ২ ॥

সমাপ্তশ্চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

প্রধান বলা যায় না; সুতরাং জ্ঞানকাণ্ড যে উত্তরকাণ্ড বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে, তাহা এক্ষণ রহিল না। ইহার প্রকৃতসিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির নিমিত্তই শ্রুত আছে, জ্ঞানের নিমিত্ত নহে। উক্ত কাণ্ডদ্বয় স্বীয় সামর্থ্যবশতঃ অজ্ঞাতার্থবিজ্ঞাপন করে। অন্যথা ধর্ম্মজ্ঞাননিমিত্ত পূর্ব্বকাণ্ডও জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কখন অনুরাগব্যতীত জ্ঞানসম্ভব হয় না। যদি অনুরাগব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হইত, তাহাহইলে জ্ঞানের প্রাধান্যপ্রযুক্ত জ্ঞানকাণ্ডকেই উত্তরকাণ্ড বলা যাইত। অতএব জ্ঞানকাণ্ডই যে উত্তরকাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল; কিন্তু ব্রহ্মকাণ্ডই উত্তরকাণ্ড। এই নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রের প্রথমপাঠে প্রথমসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কথিত হইয়াছে। যেহেতু ভক্তির নিমিত্তই লোকে ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করে, অতএব তাহাকে ভক্তিকাণ্ডও বলা যায় ॥ ২৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য।

প্রথম আহ্নিকঃ।

বদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥

তস্যা ভক্তেঃ সাক্ষাৎ প্রযত্নানিষ্পাদ্যত্বেন নিষ্পত্ত্যর্থং সাধনান্তরাপেক্ষা তত্রান্তরঙ্গসাধনং জ্ঞানং বহিরঙ্গসাধনান্যপরভক্তিপ্রভৃতীনি তেষাং বিবেকায় দ্বিতীয়াধ্যায়ারম্ভঃ। বুদ্ধির্ব্রহ্মপ্রমিতিঃ সা যদ্যপি কৃত্যনিষ্পাদ্যা তথাপি তদ্ধেতূনাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদীনাং তন্নিষ্পত্তয়েঽনুষ্ঠানমাবশ্যকম্। তৎ কিং সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়াৎ সকৃৎ প্রবর্ত্ততে উত যাবদ্ভক্তিদার্ঢ্যম্। তত্রোচ্যতে ভক্তিপরিশুদ্ধিপর্য্যন্তং তৎপ্রবৃত্তিরাবশ্যকী যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যনেন বিহিতব্রীহ্যবঘাতস্য যাবদ্বৈতুষ্যমনুষ্ঠানং শাস্ত্রার্থঃ তথা দৃষ্টোপকারকত্বান্মনোমালিন্যনিরাসপর্য্যন্তং জ্ঞানাদ্যনুষ্ঠানে যতনীয়মিতি ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্ব আহ্নিকে যেরূপ ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভক্তিই সাক্ষাৎ কোনরূপ যত্নসাধ্যা নহে। পরন্তু কোন সাধনব্যতিরেকে ভক্তি জন্মিতে পারে না। এই ভক্তির প্রতি জ্ঞান অন্তরঙ্গসাধন এবং অপরাপর ভক্তিপ্রভৃতি বহিরঙ্গসাধন। দ্বিতীয়াধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের বিবেচনা হইবে। যাহাদ্বারা ব্রহ্মপরিজ্ঞান হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। যদিও বুদ্ধি কোনরূপ যত্নসাধ্য না হউক, তথাপি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদিই তাহার হেতু। অতএব বুদ্ধিনিষ্পত্তির নিমিত্ত শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক। সেই শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠানও একবারমাত্র করিয়া শাস্ত্ররক্ষা করিলে চলিবে না। যাবৎ ভক্তির দৃঢ়তা না হয়, তাবৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই বিষয়ে কথিত আছে যে, ভক্তিপরিশুদ্ধি পর্য্যন্ত তৎপ্রবৃত্তি আবশ্যক। যেমন যাবৎ ধান্য তুষরহিত না হয়, তাবৎ তাহাতে অবঘাত আবশ্যক। সেইরূপ যাবৎ ব্রহ্ম-

তদঙ্গানাং চ ॥ ২৮ ॥

তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

তেষামঙ্গানাং যান্যঙ্গানি তদনুষ্ঠানং তু ন প্রসজ্যত ইত্যত্রোত্তরম্। তদঙ্গানাং গুর্ব্বনুগমনবেদাবিরোধিতর্কানুসন্ধানশমাদীনামপ্যনুষ্ঠানং যুক্তম্। ন হ্যঙ্গবিকলান্যঙ্গানি সৈন্যসেনাপতিবৎ প্রধানোপকারায় ক্ষমন্তে ॥ ২৮ ॥

ইদানীং বুদ্ধিবিষয়পরিশুদ্ধিশ্চিন্ত্যতে। তাং বুদ্ধিং পরমেশ্বরৈশ্বর্য্যাদিমদ্বিষয়িণীং নিঃশ্রেয়সফলাং কাশ্যপ আচার্য্যো মন্যতে কুতঃ জীবাত্মভ্যঃ পরত্বাৎ তৈঃ স্বজ্ঞানায় পরজ্ঞানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। এতন্মতে জীবব্রহ্মণোরত্যন্তং ভেদ ইতি ॥ ২৯ ॥

ভক্তির দৃঢ়তা না জন্মে, তাবৎ মনোমালিন্য নিরাসার্থ জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিবে ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবুদ্ধির হেতুভূত শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠান করিবে; সুতরাং তদঙ্গীভূত কার্য্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেমন ব্রহ্মবুদ্ধির অঙ্গীভূত শ্রবণমননাদি আবশ্যক, সেইরূপ শ্রবণমননাদির হেতুভূত গুরুসমীপে গমন, বেদের অবিরুদ্ধ তর্কপ্রভৃতির অনুষ্ঠানও আবশ্যক। যাহার স্বীয় অঙ্গ বিকল হয়, সে কখন অন্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি শ্রবণমননাদির অঙ্গীভূত গুরুসমীপে গমন ও বেদের অবিরুদ্ধ তর্কানুসন্ধানপ্রভৃতির অনুষ্ঠান না করা যায়, তাহাহইলে শ্রবণমননাদিও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যেমন যদি সেনাগণ সর্ব্বাঙ্গপরিশুদ্ধ না হয়, তবে কি সেনাপতি কোন কার্য্যসাধন করিতে পারেন? ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণ বুদ্ধির বিষয়পরিশুদ্ধি নিরূপিত হইতেছে।—আচার্য্যপ্রবর কাশ্যপঋষি বলিয়া থাকেন, পরমেশ্বরবিষয়িণী বুদ্ধিই মুক্তিফল প্রদান করে। বুদ্ধি জীবকে অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিলেই মুক্তি হয়। যেহেতু স্বীয়জ্ঞানই পরজ্ঞান অপেক্ষা করে। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে কখন অন্যকে জানিতে পারে না। এইমতে জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্তভেদ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৯ ॥

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥ ৩০ ॥

উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

বাদরায়ণ আচার্য্যঃ পুনঃ শুদ্ধাত্মবিষয়িণীমেব মনুতে তথা চ সূত্রং (ব্রহ্মসূত্রে অং ৪, পাং ১, সূং ৩) "আত্মেতি ত্ববগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চেতি।" এতন্মতে জীবব্রহ্মত্বকল্পনায়া মিথ্যাত্বাচ্ছুদ্ধচিদাত্মমাত্রবুদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানত্বাৎ তদেব মুক্তিফলায়েতি ॥ ৩০ ॥

শাণ্ডিল্য আচার্য্যস্তূভয়পরামেব মন্যতে কুতঃ শব্দো হি বেদস্তথা ব্রূতে (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৩, খং ১৪, শ্রু ১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত।" ইত্যুপক্রম্য এষ স আত্মান্তর্হৃদয়মেতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ইতি বিচিকিৎস্য তদুভয়বিষয়বিদো ব্রহ্মাভিপ্রায়লক্ষণপ্রেমভক্তিজন্যব্রহ্মসম্ভবফলত্বমাহ (তৈত্তিরীয় সং অং ৭, প্রং ১, অনুং ১০, মং ২) "ববরঃ প্রাবাহণির-

---

আচার্য্যশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণ বলিয়া থাকেন, শুদ্ধ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিই মুক্তিফললাভের প্রধান কারণ। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমপাঠে তৃতীয়সূত্রে লিখিত আছে, "আত্মাকেই জানিবে এবং আত্মাকেই গ্রহণ করিবে"; সুতরাং আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি যে মুক্তিফল প্রদান করিতে পারে, বাদরায়ণের মতে ইহাই অনুমিত হইতেছে। অতএব এই মতে জীবব্রহ্মত্বকল্পনা মিথ্যা, কেবল শুদ্ধ চিদাত্মমাত্রবুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিফল দেয় ॥ ৩০ ॥

আচার্য্যবর শাণ্ডিল্য বেদপ্রমাণ ও উপপত্তিদ্বারা উভয়বিষয়িণী বুদ্ধিকে মুক্তির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, "এই সমুদায়ই ব্রহ্মময়। শান্তচিত্ত ব্যক্তিরা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করিবে।" এই উপক্রমে আরও বলিয়াছেন, "আত্মা, যিনি হৃদয়াভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তিনি পরব্রহ্ম। এই সংসার অতিক্রম করিয়া তাঁহাকেই জানিতে হইবে। যাহার উক্তরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার অন্তরে আর সংশয় থাকে না।" এই সকল প্রমাণদ্বারা শাণ্ডিল্যমুনি উভয়বিষয়িণী বুদ্ধিকে মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-

বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদবৈশিষ্ট্যাৎ ॥৩২॥

কাময়তেত্তিবৎ পূর্ব্বশাণ্ডিল্যার্থত্বান্ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধঃ। বস্তুতো বেদস্য ভগবৎকর্ত্তৃকত্বমেব। শ্রুতেরপি (তৈত্তিরীয়ারণ্যকে প্রং ৩, অনুং ১২, দশক ৪) "তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥" ইতি উপপত্তিশ্চ ভবতি ব্রহ্ম খলু পরমৈশ্বর্য্যবত্তয়া শ্রুতং জীবস্বরূপতয়া চ তথা চ শ্রুতিঃ (তৈত্তিরীয়োপং অং ৩, অনুং ১ শ্রুং ২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" তথা (গীং অং ১৫, শ্লোং ৭) "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। তত্র কিং কস্তোপমর্দ্দকম্। তস্মাৎ (ছান্দোগ্যে) তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে নোভয়বোধনমেবোপপত্তিমদিতি ॥ ৩১ ॥

ননূভয়বিষয়ত্বমেব ন সিদ্ধ্যতি বৈষম্যাৎ। বিষমং হি জগৎকর্ত্তৃত্বাদি-

---

লক্ষণ প্রেমভক্তিই মুক্তিফল প্রদান করে। তৈত্তিরীয়সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমপ্রকরণে দশম অনুবাকে দ্বিতীয়মন্ত্রেও ইহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক বেদের ভগবৎকর্ত্তৃত্বপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কোনরূপ সংশয় সম্ভবে না। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের তৃতীয়প্রকরণে দ্বাদশ অনু-বাকে চতুর্থ দশকে লিখিত আছে যে, ঋক্, সাম, যজুঃপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিই ভগবৎসম্ভূত। আর ব্রহ্মেরই পরমৈশ্বর্য্যশালিত্ব ও জীবরূপত্ব শ্রুত আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে, যাহাদ্বারা উৎপন্ন ভূতসকল জীবিত আছে এবং অন্তিমসময়েও সেই সকল ভূত যাহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জান" এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "এই জীবলোক আমারই অংশ এবং আমিই সমস্ত জীবভূত ও নিত্য।" শাণ্ডিল্য-মুনির মতে এইরূপ উপপত্তি ও পূর্ব্বোক্ত বৈদিকবাক্যপ্রমাণে উভয়বিষ-য়িণী বুদ্ধির মুক্তিপ্রদায়িনীশক্তি প্রমাণীকৃত হইল এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যেও উভয়বিষয়িণী বুদ্ধিরই উপপত্তি দেখা যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

যদি বল, বৈষম্যপ্রযুক্ত উভয়বিষয়িণী বুদ্ধি সম্ভবিতে পারে না। যাহাতে জগতের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহার জগৎকর্ত্তৃত্ব নাই, এইরূপ জ্ঞান নিতান্ত

ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ ॥ ৩৩ ॥

ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

বিশিষ্টে তদকর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টজ্ঞানমিতি চেন্ন যতঃ সোঽয়ং দেবদত্তঃ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানবদেকবিশিষ্টেঽপরবৈশিষ্ট্যমন্তরেণ সামানাধিকরণ্যস্য স্বরূপাভেদাংশগোচরেকত্বেন তদুপপত্তেঃ। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবুদ্ধেরৌৎসর্গিকত্বাৎ। অথ বিশেষ্যমাত্রলক্ষণয়া স্বরূপাভেদোপস্থিতিরিতি মতং তন্ন লক্ষণয়া বোধস্য জঘন্যত্বাৎ লক্ষ্যোপস্থিতৌ তদবচ্ছেদকোপস্থিতিহেতুসত্ত্বাচ্চ। অন্যথা কদাচিচ্ছক্যতাবচ্ছেদকমন্তরেণাপি শক্যস্মৃতির্ভবেৎ ইত্যাস্তাং তাবৎ ॥ ৩২ ॥

ন চৈবং সতি জীবোপাধিক্লেশাদিমত্ত্বমপি পরমেশ্বরে প্রসজ্যেতেতি বক্তুং শক্যম্। উক্তাভেদবুদ্ধ্যনন্তরং ক্লেশাদেরাত্মসম্বন্ধিত্বরূপবিশেষনির্ণয়াদিতি ॥ ৩৩ ॥

নন্বেবং ক্লেশাদিবদৈশ্বর্য্যং কর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণং পরমেশ্বরস্য বাধ্যতে বৈভবং ত্বাত্মনি প্রতীতত্বান্ন ক্লেশাদিবদিতি চেন্ন কর্ত্তৃত্বাদেঃ পরমেশ্বরস্য স্বাভাব্যাৎ।

অসম্ভব। তথাপি যেমন "সেই দেবদত্ত এবং সেই আমি" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ অভেদজ্ঞান হয়, সেইরূপ "সেই ব্রহ্মই জীবস্বরূপ" এইপ্রকার অভেদজ্ঞান হইতে পারে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যদোষ দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। "যিনি পরব্রহ্ম তিনি জীবস্বরূপ" এইরূপ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না; সুতরাং উভয়বিষয়িণী বুদ্ধিই যে মুক্তিফল প্রদান করে, তাহার সংশয় নাই ॥ ৩২ ॥

আত্মা জীবাদি উপাধিশালী হইলেও তাহাতে ক্লেশাদি থাকে না। জীব ও পরমাত্মার অভেদবুদ্ধি হইলে আত্মাতে ক্লেশসম্বন্ধের অভাব হয়, ইহাই নিরূপিত আছে। অতএব আত্মা জীবাদি-উপাধিবিশিষ্ট হয়েন বটে, তথাপি কখন তাঁহাকে ক্লেশাদিবিশিষ্ট বলা যায় না ॥ ৩৩ ॥

যদি বল, যেমন আত্মার ক্লেশাদি নাই, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃত্বাদিও নাই। তথাপি আত্মার স্বভাব বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃত্বাদির অভাব প্রতিপন্ন হইবে না। কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের স্বভাব, ইহা সর্ব্বত্রই

অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতরেষাম্॥ ৩৫ ॥

ন হি বহ্নেরুষ্ণস্বাভাব্যমন্যথা ভবতি। তস্মাদস্বাভাবিকত্বমুপাধিরিতি। অতএব দর্পণাদিপ্রতিফলিতবিম্বে ভাস্বতি মালিন্যাদিবাধেঽপি বৃত্তিপ্রাকাশ্যাদিস্বভাবস্যাবাধ এবেতি॥ ৩৪॥

নহু পরমেশ্বরস্য সত্যমৈশ্বর্য্যং জীবানাং তু কথমাগন্তুকঃ ক্লেশাদিরিত্যত্র হেতুমাহ। ন হি কস্যামপি শ্রুতৌ পরমেশ্বরস্যৈশ্বর্য্যং প্রতিষিদ্ধমস্তি যেন প্রতিপন্নমপি বাধিতং স্যাৎ। প্রত্যুত (ছান্দোগ্যে) "সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদিনা তস্য স্বাভাব্যমবগম্যতে। ন চ জীবস্যেব প্রতীতধর্ম্মত্যাগে কারণমস্তি সদৈবেশ্বরত্বাৎ। সদৈব মুক্তত্বাৎ। তদিতরেষাং তু জীবানাং নৈবং স্বাভাবিকঃ ক্লেশাদিঃ কস্মাৎ তদ্ভাবাৎ শ্রূয়তে হি (ছান্দোগ্যে প্রং ৮, খং ৩, শ্রুং ৪) "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যতে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যাদিভিঃ। তচ্চ

প্রসিদ্ধ আছে, কখন তাহার অন্যথা হয় না। যেমন বহ্নির স্বভাব উষ্ণতা, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-কর্তৃত্বাদি প্রসিদ্ধ আত্মস্বভাবের কখন অন্যথা হইতে পারে না। যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কেবল আরোপদ্বারা লৌকিক ব্যবহার হয়, তাহাকেই উপাধি বলে। আত্মার জীবত্বাদিকল্পনাই উপাধি, ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সমুজ্জ্বল পদার্থমাত্রই দর্পণাদিতে প্রতিফলিত হয়, তাহাতে মালিন্যাদি দোষরূপ বাধা থাকিলেও তাহার সমুজ্জ্বলতাস্বভাবের অন্যথা না। আমরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদি অনুভব করিতে না পারিলেই যে তাঁহাতে কর্তৃত্বাদির অভাবকল্পনা করিব, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে॥ ৩৪॥

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য অপ্রতিষিদ্ধ, কোন শ্রুতিতেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধ দেখা যায় না যে, সেই শ্রুতিপ্রমাণবলে প্রতিপন্ন ঐশ্বর্য্য বাধিত হইবে। তাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদাই প্রতিপন্ন হইতেছে এবং কোন শ্রুতিপ্রমাণেও তাহার বাধা নাই; সুতরাং পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিহত হইল। কোন শ্রুতিতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতিষেধ দূরে থাকুক, বিশে·

স্বভাবত্বেনোপপদ্যতে। উপপদ্যেতাপি যদি পরস্ত ক্লেশাদিস্বভাবঃ স্যাৎ। ন চৈবং তস্মাদ্‌ব্রহ্মভাবলক্ষণমুক্ত্যন্যথানুপপত্ত্যাপি জীবানামৌপাধিকী সংসৃতিরিতি। যদ্যপি পরস্যাপি মায়োপাধিকমৈশ্বর্য্যং তথাপি তদুপাধেঃ কদাচিদপি নাত্যন্তলয়ঃ। জীবোপাধিবুদ্ধীনাং তু পরভক্তৌ সত্যামত্যন্তলয় এব। ন হি ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষীয়তে জীবানামনন্তত্বেন তৎসংসারতন্ত-জনাদ্যর্থং ভগবতঃ প্রবৃত্তেরাবশ্যকত্বাদিতি। এবঞ্চ (বৃহদারণ্যকে) "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যাদিশ্রুতিঃ।" (বৃহদারণ্যকে) "অথাত আদেশো নেতি নেতী-ত্যাদি" শ্রুতিশ্চ জীববিষয়িণ্যেবেতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ ছান্দোগ্যে পুনঃপুনঃ তাঁহার ঐশ্বর্য্য কথিত আছে। "তিনি সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য্যস্বভাব জানা যাইতেছে। জীব যেমন প্রতীতধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মধর্ম্মপরিত্যাগে কোন কারণ নাই, তিনিই ঈশ্বর, সর্ব্বদাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত; সুতরাং তাঁহার স্বভাবের কখন ইতরবিশেষ হয় না। ইতর প্রাণিদিগেরও ক্লেশাদি স্বভাব নহে; যেহেতু জীবের ক্লেশ সময় সময় অন্যথাভূত হয়, কিন্তু যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "পরমেশ্বরের অপ্রতিহত জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে এবং তিনি স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন আছেন।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাঁহার অপ্রতিষিদ্ধ ঐশ্বর্য্য স্বভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি বল, পরমেশ্বরের ক্লেশাদিস্বভাব স্বীকার করিলেও উক্তরূপ উপপত্তি হইতে পারে; তাহা সত্য বটে। তাঁহার ক্লেশাদিস্বভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মত্ব উক্তির অনুপপত্তি হয়। জীবের সংসারিত্ব কেবল উপাধিমাত্র। যদি পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যকেও ঐরূপ মায়াপরিকল্পিত উপাধি বলিয়া স্বীকার কর, তথাপি সেই উপাধির কখন লয় হয় না, কিন্তু পরমেশ্বরেতে পরমভক্তি হইলেই জীবোপাধিবুদ্ধির লয় হয়। কদাচ ভগবানের মায়াশক্তি ক্ষয় পায় না। জীবের অনন্তত্ব-প্রযুক্ত ঈশ্বরভজনার্থ জীবের সংসারভোগ হয়। অতএব ভগবৎপ্রবৃত্তি আবশ্যক। যেহেতু বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "সর্ব্বদা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে এবং তাঁহার তত্ত্বপর্য্যালোচনা করিবে।" ঐ বৃহদারণ্যকে আরও

সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবমুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

অথ ক্রমশো মুক্তাবপি যদা সর্ব্ববুদ্ধীনাং বিলয়স্তদা পরোপাধেঃ স্থিতৌ প্রয়োজনাভাবাৎ তস্যাপ্যত্যন্তলয়ে কিং কৃতমৈশ্বর্য্যং স্বভাবঃ ইতি চেন্নৈবং ভবতি। জীবোপাধিবুদ্ধীনামনন্তত্বাৎ তাদৃশকালএব নাস্তীতি যুক্তং স্বাভাবিকমৈশ্বর্য্যম্। নচ প্রাগভাবাঃ প্রতিযোগিজনকান্তত্বাদিত্যেতাবতাপি কালস্তথাভূতঃ সিদ্ধ্যতি। অথৈকদা সর্ব্বে জনিতপ্রতিযোগিন ইতি চেন্ন অপ্রয়োজকত্বাৎ। সর্ব্বকার্য্যশূন্যকালানুমানং খতাস্তর্কশূন্যম্। অন্যথা সর্ব্বে প্রাগভাবাঃ কদাচিদজনিতপ্রতিযোগিন ইত্যনুমানেন ধ্বংসানধিকরণঃ প্রাক্কালঃ সিদ্ধ্যেৎ। অথাহমেবামুক্তঃ স্যামিতি ধিয়া মুক্তাবপ্রসঙ্গ ইতি

লিখিত আছে যে, "তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং তন্নতন্নরূপে তাহাকেই জানিতে হইবে" ॥ ৩৫ ॥

মুক্তি হইলে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির লয় হয়, কেবল পরোপাধিমাত্র অবস্থিত থাকে; প্রয়োজনাভাববশতঃ তাহারও লয় হয়। তবে আর পরমেশ্বরের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু জীবগত বুদ্ধি অনন্ত। সর্ব্বপ্রকার জীববুদ্ধি লয় হইতে পাবে, এমত কালই অসম্ভব; সুতরাং ঈশ্বরের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যদি সর্ব্ববুদ্ধির লয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির অভাব, ইহাকে প্রাগভাব * বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সর্ব্ববুদ্ধির অভাবকাল কথঞ্চিৎ প্রসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগীর যে একদা সমাবেশ হইতে পারে, তাহার প্রতিও কোন কারণ নাই। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যশূন্য কাল আছে, ইহাও নিতান্ত অযৌক্তিক বাক্য। কখন সর্ব্বপ্রকার প্রাগভাব প্রতিযোগী উৎপাদন করিতে পাবে না, এই অনুমান-

---

* যে অভাবের পরক্ষণেই প্রতিযোগী অর্থাৎ অভাবের বিষয়ীভূত পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রাগভাব। পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই পদার্থের প্রাগভাব থাকে এবং প্রাগভাববুদ্ধির অব্যবহিতপরেই সেই স্থলে সেই অভাবীয় প্রতিযোগী পদার্থের বিদ্যমানতা দেখা যায়।

প্রকৃত্যন্তরালাদবৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ ॥৩৭॥

চেৎ ফলানিশ্চয়েঽপ্যুপায়তানিশ্চয়েন তৎসাধনে প্রবৃত্তিরস্তু। প্রত্যুত সর্ব্বমুক্তিনিশ্চয়ে তত এবাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ৩৬ ॥

অথোপাদানকর্ত্তৃত্বলক্ষণমৈশ্বর্য্যং যদি পরস্য সাহজিকং তদা বিকারিত্বমেব প্রাপ্তং মৃদাদিবদিত্যত উচ্যতে। প্রকৃতির্নাম জড়কার্য্যমাত্রোপাদানম্। সা বিকার্য্যা ন তু ব্রহ্মস্ফুরণরূপসত্তয়া প্রকৃত্যনুগতত্বেন চ পরস্য কর্ত্তৃত্বাদি। নচ প্রকৃতিরেব সত্তেতি বক্তুং শক্যতে জীবানামসত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তেষাং প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ প্রকৃতিলক্ষণাং মায়াশক্তিমন্তরালীকৃত্য পরস্য কর্ত্তৃত্বাদিস্বাভাব্যমিতি ন বিকার্য্যতা। ন হি মায়য়া সৃজন্ মায়াবী মায়াকার্য্যো

দ্বারা সর্ব্ববুদ্ধির ধ্বংস এইরূপ অভাবও নিরস্ত হইল। যদি বল, আমি মুক্ত নহি, এইরূপ বুদ্ধি হইলে মুক্তিবিষয়ে অযত্ন হইতে পারে, তথাপি ফলের নিশ্চয় না থাকিলেও উপায়নিশ্চয়েই সেই কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে পারে। অর্থাৎ যাবৎ ফলসাধন না হয়, তাবৎ সেই বিষয়সাধন করিতে লোকের যত্ন হইয়া থাকে। বরং সর্ব্বপ্রকার মুক্তি নিশ্চিত হইলেই তাহাতে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

যদি পরমেশ্বরের উপাদানকর্ত্তৃত্বরূপ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য স্বীকার কর, তাহা হইলে পরমেশ্বরেরও বিকার স্বীকার করিতে হয়। যেমন ঘটাদির প্রতি উপাদানকারণ মৃত্তিকা বিকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও উপাদান হইলে তাঁহারও বিকৃতি হইতে পারে। যেহেতু জড় কার্য্যের উপাদানই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই বিকারের আশ্রয়, অর্থাৎ প্রকৃতিরই বিকার হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সত্তা প্রকৃতির অনুগত, অতএব পরমেশ্বরেরই কর্ত্তৃত্ব। এবং সেই সত্তাই যে প্রকৃতি, তাহাও বলা যায় না। তাহাহইলে জীবের অসত্ত্বপ্রসঙ্গ হয়। যেহেতু জীব সকলই প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতিস্বরূপা মায়াশক্তিকে আন্তরাল করিয়াই সর্ব্ববিষয়ে পরমেশ্বরের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে; সুতরাং কখন তাঁহার বিকার হইতে পারে না। যেহেতু যিনি মায়াদ্বারা সৃজন করেন, তিনি কখন মায়ার কার্য্য হয়েন না। যদি বল,

তৎপ্রতিষ্ঠাগৃহপীঠবৎ ॥ ৩৮ ॥

ভবতীতি। যদ্যপি তাদাত্ম্যেন কার্য্যত্বমেব বিকার্য্যত্বং তচ্চ বর্ত্তত এবং তথাপি ক্ষীরাদিবন্ন স্বরূপপরিবর্ত্তনেন বিকারত্বম্। যদ্বা স্বাধিকবিকারা-হেতুত্বেন ঘটং প্রতি দণ্ডাদিবদবিকার্য্যত্বমস্তি। তদেবোক্তং প্রকৃত্যন্তরালা-দিতি ॥ ৩৭ ॥

নন্থ মায়োপাদানত্বে মায়ায়ামেব জগৎ প্রতিষ্ঠিতং তর্হি কথং (তৈত্তি-রীয়খিলোপনিষদি স্থং ২৬) তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতমিতি শ্রুত্যা জগতো ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা প্রতিপাদ্যত ইত্যত্রোত্তরম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যপি বিকারপ্রতিষ্ঠান-মবিরুদ্ধং গৃহপীঠবৎ। যথা গৃহমধ্যস্থপীঠে স্থিতোঽপি গৃহে তিষ্ঠতি পীঠে তিষ্ঠতীতি ব্যপদিশ্যতে তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার মায়াস্বরূপত্বই বিকার; তাহা থাকুক, উক্ত বিকারে স্বরূপের পরি-বর্ত্তন হয় না। যেমন দুগ্ধাদি বিকৃত হইয়া অন্যথাভূত হয়, পরমেশ্বর সেই-রূপ মায়ারূপ বিকারদ্বারা অন্যভাবাপন্ন হয়েন না। অতএব তাঁহার উপাদান-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রকৃতিরই উপাদানকর্ত্তৃত্ব বলা যায় ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মায়ারূপা প্রকৃতিই জগতের উপাদান। তবে মায়াতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। তৈত্তিরীয়খিলউপনিষদে যে "সকলই পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত আছে" এইরূপ শ্রুতিদ্বারা জগতের ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? যদি মায়াতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিল, তাহাহইলে ব্রহ্মেতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেমন গৃহমধ্যগত পীঠস্থিত ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলা যায়, সেইরূপ মায়াপ্রতিষ্ঠিত জগৎকেও ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। (গৃহমধ্যে যে পীঠ বর্ত্তমান থাকে, সেই পীঠ ও গৃহের অভ্যন্তরবর্ত্তী বলিয়া পীঠস্থিত ব্যক্তি গৃহস্থরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরূপা মায়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মায়াপ্রতিষ্ঠিত-জগৎও ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিতরূপে প্রতীয়মান হয়) ॥ ৩৮ ॥

মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্ ॥ ৪০ ॥

নমু তর্হি প্রকৃত্যৈব ব্রহ্মান্যথাসিদ্ধমস্ত নেত্যুচ্যতে। ব্রহ্ম প্রকৃতিশ্চো-ভয়মপি কারণম্। পরস্পরং চেতনাচেতনাভ্যাং স্বজ্ঞানায় স্বশক্তিবিষয়ায চাপেক্ষিতত্বাৎ কিং কস্যাপেক্ষকমিতি ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং স্বশাস্ত্রে ব্যবহারলাঘবায় পদার্থসঙ্কলনমুচ্যতে। চেত্যা প্রকৃতিঃ চিদ্ ব্রহ্ম তয়োর্ন তৃতীয়মর্থান্তরমত্রেত্যর্থঃ। নমু ন তৃতীয়স্য সিদ্ধ্যসিদ্ধিভ্যাং চোদ্যত ইতি চেৎ। অয়মর্থঃ ব্রহ্মভিন্নে জ্ঞাতৃত্বং প্রকৃতিভিন্নে চ জ্ঞেয়ত্বং নিষিধ্যত ইতি ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপন্ন হইল যে, মায়াই জগতের প্রধান কারণ এবং ব্রহ্ম সেই মায়ার কারণ। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেন না, তিনি অন্যথাসিদ্ধ, অর্থাৎ কারণের কারণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। এই আশঙ্কাও হইতে পারে না; যেহেতু ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়ই পরস্পরের অপেক্ষিত্বপ্রযুক্ত উভয়ই জগতের কারণ। প্রকৃতি অচেতন, ব্রহ্ম চৈতন্যময়। চৈতন্যব্যতিরেকে অচেতন প্রকৃতির জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতি সর্ব্বদাই ব্রহ্মকে অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতিই জগতের কারণ ও ব্রহ্ম অন্যথাসিদ্ধ নহে। প্রকৃতি ও ব্রহ্ম উভয়ই জগতের কারণ ॥ ৩৯ ॥

এইক্ষণ স্বীয় শাস্ত্রের ব্যবহারলাঘবার্থ পদার্থসঙ্কলন কথিত হইতেছে।—অচেতন প্রকৃতি ও চিন্ময় ব্রহ্ম এই উভয়ের তৃতীয় পদার্থ আর নাই। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বরূপে সমুদায় পদার্থই ব্রহ্ম ও প্রকৃতিস্বরূপ। ব্রহ্মভিন্ন সচেতন পদার্থ জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি ভিন্ন অচেতন পদার্থমাত্রই জ্ঞেয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় পদার্থভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রহ্মভিন্ন জগতে তৃতীয় পদার্থ আর নাই ॥ ৪০ ॥

যুক্তৌ চ সম্পরায়াৎ ॥ ৪১ ॥

শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্ ॥ ৪২ ॥

অথ প্রকৃতিপুরুষয়োরসম্বন্ধে সর্ব্বকার্য্যবিলোপঃ। সম্বন্ধে তু স এব তৃতীয় ইত্যত আহ। মিথ ইত্যনুবর্ত্ততে। তৌ প্রকৃতিপুরুষৌ যুক্তিস্থৌ পরস্পরং প্রতিসম্বন্ধরূপৌ ন ত্বাগন্তুকঃ কশ্চিৎ কস্মাৎ সম্পরায়াৎ অনাদিত্বাদেব। তথা চ গীতায়াম্ (অং ১৩, শ্লোঃ ১৯) "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপীতি।" অথানাদিরেব সম্বন্ধান্তরমস্তিতি চেন্ন জড়াজড়বিকল্পেন তয়োরনন্যত্বাদিতি ॥ ৪১ ॥

নমু প্রকৃতির্ম্মিথ্যৈব মায়ারূপত্বাৎ তস্যাঃ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি অং ৪, শ্রুং ১০) "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা চ কথং বেদ্যং পদার্থ ইত্যত আহ। বেদ্যং প্রধানং নানৃতং ন মিথ্যা ভবিতুমর্হতি কুতঃ শক্তিত্বাদেব। ন হি মায়াবী মায়াশক্তিং বিনা বিহিতাগন্তুকসৃষ্টয়ে প্রভবতি। কিঞ্চ (ছান্দোগ্যে প্রং ৬, খং ২, শ্রুং ২) "কুতস্তু খলু

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধবিহীন হইলে সর্ব্বকার্য্য বিলুপ্ত হয় এবং উভয়ের সম্বন্ধ হইলেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ যদি বল, ঐ উভয়ের সম্বন্ধই তৃতীয় পদার্থ, তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় মিলিত হইয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ হয় না। কেবল সেই প্রকৃতিপুরুষই বর্ত্তমান থাকে; অতএব উভয়ের সম্বন্ধকে তৃতীয় পদার্থ বলা যায় না। যেহেতু উভয়ও প্রকৃতিপুরুষ হইতে ভিন্ন নহে। ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঊনবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি এবং আমার স্বরূপ বলিয়া জান" ॥ ৪১ ॥

যেহেতু প্রকৃতি মায়াস্বরূপ, অতএব তাহা মিথ্যা। শ্বেতাশ্বতরে লিখিত আছে যে, "মায়াই প্রকৃতি এবং যিনি সেই মায়াবিশিষ্ট, তিনিই মহেশ্বর।" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জানা যায়। তবে জ্ঞেয়পদার্থ স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। পদার্থমাত্রের শক্তি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, অতএব তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে

তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

সৌম্যৈবং স্যাদসতঃ সজ্জায়েতেতি” শ্রুতিঃ কার্য্যসত্ত্বেন কারণসত্ত্বাং যদন্তী সর্ব্বসত্তামাহ নানৃতত্বম্। অস্তি তু সর্ব্বদা ভাগবতী সৃষ্টিঃ সাদৃশ্যসহকার্য্যপেক্ষা চেতনকৃতসৃষ্টিত্বান্মায়িকসৃষ্টিবদিতি। ন চাদৃষ্টাদিভিরর্থান্তরং একশক্ত্যপেক্ষায়াং লাঘবাত্তোগতৎসাধনেতরেষু অদৃষ্টহেতুতায়াং মানাভাবাৎ। এবং সর্ব্বকার্য্যেষু মিথো ব্যভিচারাদেকনিত্যসহকারিশক্তিসিদ্ধিঃ। তদবান্তরানেককল্পনং তু ফলমুখমিতি ন গৌরবায়েতি। বিস্তরোঽস্যৈব তৃতীয়ে ইতি ॥ ৪২ ॥

গতা প্রাসঙ্গিকী চর্চ্চা প্রকৃতমনুসরতি। যদ্যপি জানামীচ্ছামীত্যাদিবদহং ভজে অনুরজ্যে ইত্যেবমাদিনা প্রত্যক্ষগম্যৈব ভক্তিস্তথাপি তস্যা দৃঢ়তরসংস্কারবৈশিষ্ট্যলক্ষণা পরিশুদ্ধির্ন প্রত্যক্ষতো নির্ণেতুং শক্যতে জ্ঞানপ্রামাণ্যবৎ। তস্মাৎ তন্নির্ণয়ো লোকবজ্জাতলিঙ্গেভ্য এব। যথা লোকেঽনুরাগতারতম্যং তৎকথাদাবশ্রুপুলকাদিবিকারৈরনুমীয়তে তদ্বদিতি ॥ ৪৩ ॥

না। পরন্তু জ্ঞেয় পদার্থই প্রধান। মায়াবী পুরুষ মায়াশক্তির আশ্রয়ব্যতীত আগন্তুক পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে, “কখন কি অসদ্বস্তু হইতে সদ্বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে?” অতএব কার্য্য দৃষ্টি করিলে ইহার কোন কারণ আছে, অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হয়। সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতেছে এবং সৃষ্টির সহকারী মায়া; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব স্বীকার করা যায় না। কেবল অদৃষ্টবশতই সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোন শক্তির অপেক্ষা করে না, এইরূপ কল্পনাতে কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ সর্ব্বকার্য্যেতেই কারণের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য; সুতরাং প্রকৃতির মিথ্যাত্ব বলিতে পার না। ইহার বিশেষ তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ॥ ৪২ ॥

এই পর্য্যন্ত প্রসঙ্গচর্চ্চা পরিসমাপ্ত করিয়া প্রকৃতবিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন “আমি জানিতেছি ও আমি ইচ্ছা করিতেছি” ইত্যাদিরূপ প্রতীতি হয়, সেইরূপ “আমি ভজনা করি, আমি অনুরক্ত আছি” ইত্যাদিরূপ ভক্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইষ্টবিষয়ে অনুরাগ হইলেও যদি তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর

সম্মানবহুমানপ্রীতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতি-

ন কেবলং লোকবল্লিঙ্গানি ভবন্তি মহর্ষীণাং স্মৃতিভ্যোঽপি তানি লিঙ্গানি বাহুল্যেন লক্ষ্যন্ত ইত্যাহ। যথার্জ্জুনস্য সম্মানম্ (মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বে শ্লোঃ ২৮২২) "প্রত্যুত্থানং তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ। ন লঙ্ঘয়তি ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্না চ সর্ব্বদা॥" বহুমানং যথা ইক্ষ্বাকোঃ (নৃসিংহপুরাণে অং ২৫, শ্লোঃ ২২) "পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তাদৃশি। বভার মেঘে তদ্বর্ণে

সংস্কার হয়, তাহা হইলেই ভক্তিশুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞান কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় না, কেবল প্রমাণদ্বারাই তাহার নির্ণয় হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিও প্রত্যক্ষরূপে নির্ণয় করা যায় না, বাহ্য আকারাদিদ্বারা ভক্তির অনুমান হয়। যাহার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার কথা উপস্থিত হইলেই অশ্রুপাত ও পুলকাদি উৎপন্ন হয়। ইহাদ্বারাই ভক্তির (অনুরাগ) অনুমান করা যায় এবং অনুরাগের তারতম্য অনুসারে অশ্রুপাতাদিরও তারতম্য হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

কেবল লৌকিক চিহ্নদ্বারাই যে ভক্তির অনুমান হয়, এমত নহে। এ বিষয়ে মহর্ষিদিগের স্মৃতিও সম্পূর্ণরূপে ভক্তির লিঙ্গ বলিয়া জানা যায়। সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, মাহাত্ম্যখ্যাতি, ইতরবিচিকিৎসা, তদর্থ প্রাণস্থাপন, তদীয়ভাব, সর্ব্বময়তাজ্ঞান, অপ্রাতিকূল্যাদি এই সকলও সম্পূর্ণরূপে ভক্তির চিহ্ন। কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের সম্মানদ্বারাই তাহার ভক্তি জানা যায়। "ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় সর্ব্বদা ও সকল অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র ভক্তি ও প্রেমপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুত্থান করিতেন, কখন তাহা লঙ্ঘন করেন নাই।" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অর্জ্জুনের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহাই জানা যায়। নৃসিংহপুরাণে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের দ্বাবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "রাজা ইক্ষ্বাকু সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার নাম, তাদৃশ মৃগ, পদ্ম এবং তদ্বর্ণবিশিষ্ট মেঘেতেও বহুবিধ সম্মান করিতেন।" এইরূপ বহুমানদ্বারা ইক্ষ্বাকুরাজার যে শ্রীকৃষ্ণেতে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে অষ্টাশীতি

তদর্থপ্রাণস্থানতদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

বহুমানমতিঃ নৃপঃ ॥" প্রীতির্যথা বিদুরস্য (মহাভারতে উদ্যোং অং ৮৮, শ্লো ৩১১৪) "যা প্রীতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তবাগমনকারণাং। সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥" বিরহো যথা গোপীনাম্ (বিষ্ণুপুরাণে অংশে ৫, অং ১৮, শ্লোং ২২) "গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্ গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা ॥" (মহাভারতে শান্তিং শ্লো ১২৮৮৩) "ইতরবিচিকিৎসা যথা শ্বেতদ্বীপনিবাসিনাম্। নারদদর্শনেঽপি বিঘ্নবুদ্ধিঃ" যথা চোপমন্যোঃ (মহাভারতে অনুশাং অং ১৪, শ্লোং ৭০৭৭ "অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া। ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্য মপি কাময়ে॥" মহিমবুদ্ধৌ যথা যমস্য (নৃসিংহপুরাণে অং ৮, শ্লোং ২১

অধ্যায়ে চতুর্দ্দশাধিক শতোত্তর ত্রিসহস্রশ্লোকে বিদুর বলিয়াছেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার আগমনে আমার যেরূপ প্রীতি হইয়াছে, তাহা আমি তোমাকে কি জানাইব? তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা; সুতরাং তুমি আমার প্রীতি জানিতেছ।" বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোকে গোপীগণ বলিয়াছেন, "আমরা বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যেরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তাহা গুরুগণের নিকট কিরূপে বলিব? আর বলিলেই বা তাঁহারা কি করিবেন?" এইরূপ গোপিনীদিগের বিরহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ অনুরাগ জানা যায়। ইতরবিচিৎসাও ভক্তির চিহ্ন "শ্বেতদ্বীপবাসীরা নারদকে দর্শন করিয়াও বিঘ্ন মনে করিয়াছিল।" পরমেশ্বরভিন্ন আর সর্ব্ববিষয়েই তাহাদিগের দ্বেষ ছিল, ইহাদ্বারা তাহাদিগের যে পরমেশ্বরেতে বিশেষ ভক্তি ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। মহভারতের অনুশাসনপর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সপ্তসপ্তত্যধিক সপ্তসহস্রশ্লোকে উপমন্যুর উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, "আমি শঙ্করের, আজ্ঞায় কীট কিম্বা পতঙ্গ হই, তাহাও আমি শ্লাঘ্যজ্ঞান করি, কিন্তু হে শক্র! তুমি যদি আমাকে ত্রিভুবনপ্রদান কর, তাহাও আমি ইচ্ছা করি না।" সর্ব্বদা পরমেশ্বরের

"নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ। কিং ত্বয়া নার্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥"(বিষ্ণুপুরাণে অংশে ৩, অং ৭, শ্লোঃ ১৪) "স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তম্ বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥" তদর্থপ্রাণস্থিতির্যথা হনূমতঃ। তেনৈবোক্তম্ (বাল্মীকীয়ে উত্তরকাণ্ডে সং ১০৭, শ্লোঃ ৩১) "যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী। তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্॥" অথবা কৃতকৃত্যানামপি নারদাদীনাং তদেকারাধনার্থং প্রাণধারণম্। অত এব শ্রুতিঃ। (নৃসিংহতাপিনী খং ৬) 'যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি॥" তদীয়তাভাবস্তু বসোরুপরিচরস্য (মহাভারতে শাং অং

মাহাত্ম্যবর্ণন ও ভক্তির চিহ্ন। নৃসিংহপুরাণে অষ্টম অধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে যম নরকে পচ্যমান ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছেন, "তোমরা কি সর্ব্বক্লেশবিনাশন কেশবদেবকে অর্চ্চনা কর নাই?" বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে যমরাজ স্বীয় দূতদিগকে পাশহস্ত দর্শন করিয়া তাহাদিগের কর্ণমূলে বলিয়াছেন, "তোমরা মধুসূদনপরায়ণ লোকদিগকে পরিত্যাগ কর, আমি অন্যান্য লোকদিগের প্রভু কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণ লোকের প্রতি আমার কোন ক্ষমতা নাই।" ইহাতে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যখ্যাতি ভক্তির চিহ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যাহারা পরমেশ্বরার্থ প্রাণস্থাপন করে, তাহাদিগকেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা যায়। হনূমান্ ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। বাল্মীকিরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিক শতসর্গে একত্রিংশৎশ্লোকে হনূমান্ বলিয়াছেন, "প্রভো! যাবৎ তোমার পবিত্র কথা এই লোকে প্রকাশিত থাকিবে, তাবৎ আমি তোমার আজ্ঞাপালন করিয়া এই মেদিনীতে অবস্থান করিব।" আরও দেখা যাইতেছে যে, নারদাদি ঋষিগণ কৃতকৃত্য হইয়াও পরমেশ্বরারাধনার্থ প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। নৃসিংহতাপিনীয় উপনিষদে লিখিত আছে যে, "তাঁহাকে ব্রহ্মবাদী মুমুক্ষু ঋষিগণ সর্ব্বদা নমস্কার করেন।" তদীয়তাভাব, অর্থাৎ তন্ময়স্বরূপতাও ভক্তির প্রধান চিহ্ন। উপরিচর বসুর তন্ময়তাদ্বারা ভক্তিপ্রকাশ পাইয়াছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সপ্তত্রিংশাধিক শততমঅধ্যায়ে অষ্টাদশাধিক সপ্ত-

৩৩৭, শ্লোঃ ১২৭১৮) "আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা। এতদ্ভাগবতং সর্ব্বমিতি তং প্রেক্ষতে সদা॥" ইতি সর্ব্বভূতেষু তদ্ভাবো যথা প্রহ্লাদস্য প্রসিদ্ধঃ। উক্তঞ্চ তেনৈব (বিষ্ণুপুরাণে অংশে ১, অং ১৯, শ্লোঃ ৯) "এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥" তস্মিন্নপ্রাতিকূল্যং যথা হন্তুমাগতেঽপি ভগবতি ভীষ্মস্য। তেনৈবোক্তম্ (মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে অং ৫৮ শ্লোঃ ২৬০৪) "এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে। প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথাদ্‌দগ্রাদ্ভুতশৌর্য্যসংখ্যে॥" আদিশব্দাদুদ্ধবাক্রূরাদিচেষ্টিতান্যপি দ্রষ্টব্যানি। যদ্যপি দ্বেষবিপক্ষভাবাদিত্যত্রেদমুক্তং তথাপি তত্র রাগলিঙ্গত্বেনাত্র চ বহুভক্তিপরিশুদ্ধিলিঙ্গতয়েতি বিশেষ ইতি॥ ৪৪॥

শতোত্তর দ্বাদশসহস্রশ্লোকে লিখিত আছে যে, "আত্মা, রাজ্য, ধন, কলত্র, বাহন এই সকলই ঈশ্বরময় জ্ঞান করিবে।" ইহাদ্বারা তন্ময়তাবুদ্ধিই যে ভক্তির চিহ্ন, তাহা প্রমাণীকৃত হইল। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরজ্ঞানও ভক্তিপ্রকাশ করে। এই বিষয়ে প্রহ্লাদই প্রধান উদাহরণস্থল। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে ঊনবিংশতি অধ্যায়ে নবমশ্লোকে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "পণ্ডিতগণ হরিকে সর্ব্বভূতময় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতেই অচলা ভক্তি করিবে।" পরমেশ্বরেতে অপ্রতিকূলতাবুদ্ধিও ভক্তির চিহ্ন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে চতুরধিক-ষট্‌শতোত্তর-দ্বিসহস্রশ্লোকে লিখিত আছে যে, যখন ভগবান্ স্বয়ং ভীষ্মদেবের বিনাশার্থ উপস্থিত হয়েন, তখন ভীষ্ম বলিয়াছেন, "হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! হে শার্ঙ্গগদাখড়্গপাণে! তুমি আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে লোকনাথ! তুমি এই মহাযুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই রথ হইতে আমাকে নিপাতিত কর।" যখন এইরূপ অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভীষ্মের কিঞ্চিন্মাত্র দ্বেষবুদ্ধি হইল না, তখন অপ্রাতিকূল্যজ্ঞান যে বিশেষ ভক্তির চিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। এইরূপ উদ্ধব ও অক্রূরাদিরও বিবিধ ভক্তিসূচক চেষ্টা দেখা যায়॥ ৪৪॥

দ্বেষাদয়স্তু নৈবম্॥ ৪৫ ॥

তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা ॥ ৪৬ ॥

নন্বু স্বামিন্যনুরাগিণাং তদনুগ্রহতারতম্যবৎসু দ্বেষের্ষ্যাদয়ো ভবন্তি তেঽপি কিং লিঙ্গানি নেত্যাহ। তদসম্ভবাদেব। যথোক্তং ভগবতা দ্বৈপায়নেন (মহাভারতে অনুশাং, অং ১৪৯, শ্লোং ৩৬৯) "ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে।" ইতি। শিশুপালস্য তু দ্বেষাৎ স্মরণং ততঃ পরা ভক্তিস্ততো মুক্তিরিত্যেব ক্রম ইতি ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রায়শো ভগবদবতারবিষয়াণ্যেব তানি লিঙ্গানি স্বর্য্যস্তে ব্রহ্মজ্ঞানজন্যত্বাৎ পূর্ণবিষয়তা চ ভক্তের্যুক্তেত্যত্র সিদ্ধান্তমাহ। সা পরা ভক্তিঃ প্রাদুর্ভাবাস্ববিষয়াপি ভবতি কস্মাদিদং জ্ঞায়তে বাক্যশেষাৎ (গীং অং ৭, শ্লোং

প্রভুর প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রভুর অনুরাগের তারতম্য হয়, তাহাতে দ্বেষঈর্ষ্যাদিও হইয়া থাকে। সেই দ্বেষঈর্ষ্যাদি ভক্তির চিহ্ন নহে। যেহেতু যাহার প্রতি ভক্তি হয়, তাহার প্রতি দ্বেষ হয় না। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ে ঊনসপ্তত্যধিক ত্রিশতশ্লোকে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন, "যাঁহারা পুণ্যশীল এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেতে নিতান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদিগের ক্রোধ, মাৎসর্য্য লোভ, ও অশুভবুদ্ধি হয় না।" যদি বল, শিশুপালের দ্বেষবুদ্ধিতেও মুক্তি হইয়াছিল, তাহা নহে। শিশুপাল দ্বেষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, সেই স্মরণফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার পরমভক্তি জন্মে। সেই ভক্তিদ্বারাই তাহার মুক্তি হয়। অতএব দ্বেষ কখন ভক্তির চিহ্ন বলিয়া প্রতীতি হয় না ॥ ৪৫ ॥

ভগবানের অবতারবিশেষে সম্মানবহুমানাদিও ভক্তির চিহ্ন। সেই সকল ভক্তিও মুক্তিপ্রদান করে। যেহেতু ভগবানের সেই সেই অবতারকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়াই ভক্তি জন্মে। যেরূপেই হউক, ভগবদ্ভক্তিমাত্রই মুক্তিপ্রদান করিতে পারে। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যাহারা দেবযাজী, তাহারা দেবলোক

জন্মকর্ম্মবিদশ্চাজন্মশব্দাৎ ॥ ৪৭ ॥

২৩) "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" ইতি। প্রতিজ্ঞাতার্থ-স্থিরীকরণায় দেবতান্তরভক্তিনিন্দায়াং বাক্যশেষো ভবতি (গীং অং ৭, শ্লোঃ ২১) "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥" ইতি। তত্র যো যো যাং যাং ভক্ত ইত্যেতাবত্যুক্তার্থসিদ্ধৌ তনুপর্য্যন্তনির্দ্দেশাত্তক্তেস্তত্তাত্মবিষয়ত্বে তাৎপর্য্যমুন্নীয়তে। প্রকরণঞ্চ ভক্তেরেবেতি ॥ ৪৬ ॥

জন্ম শরীরাবিনাভূতবেদপ্রণয়নদৈত্যবধভক্তদর্শনাদিকার্য্যায় ভগবতঃ শরীরপরিগ্রহঃ। কর্ম্ম চ বেদপ্রণয়নাদি। তত্ত্ববেদিনো জন্মাভাবফলায় ভবতি। যথাহ (গীং অং ৪, শ্লোঃ ৯) "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥" ইতি। নচ জন্মকর্ম্মবেদনস্য সাক্ষাদমৃতত্বফলমুপপদ্যতে। কিন্তু তদ্গতমনোমালিন্যনিবৃত্তি-

প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা আমার ভজনা করে, তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে।" এইরূপ দেবতান্তরভক্তির নিন্দাবাদশ্রবণে কেবল ঈশ্বরভক্তিই মুক্তির কারণ বলিয়া জানা যায়। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের একবিংশতিশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া আমার যে যে তনু অর্চ্চনা করে, আমি তাহাদিগকে অচলা শ্রদ্ধাপ্রদান করি। ইহাদ্বারা ভগবানের অবতারবিশেষে ভক্তি থাকিলেও সেই ভক্তিই মুক্তির কারণ বলিয়া জানা যায় ॥ ৪৬ ॥

যাহারা ভগবানের জন্মকর্ম্ম জানে, তাহাদিগেরও জন্ম হয় না। বাস্তবিক তাঁহার জন্মকর্ম্ম কিছুই নাই, শরীরপরিগ্রহ ব্যতিরেকে বেদপ্রণয়ন, দৈত্যবধ, ও ভক্তদর্শনপ্রভৃতি কার্য্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার জন্ম এবং শরীরপরিগ্রহ করিয়াও বেদপ্রণয়নাদি কার্য্য করিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞান হইলেও মুক্তি হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে নবমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আমার দিব্য জন্মকর্ম্ম জানে, সেই

তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ ॥ ৪৮ ॥

দ্বারা তদ্বিশিষ্টপরমেশ্বরগোচরপরভক্তিং জনয়িত্বা জন্মাভাবফলায় ভবতি। তস্মাৎ প্রাদুর্ভাবাপন্নগোচরত্বং পরভক্তেঃ শব্দাদেবাবগম্যত ইতি ॥ ৪৭ ॥

(গীঃ অঃ ৪, শ্লোঃ ৯) জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যত্র কিং দিব্যত্বং ন ধর্ম্মজত্বং ধর্ম্মযোগাভাবাৎ তস্মিন্নদৃষ্টাসিদ্ধেঃ। নাপি দিবি ভবত্বং ভূলোক-জন্মন্যব্যাপ্তেঃ। কিন্তু জীবশরীরবন্ন ভূতোপাদানকত্বমপি তু স্বমায়াশক্তিকৃত-ত্বম্। অতএব মোক্ষধর্ম্মে নারদং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্ (মহাভারতে শাঃ, অঃ ৩৪১, শ্লোঃ ১২৯০৯) "মায়ৈষা হি ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।" ইতি। তথা চ গীয়তে (গীঃ অঃ ৪, শ্লোঃ ৬) "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরো-

ব্যক্তি দেহপরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার সে জন্মগ্রহণ করে না।" কেবল তাহার জন্মকর্ম্মপরিজ্ঞানেই সাক্ষাৎ মুক্তিফল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তদ্গত মনোমালিন্যনিবৃত্তিদ্বারা তাঁহাতে বিশিষ্ট ভক্তি উৎপাদন করিয়া জন্মাভাবরূপ মুক্তিফল লাভ করিতে হয়। ৪৭।

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নবমশ্লোকে যে দিব্য জন্মকর্ম্ম উক্ত হই-য়াছে, সেই দিব্যশব্দের অর্থ কি? এইক্ষণ ইহাই নিরূপিত হইতেছে।— ধর্ম্মজন্যকে দিব্য বলা যায় না; যেহেতু তাহার কোন ধর্ম্মযোগ নাই। আর যদি বল, স্বর্গজন্যকেই দিব্য বলি; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু ভগ-বান্ ভূর্লোকাদিতেও জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার শরীর জীবশরী-রের ন্যায় ভূতনির্ম্মিত নহে, তবে তিনি স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা শরীরস্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে একচত্বারিংশদধিক ত্রিশত অধ্যায়ে নবাধিক নবশতোত্তর দ্বাদশসহস্রশ্লোকে মোক্ষধর্ম্মে নারদের প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে নারদ! এই যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মায়াময়। এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমি অজ, অব্যয়াত্মা এবং নিখিলভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় মায়া আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে সমুদ্ভূত হইতেছি।" অত-এব তাঁহার শরীর ধর্ম্মজন্য, ভূতনির্ম্মিত কিম্বা স্বর্গজন্য নহে। যদি বল,

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

হপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ইতি। ন চাভৌতিকত্বে শরীরত্বব্যাঘাতঃ ভোগায়তনে ভৌতিকত্বনিয়মাৎ। অথ ভোগায়তনত্বমেব শরীরত্বমিতি চেন্ন চেষ্টাশ্রয়ত্বস্য তত্ত্বে লাঘবাৎ। চেষ্টাত্বং তু ক্রিয়াগতো জাতিবিশেষঃ। ন চ ক্রিয়ৈব মৃতশরীরক্রিয়ায়াং তদ্ব্যবহারাপত্তেঃ। নাপি সাক্ষাৎ প্রযত্নজক্রিয়াত্বমেব চেষ্টাত্বং ঘটাদাবপি চেষ্টত ইতি ব্যবহৃতিপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বক্রিয়ায়াঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরযত্নজন্যত্বাৎ। এবঞ্চ পরমেশ্বরশরীরবোধকমানেন তচ্ছরীরচেষ্টাসিদ্ধিরিত্যাস্তাং তাবদিতি। ন চ তত্ত্বাধিক্যং তচ্ছরীরস্য ব্রহ্মাণ্ডানুপাদানতয়া ঘটাদিবদতত্ত্বভাবাৎ ইন্দ্রিয়াপ্রকৃতিত্বাচ্চ ॥ ৪৮ ॥

নন্ স্বতঃ প্রয়োজনাভাবে কথং প্রবর্ত্তত ইত্যপেক্ষায়ামাহ। লোকে হি নিরুপাধিপরদুঃখহানায় প্রবৃত্তেষু কারুণিকব্যপদেশঃ। ন চাসৌ তেষু মুখ্যঃ কৃপাজন্যদুঃখহানায় পুণ্যার্থং বাপ্যন্তঃপ্রবৃত্তেন নিরুপাধিত্বং সম্ভবতি। নাপি

যাহা ভূতনির্ম্মিত নহে, তাহা শরীরই নহে। এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। ভোগের নিমিত্তই ভৌতিক শরীরের নিয়ম, অর্থাৎ ভৌতিক শরীরব্যতিরেকে ভোগ হইতে পারে না। যাহার ভোগ নাই, তাহার অভৌতিক শরীর স্বীকারে দোষ কি? ইহাতেও যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, যে শরীরে ভোগ হয় না, তাহাও শরীর নহে, একথাও বলিতে পার না। যেহেতু চেষ্টার আশ্রয় ক্রিয়াকেও শরীর বলা যায়। ক্রিয়াগত জাতিবিশেষই চেষ্টা; কিন্তু ক্রিয়ামাত্রকে চেষ্টার আশ্রয় বলা যায় না। যেহেতু মৃতশরীরে ক্রিয়া আছে, কিন্তু তাহাতে কোন চেষ্টা নাই। সাক্ষাৎ প্রযত্নজন্য ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা যায় না। তাহাহইলে ঘটাদিরও চেষ্টাব্যবহার হইতে পারে। যেহেতু সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের প্রযত্নসাধ্য। অতএব পরমেশ্বরশরীর ভৌতিক নহে, কিন্তু চেষ্টাবান্ ॥ ৪৮ ॥

পরমেশ্বরের কোনরূপ প্রয়োজন নাই, তবে তিনি কেন কার্য্যেপ্রবৃত্ত হয়েন্? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরমেশ্বরের কারুণ্যই কার্য্য প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ। যাঁহারা কোন ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ না করিয়া পরদুঃখ-

প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু ॥ ৫০ ॥

দ্যূতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৫১ ॥

পরদুঃখপ্রহাণমাত্রপ্রবৃত্তে তথা ধনাদ্যুপাধিযুক্তে তদব্যবহৃতেঃ। কিন্তু নিরুপাধিপরক্লেশনাশিনো ভগবতএব মুখ্যং কারুণ্যম্। তৎকৃত এবান্যপ্রয়োজনার্থিষু কারুণ্যব্যবহারো গৌণ ইতি। তস্মাৎ জননীয়াদৃষ্টমপেক্ষ্য স্বকারুণ্যাৎ প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৪৯ ॥

নমু (গীঃ অং ১০, শ্লোঃ ২৭) "নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ" ইত্যাদিনা বিভূতীনামপি ভগবদ্রূপত্বকথনাদ্রাজাদিভক্তেরপি মুক্তিঃ স্যাদিত্যত আহ। জীবোপাধ্যনবচ্ছিন্নবিষয়ৈব পরা ভক্তির্ন তু প্রাণাদিজীবোপাধিযুক্তেষু রাজাদিষু রক্তির্মুক্তিফলেতি ॥ ৫০ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দ্যূতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধঃ স্মর্য্যতে পরমেশ্বরত্বে তু তন্ন স্যাদিতি ॥ ৫১ ॥

নিবারণার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ করুণাময়। তিনি যে কোন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অথবা পুণ্যোপার্জ্জনার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা নহে; সুতরাং পরমেশ্বরকে যথার্থ করুণাময় বলা যায়। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত অন্য প্রয়োজন সাধন করেন, তাঁহাদের প্রতি যে কারুণ্যব্যবহার হয়, তাহা গৌণ। অতএব স্বীয় কারুণ্যবশতঃ যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও অদৃষ্টাপেক্ষ ॥ ৪৯ ॥

ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে সপ্তবিংশতি শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি নরগণের মধ্যে নরাধিপ" ইত্যাদিবাক্যে বিভূতিশালীতেই ভগবৎস্বরূপত্বকথনপ্রযুক্ত রাজাদিভক্তিমৎ পুরুষেরও মুক্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, রাজাদিভক্তের মুক্তিফল হইতে পারে না, যেহেতু রাজগণ প্রাণী, জীবোপাধিবিরহিত ঈশ্বরবিষয়ে ভক্তিই মুক্তিফল প্রদান করে। জীবোপাধিযুক্ত রাজাদের প্রতি অনুরাগ হইলে সেই অনুরাগ কদাচ মুক্তিফল দিতে পারে না ॥ ৫০ ॥

দ্যূতসেবা এবং রাজসেবারও শাস্ত্রে প্রতিষেধ আছে, অতএব কেবল পরমেশ্বরভক্তিভিন্ন দ্যূতসেবা কিম্বা রাজসেবা করিলে মুক্তিফল হইতে পারে না ॥ ৫১ ॥

বাসুদেবেঽপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ॥ ৫৩ ॥

ননু (গীং অং ১০, শ্লোং ৩৭) "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মীতি" বিভূতিষু শ্রুতিস্তথা চ রাজাদিবৎ সোঽপ্যভজনীয়এব স্যাদিতি চেন্ন পরব্রহ্মণ এব কৃষ্ণাকারমাত্রত্বাৎ। যথা পরাশর আহ (বিষ্ণুপুরাণে অংশে ৪ অং ১১,শ্লোং ২) "যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি" ইতি। জীবত্বে তন্ন স্যাদিতি ॥ ৫২ ॥

বাসুদেববিষয়ে পরব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞা চ শ্রূয়তে (নারায়ণোপনিষদে অথর্ব্বশিরসি দশকে ৬, বাক্য ৯) "ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।" সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণরূপমকারণং পরব্রহ্মস্বরূপমিতি। স্মর্য্যতে চ প্রত্যভিজ্ঞা যথা প্রলয়ে দৃষ্টানুভাবেন যুধিষ্ঠিরং প্রতি মার্কণ্ডেয়েনোক্তম (মহাভারতে বনং অং ১৮৯, শ্লোং ১৩০০২) "যঃ স দেবো ময়া দৃষ্টঃ পুরা

ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেব" এবং পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, রাজাদির সেবায় মুক্তিফল হইতে পারে না। যদি বিভূতিশালী রাজাদিসেবায় মুক্তি না হইল, তবে বিভূতিমান্ বাসুদেবসেবাও নিষ্প্রয়োজন, একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু পরব্রহ্মই কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে একাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে পরাশর বলিয়াছেন, "যে যদুবংশে পরব্রহ্ম নরাকৃতি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনুষ্যগণ সেই যদুবংশশ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হইতে পারে।" অতএব রাজাদির ন্যায় বাসুদেবকে অভজনীয় জ্ঞান করিবে না ॥ ৫২ ॥

নারায়ণোপনিষদে বাসুদেববিষয়ে ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞান শ্রুত আছে এবং অথর্ব্বশির উপনিষদে ষষ্ঠদশকে নবমবাক্যে লিখিত আছে যে, "দেবকীপুত্র মধুসূদন পরব্রহ্ম।" অতএব নারায়ণ সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বকারণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার উপাসনা রাজাদির উপাসনার ন্যায় নিষ্প্রয়োজন নহে। মহাভারতে বনপর্ব্বে ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়ে দ্ব্যধিক ত্রয়োদশ

বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেন তৎ ॥ ৫৪ ॥

পদ্মায়তেক্ষণঃ। স এব পুরুষব্যাঘ্রঃ সম্বন্ধী তে জনার্দ্দনঃ ।" ইতি। তথা (মহাভারতে শাং মোক্ষধর্ম্মে অং ৩৪৫, শ্লোং ১৩৩২৫-২৬) তপোভিরপ্যদৃশ্যো হি ভগবানিতি শ্রুত্বা জনমেজয়েনাভিহিতম্। "তপসাপ্যনুদৃশ্যো হি ভগবান্ লোকপূজিতঃ। তং দৃষ্টবন্তস্তে সাক্ষাৎ শ্রীবৎসাঙ্কবিভূষণম্।" ইতি। চকারাৎ তদুক্তেষু ফলশ্রবণলিঙ্গাৎ ॥ ৫৩ ॥

তর্হি কথং বিভূতিষু তৎকীর্ত্তনং তত্রাহ। (গীং অং ১০, শ্লোং ২১) 'আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদৌ" তেষু শ্রেষ্ঠত্বং পরমেশ্বরস্যৈবেতি দৃষ্টিমাত্রার্থং বিভূতিকথনং তচ্চ বাসুদেবেঽপি বৃষ্ণিষু শ্রেষ্ঠোঽয়মিত্যেতাবন্মাত্রদৃষ্টিবিধানার্থং বিভূতিষু বাসুদেবকীর্ত্তনমিতি ॥ ৫৪ ॥

সহস্রশ্লোকে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "আমি যে পূর্ব্বকালে পদ্মপত্রাক্ষ দেবকে দেখিয়াছি, তিনিই পুরুষোত্তম ও জনার্দ্দন এবং সেই পুরুষই তোমার সহকারী।" মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশতোত্তর ত্রয়োদশসহস্রাদি শ্লোকদ্বয়ে লিখিত আছে যে, "সেই ভগবান্ তপস্যাদ্বারাও অদৃশ্য।" ইহা শুনিয়া জনমেজয় বলিয়াছেন, "যে সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ তপোযোগেও অদৃশ্য, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত পুরুষকে তোমরা সাক্ষাৎ দেখিতেছ।" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, বাসুদেবই পরব্রহ্ম, তাঁহার ভক্তিতেই মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

যদি বল, বাসুদেবই পরব্রহ্ম, তবে "নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ" ইত্যাদিরূপে তাঁহার বিভূতিকীর্ত্তন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহার বিভূতিকীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু।" ইত্যাদি বিভূতিকীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্ববিষয়েই বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৫৪॥

এবং প্রসিদ্ধেষু চ ॥ ৫৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথম আহ্নিকঃ।

এবমনেন প্রকারেণ বাসুদেববদ্‌ব্রহ্মলিঙ্গবত্তয়া প্রসিদ্ধেষু বরাহনৃসিংহ-বামনরামভদ্রাদিষু ভক্তিরপি মুক্তিফলেতি বোধ্যম্। যদ্বা এবং ব্রহ্মলিঙ্গ-বত্তয়া প্রসিদ্ধেষু (গীং অং ১০, শ্লোং ২৩) রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মীত্যাদিবিভূ-ত্যাদিবিভূত্যাস্মসু শ্রৈষ্ঠ্যমাত্রদৃষ্টির্মন্তব্যা। উক্তং হি স্কান্দে কাশীখণ্ডে পূর্ব্ব-ভাগে অং ২৭, শ্লোং ১৮১) "বিষ্ণুরুদ্রান্তরং ক্রয়াদয়ঃ শ্রীগৌর্য্যন্তরং তথা: তত্ত্বাস্তিকস্য মূর্খস্য বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্।" ইতি। শঙ্করস্য ব্রহ্মলিঙ্গপ্রসিদ্ধিঃ স্মৃত্যাদৌ বহুলমুপলভ্যত ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইত্যাচার্য্যস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথম আহ্নিকঃ ॥

যেমন ব্রহ্মরূপী বাসুদেবে ভক্তিদ্বারা মুক্তিফল প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্রপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবগণে ভক্তি করিলেও মুক্তিফল লাভ হইতে পারে। যেহেতু বাসুদেবের ন্যায় বরাহ নৃসিংহ-প্রভৃতিও ব্রহ্মস্বরূপ। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর।" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা শঙ্করও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। স্কন্দপুরাণে কাশী-খণ্ডে পূর্ব্বভাগে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে একাশীত্যধিক শততমশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যাহারা বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদজ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও মূর্খ; তাহাদিগের বাক্য সর্ব্বদা শাস্ত্রবিগর্হিত।" ইত্যাদি বহুলস্মৃতিতে শঙ্করের ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি হইতেছে ॥ ৫৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য-

দ্বিতীয় আহ্নিকঃ।

ভক্ত্যাভজনোপসংহারাদ্গৌণ্যা পরায়ৈতদ্ধেতুত্বাৎ ॥৫৬॥

উক্তৌ দৃষ্টোপকারকৌ জ্ঞানযোগৌ সম্প্রতি প্রতিবন্ধকদুরিতক্ষয়মুখেনাপ-
র্গবত্যো গৌণভক্ত্য উচ্যন্তে। (গীঃ অঃ ৯, শ্লোঃ ১৩) "ভজন্ত্যনন্যমনসো
াত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।" ইত্যনেন সপ্তমাধ্যায়প্রতিপাদিতপরভক্তিমনূদ্য
ৎপশ্চাদ্গীতং (গীঃ অঃ ৯, শ্লোঃ ১৪) "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ
ঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" ইত্যাদি। তৎ-
শ্চাৎ (গীঃ অঃ ৯, শ্লোঃ ২৯) "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু
াপ্যহম্।" ইতি তদুপসংহারস্তত্তত্র (তৈত্তিরীয় সং অষ্টঃ ২, প্রঃ ৪, অনুঃ
) চিত্রয়া যজেতেতিবৎ সামানাধিকরণ্যেন ভক্তিনাম্না ভজনেন ফলং

ইতিপূর্ব্বে মুক্তির প্রধান কারণ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি দুরদৃষ্টরূপ
প্রতিবন্ধকনাশক গৌণভক্তি কথিত হইতেছে। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের
ত্রয়োদশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বভূতের আদি ও
অব্যয়; এইরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেই আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করিবে।"
ইহার পর ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে পরমভক্তি বলিয়া উক্ত গীতার নবম
অধ্যায়ের চতুর্দ্দশশ্লোকে বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে কীর্ত্তন
করিবে, আমাকে জানিতে যত্ন করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে নমস্কার
করিবে এবং আমার প্রতি চিত্ত নিয়োজিত করিয়া উপাসনা করিবে।" ইহার
পর গীতার নবম অধ্যায়ের উনত্রিংশৎশ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহারা ভক্তি-
পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে থাকে এবং আমিও সেই
সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি।" ইহার উপসংহারস্বরূপে তৈত্তিরীয় সংহি-

ভাবয়েদিত্যর্থঃ। (গীং অং ৭, শ্লোং ১৩) "একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তৌ ভক্তিশব্দস্য প্রযুক্তত্বেন সংজ্ঞাপ্রাপ্তেঃ ভক্তিভজনয়োরেকার্থত্বাচ্চ নাপ্যত্র পরভক্তিঃ ফলভাবনয়া বিধীয়তে তস্যা অকৃতিসাধ্যত্বেনাবিধেয়ত্বাৎ। ন চাপি তস্যা নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমজ্ঞানং জ্ঞাপ্যতে (গীং অং ৭, শ্লোং ২৩) মদ্ভক্তা যান্তি মামপীত্যাদিনা সপ্তম এব তজ্জ্ঞাপনস্যাপি প্রাপ্তবৎ। কিন্তু পরভক্তের্বিঘ্ননাশনসাধনাকাঙ্ক্ষয়া কীর্ত্তনাদিকমেবোপক্রান্তং ভক্তিশব্দেন গৌণ্যা বৃত্ত্যা তৃতীয়ান্তেন নির্দ্দিশ্য পরভজনসাধনত্বং তেষু বিধীয়তে ইত্য-ত্রার্থবাদাকাঙ্ক্ষায়াং (গীং অং ৯, শ্লোং ২৯) ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি পশ্চাদন্বয়ঃ। অন্যথা ভক্ত্যা ভজনং তেন চ ময়ি স্থিতিরিতি বাক্যং ভিদ্যেত। কীর্ত্তনাদিষু ভক্তিসাধনত্বেন (তৈত্তিরীয় সং অষ্টং ২, প্রং ৩, অনুং ২)

তার চতুর্থপ্রকরণের ষষ্ঠ অনুবাকে জানা যায় যে, চিত্রযাগের ন্যায় ভক্তিরূপ ভজনাদ্বারাও ফললাভ হয়। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে লিখিত আছে যে, ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই ভক্তিশব্দে ভগবদ্ভক্তি বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক ভক্তি ও ভজন উভয়ই একার্থ। যাহাকে পরমভক্তি বলে, তাহা কখন সাধারণ ফল উৎপাদন করে না। যেহেতু ঐ ভক্তি কৃতি-সাধ্য নহে; উহা কেবল নিঃশ্রেয়স ফলপ্রদান করিয়া থাকে। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমাকেই লাভ করে" ইত্যাদিরূপে সপ্তম অধ্যায়ে পরম ভক্তির প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। পরমভক্তির বিঘ্ননাশনসাধনত্ববিষয়ে ভগ-বৎকীর্ত্তনাদি উক্ত হইয়াছে। সেইস্থলে ভক্তিশব্দে ভগবৎকীর্ত্তনাদি গৌণ-ভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পরমভজনসাধনত্ব আখ্যাত হইয়াছে। ভগব-দ্গীতার নবম অধ্যায়ের উনত্রিংশৎশ্লোকোক্ত "যাহারা আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতে থাকে এবং আমি তাহাদিগেতে বর্ত্তমান থাকি" এইরূপ বাক্যের পশ্চাৎ অন্বয় করিতে হইবে। অন্যথা ভক্তিদ্বারা ভজন এবং সেই ভজনদ্বারা আমার অবস্থান, এইরূপ বাক্যভেদ হইতে পারে। কীর্ত্ত-নাদির ভক্তিসাধনবিষয়ে তৈত্তিরীয়সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টকে তৃতীয়প্রকরণে

রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্ ॥ ৫৭ ॥

আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতমিতিবদ্ভক্তিশব্দো গৌণঃ শক্যসংস্কারেণ সুগ্রহ ইতি। যদ্বা ভজ্যতে এভিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা তাসু ভক্তিশব্দঃ (আশ্বলায়নশ্রৌতসূ: অং ৯, খং ৮) উদ্ভিদ্বৎ অথবা (গীঃ অং ৭, শ্লোং ১৬) "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিতি" ভজনগণপাঠাৎ স্থষ্টিবং (গীঃ অং ৭, শ্লোং ১৮) "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইত্যৌদার্য্যগুণযোগাদ্বা গৌণত্বমিতি ॥ ৫৬ ॥

এবং হি শ্রুতম্ (গীঃ অং ১১, শ্লোং ৩৬) "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।" ইতি তত্র সাক্ষাদেবানুরাগার্থত্বং কীর্ত্তনস্য শ্রুতম্। তৎসাহচর্য্যাৎ (গী অং ৯, শ্লোং ১৪) "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" ইত্যাদিনোক্তানামপি তদেব ফলমিতি ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয় অনুবাকে লিখিত আছে যে, "যেমন ঘৃত আয়ুর্ব্বর্দ্ধন করে" এস্থলে যেমন ঘৃতশব্দই আয়ুঃশব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ কীর্ত্তনাদিও গৌণভক্তি জানিবে। অথবা "যাহাদ্বারা ভজন করা যায়" ভক্তিশব্দের এইরূপ অর্থ করিলে কীর্ত্তনাদিও ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণে ও যুক্তিদ্বারা ভগবৎকীর্ত্তনাদির প্রতিবন্ধকীভূত বিঘ্নবিনাশিত্ব গৌণভক্তি প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৫৬ ॥

ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশৎশ্লোকে মহাত্মা অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "হৃষীকেশ! তোমার কীর্ত্তনদ্বারা জগৎ প্রহৃষ্ট ও অনুরক্ত আছে।" এই বাক্যে ভগবৎকীর্ত্তনেরও সাক্ষাৎ অনুরাগজনকত্ব শ্রুত আছে। অতএব তন্নামশ্রবণাদিও ভক্তির অনুকূল জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবৎকীর্ত্তনের ভক্তিজনকত্ব সিদ্ধ হইলে তৎসহচর নামশ্রবণাদিও যে ভক্তি উৎপাদন করিবে, তাহার সংশয় নাই। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে আমার নামকীর্ত্তন করিবে এবং আমার বিষয়ে যত্নপর থাকিবে।" ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণেই শ্রবণাদি অন্যান্য সাধনেরও ভক্তিজনকত্ব জানা যায় ॥ ৫৭ ॥

অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরুপাস্যাদৌ চ কাণ্ডত্বাৎ॥ ৫৮॥

(গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ১৩) "ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্" (গীঃ অং ৯ শ্লোঃ ২৯) "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" ইত্যেতয়োরন্তরালে যা গৌণভক্তয়ঃ শ্রুতাস্তাঃ পরভক্ত্যঙ্গানি ভবন্তি পরভক্তিসন্দংশাদেবেতি ভাবঃ। তা যথা (গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ১৪-১৫-২২-২৫-২৬-২৭-২৮) " সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥" ইতি। তথা "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ইতি। "তথা যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥" ইতি। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমাকে ভূতাদি ও অব্যয়জ্ঞান করিয়া অনন্যচিত্তে ভজনা করিবে।" এবং উক্ত নবম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশৎশ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহারা আমাকে ভজনা করে,তাহারা আমাতে থাকে এবং আমি তাহাদিগের প্রতি বর্ত্তমান থাকি।" এই উভয় বাক্যের মধ্যে অনেক গৌণভক্তি শ্রুত আছে, উহারা সকলেই পরমভক্তির অঙ্গীভূত। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতায় নবম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, দ্বাবিংশতি, পঞ্চবিংশতি, ষড়্বিংশতি, সপ্তবিংশতি ও অষ্টাবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করিবে, দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার বিষয়ে যত্ন করিবে, আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে, নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিবে। অন্যান্য ব্যক্তিরা জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার অর্চ্চনাকরত উপাসনা করিয়া থাকে, একত্বরূপে, পৃথক্রূপে অথবা অনন্তরূপে আমাকেই বিশ্বের আদি বলিয়া জানিবে। যে সকল মনুষ্য অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করে, আমি সেই সকল নিত্যযুক্ত ব্যক্তিদিগের যোগসিদ্ধির মঙ্গলবিধান করি।

মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।” ইতি। তথা “যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ শুভাশুভফলৈরেব মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।” ইতি। তত্র নাম্নামভিধানং কীর্ত্তনম্। ভক্ত্যর্থং যত্নশ্চাত্র লৌকিকোঽপ্যঙ্গতাপ্রস্তাবাদুক্তঃ। দৃঢ়ব্রতং মন্ত্রৈক্যৈকাদশ্যুপবাসাদ্যনুষ্ঠানম্। নমস্কারঃ স্বাপকর্ষবোধকবশিরঃসংযোগাদিব্যাপারঃ। জ্ঞানযজ্ঞশ্চ দ্বিধা মুখ্যামুখ্যভেদেন একত্বপৃথক্ত্ববিষয়ত্বয়া। তন্মাত্রচিন্তা তু ধ্যানমনুস্মৃতিশ্চ। যাগঃ পূজা ভগবন্তমুদ্দিশ্য পত্রাদিদানঞ্চ তথা বিহিতনিষিদ্ধসর্ব্বকর্ম্মণাং পরমেশ্বরে সমর্পণমিতি। ন কেবলমেতান্যেবাঙ্গানি। কিন্তু (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৩, খং ১৮, শ্রুং ১) “মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত” (গীঃ অং ১০, শ্লোঃ ২১) আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদ্যুপাসনাদি-

---

যাহারা দেবব্রত, তাহারা দেবলোক; যাহারা পিতৃব্রত, তাহারা পিতৃলোক; যাহারা ভূতযাজী, তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা আমার যজন করে, তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু অর্পণ করে, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত বস্তু সকল গ্রহণ করি।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন, “কৌন্তেয়! তুমি যে কার্য্য কর, তুমি যে ভোজন কর, তুমি যে হোম কর, তুমি যে দান কর, তুমি যে তপস্যা কর, সকলই আমাতে অর্পণ কর।” “এইরূপে সমস্ত শুভাশুভকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিলেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে নামকথনকে কীর্ত্তন, ভক্তিপ্রদর্শনকে যত্ন, একাদশীর উপবাসপ্রভৃতি অনুষ্ঠানকে দৃঢ়ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং করশিরঃসংযোগাদি স্বীয় অপকর্ষতাবোধক ব্যাপারই নমস্কার। জ্ঞানযজ্ঞও দ্বিবিধ; মুখ্য ও অমুখ্য। একত্বজ্ঞান মুখ্য, পৃথক্ত্বজ্ঞান অমুখ্য; তন্মাত্রচিন্তাই ধ্যান ও স্মৃতি এবং পূজাই যাগ, অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশে পত্রপুষ্পাদিপ্রদান। আর বিহিতনিষিদ্ধাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের পরমেশ্বরেতে যে অর্পণ, তাহাকে সমর্পণ বলে। এই সকল কেবল পরস্পরের অঙ্গীভূত নহে। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে, “সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।” এবং ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে

তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

তাসু প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকে ॥ ৬০ ॥

শব্দকবলীকৃতান্যপি ভক্তিসাধনানি কুতঃ ব্রহ্মকাণ্ডস্য সর্ব্বস্যাপি ভক্তিতৎ-সাধনপ্রতিপাদকত্বাদিতি ॥ ৫৮ ॥

তাভ্যো গৌণভক্তিভ্যঃ পাবিত্র্যমন্তঃকরণমালিন্যহেতুদুরিতক্ষয়ঃ। স এবদ্বারম্ কুতঃ (গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ২) পবিত্রমিদমুত্তমমিত্যুপক্রম্যাভিধানাৎ। করণধর্ম্মত্বাৎ ভক্তেরন্তঃকরণধর্ম্মত্বাৎ পাবিত্র্যস্যান্তরঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫৯ ॥

তাস্বেব কীর্ত্তনাদিষু (গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ২৬) "যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" (গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ১৪) "নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা" ইত্যাদৌ প্রকরণাদিসিদ্ধাঙ্গ-

---

লিখিত আছে যে, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু।" এই সকল বাক্যই ভগবদুপাসনার অন্তর্গত; অতএব উপাসনাপ্রভৃতি সকলই ভক্তিসাধন জানিবে ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বে যে সকল ভক্তির কারণ উক্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে অন্তঃকরণের পবিত্রতাই প্রধান; অন্তঃকরণের মালিন্যের হেতুভূত পাপের বিনাশই অন্তঃকরণের পবিত্রতার কারণ। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয়শ্লোকে পবিত্রতা উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ভক্তি অন্তঃকরণগত ধর্ম্ম; সেই অন্তঃকরণের পবিত্রতা থাকিলেই ভক্তি জন্মে ॥ ৫৯ ॥

কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, কীর্ত্তনাদির মধ্যে যাহার প্রাধান্য আছে, তাহাতেই ফলাধিক্য জানিবে। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তিপ্রদত্ত বস্তু সকল গ্রহণ করি।" উক্ত গীতায় নবম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশশ্লোকে আরও বলিয়াছেন, "ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে নমস্কার করিবে এবং নিয়তচিত্তে আমার উপাসনা করিবে।" ইত্যাদিরূপে পুনঃপুনঃ ভক্তিসংযোগকথন উক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, ভক্তিপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের নমস্কারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে ফলাধিক্য হয় ॥ ৬০ ॥

নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ ॥ ৬১ ॥

অত্রাঙ্গপ্রয়োগাণাং যথাকালসম্ভবো গৃহাদিবৎ ॥ ৬২ ॥

ভাবেষু পুনর্ভক্তিসংযোগকথনং প্রবৃত্তভক্তীনাং তদনুষ্ঠানে ফলাধিক্যার্থমেবে-ত্যেক আচার্য্যা মন্যন্তে ॥ ৬০ ॥

জৈমিনিরাচার্য্যস্তু তাসু গৌণত্বসিদ্ধেঃ (আশ্বলায়নশ্রৌত সূঃ অং ৯, খং ৭) শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেত্যাদাবিব ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরভক্তিং সাধয়েদিতি সামানাধিকরণ্যসম্ভবান্নামভাবেনান্যার্থং তাং মন্যতে ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি ॥ ৬১ ॥

কীর্ত্তননমস্যাদীনাং সহানুষ্ঠানমেকৈকেন বা ক্রমেণ বানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ। তত্রাদ্যে কস্যচিদননুষ্ঠানেঽপ্যন্যেষাং নিষ্ফলত্বপ্রসঙ্গঃ দ্বিতীয়ে বিকল্পপ্রাপ্তাবর্থক্যানিয়মঃ স্যাৎ তৃতীয়তত্ত্বশাস্ত্রার্থঃ। একক্তাবন্যস্যানুষ্ঠানং চ প্রসজ্যতে গৌরবাৎ। তস্মাদেতেষাং মিথো ব্যভিচারহেতুত্বমিতি পূর্ব্ব-

---

আচার্য্যপ্রবর জৈমিনি বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনাদি যতপ্রকার ভক্তির অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ভগবানের নামস্মরণই প্রধান।" আশ্বলায়ন-সূত্রের নবম অধ্যায়ের সপ্তমখণ্ডে লিখিত আছে যে, "যেমন শ্যেনযাগ আচ-রণ করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিবে, সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন-দানাদিদ্বারাও পরমভক্তিসাধন করিবে।" ইত্যাদিরূপে নামকীর্ত্তনের ভক্তিজনকতাই জানা যাইতেছে, ফলান্তরের নিমিত্ত নহে ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে যে নামকীর্ত্তন ও নমস্কারাদি ভক্তির অঙ্গীভূত সাধনসকল উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল সাধনের অনুষ্ঠান একত্র করিতে হইবে কি একটীমাত্র করিবে, অথবা ক্রমতঃ সকল সাধনেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এই ত্রিবিধ আশঙ্কা হইতেছে। যদি বল, কোন একটী সাধনের অনুষ্ঠান করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাহইলে অন্যান্য সাধন নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়পক্ষ আশ্রয় করিলে, অর্থাৎ কীর্ত্তননমস্কারাদির কোন একটীর অনুষ্ঠান করি-লেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এরূপ স্বীকার করিলে কীর্ত্তননমস্কারাদির একার্থত্ব-প্রসঙ্গ হইতে পারে। আর যদি বল, ক্রমতঃ সকলের অনুষ্ঠান করিতে

পক্ষ: সিদ্ধান্তস্তু সর্ব্বাণ্যেব সাধনানি প্রমাণসত্বাৎ। কিন্তু সহানুষ্ঠাননিয়মো নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ। যেষান্তু গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনামেকপ্রয়োগশ্রবণং তেষামেব সহানুষ্ঠানম্। তদিতরেষান্তু যথাকালং যথাসম্ভবমনুষ্ঠানং গৃহকৃত্যাদাবিব গৃহসাধনতৃণস্তম্ভাদ্যাহরণং কদাচিদেকদা কদাচিৎ ক্রমশ ইতি ন হেতাবতা তৃণাদীনামকারণত্বমায়াতি। তস্মাৎ যদ্যাদৃশদুরিতক্ষয়সমর্থং তৎ তাদৃশদুরিতক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বৈঃ স্বস্বসামার্থ্যে দর্শিতে পরভক্তিসিদ্ধিরিতি। তথাচ (গীঃ অঃ ৭, শ্লোঃ ১৯) "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যত" ইতি ॥ ৬২ ॥

হইবে, ইহা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য নহে। যেহেতু একের অনুষ্ঠানে অন্যের অননুষ্ঠানপ্রশক্তি দেখা যায়। এক্ষণ পক্ষত্রয়ে দোষদৃষ্টিপ্রযুক্ত মহৎ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইল, অর্থাৎ কিরূপে শ্রবণনমস্কারাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার কোন বিধি রহিল না। ইহার প্রকৃত উত্তর এই যে, সর্ব্বপ্রকার সাধনই কার্য্যসাধক, প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন আছে। কিন্তু একদা সকল সাধনের অনুষ্ঠান করিবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। যে স্থলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদির একপ্রয়োগে শ্রবণ আছে, সেই স্থলেই সহানুষ্ঠান আবশ্যক। অন্যত্র সময়ানুসারে যথাসম্ভব অনুষ্ঠান করিলেই হইতে পারিবে। যেমন গৃহসাধন তৃণস্তম্ভাদির আহরণ করিতে হইলে কখন বা একদা, কখন বা ক্রমতঃ আহরণ করিয়া থাকে, তাহাতে গৃহকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ কীর্ত্তননমস্কারাদির অনুষ্ঠানেও কোন নিয়ম নাই। যে যেরূপে কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয়, সে সেইরূপে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে পারিলেই তাহার ভক্তি জানা যায়। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাও বহু বহু জন্মের অবসানে আমাকে লাভ করে।" অতএব ভক্তির সাধনীভূত কীর্ত্তনশ্রবণাদির অনুষ্ঠান যে কতকাল এবং কিরূপে করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই ॥ ৬২ ॥

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী ॥ ৬৩ ॥

তেষু মধ্যে যঃ কশ্চিদতিশয়ানুষ্ঠানেন বলবান্ ভবতি স একোঽপি পরমেশ্বরতুষ্টিং জনয়িত্বা পরভক্তয়ে প্রভবতি বহুতরশিথিলপরিচর্য্যাভিরপি যথা নেতরঃ প্রভুস্তুষ্যতি চৈকেনাপি নির্ব্ব্যলীকসততকৃতপাদসংবাহনেন তদ্বৎ। কীর্ত্তনাদ্যন্যতমেনাপি দৃঢ়তরসেবিতেন ভগবৎপ্রসাদাদ্ভক্তিঃ প্রাপ্যতে যথা (গীঃ অঃ ১৮, শ্লোঃ ৫৭-৫৮) "বুদ্ধিযোগং সমাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ॥" ইত্যাদি। তথা কালাদিকৃতমপি কস্যচিদ্বলম্। যথা (ব্রহ্মপুরাণে অঃ ৯৭, শ্লোঃ ১৬৬) "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য

শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধন কার্য্যের মধ্যে যেটী বলবান্ হয়, সেইটীই কার্য্যসাধন করিতে পারে। অতিশয় অনুষ্ঠানদ্বারা কোন একটীও যদি প্রবলতর হয়, তাহাহইলে সেই সাধনই পরমেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া পরমভক্তি প্রদান করিতে পারে। যেমন ইতরপ্রভু বহুতর শিথিল পরিচর্য্যাদ্বারাও সন্তুষ্ট হয়েন না, কিন্তু অকপটরূপে একমাত্র পাদসংবাহনদ্বারাও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ কীর্ত্তনাদির কোন একটীদ্বারা দৃঢ়তররূপে সেবা করিলে ভগবানের প্রসাদবশতঃ পরমভক্তি লাভ হইতে পারে। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশঅধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশৎ ও অষ্টপঞ্চাশৎশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাতে চিত্তসমর্পণ কর; যে ব্যক্তি আমাতে চিত্তসমর্পণ করে, সে আমার প্রসাদবশতঃ সর্ব্বপ্রকার দুর্গ হইতে পরিত্রাণ পায়।" অতএব আপন বুদ্ধি অনুসারে পরমেশ্বরের ভক্তিসাধন যে কোন কার্য্যেই হউক্ না কেন, উত্তমরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা তাহার কার্য্য সফল হয়। কালানুসারেও কোন কোন কার্য্যের প্রাবল্য আছে। ব্রহ্মপুরাণের সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততমশ্লোকে লিখিত আছে "সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যেরূপ ফললাভ করিতে পারে, কলিযুগে কেশবের নামকীর্ত্তনদ্বারা সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্॥ ৬৪॥

কেশবম্॥” ইত্যাদিকম্ ন চ ব্যভিচারো বলবৎপ্রত্যেকমস্যভক্তিং প্রতি কীর্ত্তনত্বাদিনা হেতুত্বাদিতি॥ ৬৩॥

নন্ু কীর্ত্তনাদ্যান্তরালিকানাং সর্ব্বেষামেব পাবিত্র্যং দ্বারমুত কেষাঞ্চিদন্যদপীত্যত আহ। ভগবত্যর্পিতশুভাশুভকর্ম্মণাং স্বফলাজননলক্ষণবন্ধাভাব এব দ্বারম্ যথোক্তম্ (গীং অং ৯, শ্লোং ২৮) “শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈরিতি।” অর্পণমন্ত্রোঽপি পুরাণান্তরে। কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥” ইতি। ন চৈবং স্বাতন্ত্র্যপ্রসঙ্গঃ তৎকরণবলেন পাপাচরণাভাবস্যাপি তদঙ্গত্বাৎ। যথা স্মৃতিঃ “ন বেদবলমাশ্রিত্য পাপকর্ম্মরতির্ভবেদিতি।” তস্মাৎ পাবিত্র্যং তদিতরবিষয়মেবেতি। অত্র শুভং কর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতনিত্যনৈমিত্তিকাত্মকং বোধ্যম্। সম্যগাশ্রমপরিপালনাদ্‌ব্রহ্মলোকাদিফলং তৎপ্রাপ্তৌ মুক্তয়ে

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কীর্ত্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণের পবিত্রতাই ভক্তির চিহ্ন। এক্ষণে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, কীর্ত্তনাদির অন্তর্গত সকলের পবিত্রতা কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পবিত্রতা ভক্তির কারণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবদ্বিষয়ে শুভাশুভকর্ম্মের অর্পণই ভক্তির সূচক। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, “অর্জ্জুন! শুভাশুভ কর্ম্মফলদ্বারাই তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।” ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করিলেই সেই কর্ম্মফলের ভোগানুরোধে সংসারে বদ্ধ থাকিতে হয়। যাহারা কর্ম্মফলে নিস্পৃহ হইয়া শুভাশুভ কার্য্যসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করে, তাহাদিগকে কর্ম্মফলে বন্ধন করিতে পারে না। পুরাণান্তরে অর্পণমন্ত্রে লিখিত আছে, “আমি কামতঃ, কিম্বা অকামতঃ যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করি, সেই সমুদায় তোমাতে ন্যস্ত হউক্। আমি কর্ম্মের ফলাফল কিছুই জানি না, কেবল তোমার উদ্দেশেই কর্ম্ম করিয়া থাকি।” এই সকল প্রমাণ-দ্বারা জানা যায় যে, নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ করিলেই

ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

বিলম্বঃ স্যাদিত্যাদিবন্ধঃ। ব্রহ্মণ্যর্পিতে তু তৎপ্রসিদ্ধিঃ এবং কামাজ্ঞান-কৃতকাম্যকর্ম্মপাপয়োরপি পশ্চাদর্পণে ফলাভাব এব ইতি ॥ ৬৪ ॥

অথ গৌণীষ্বেব বিশেষশ্চিন্ত্যতে তত্র শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে যৎস্বরূপমুচ্যতে যথা (ছান্দোগ্যে প্রঃ ১, খং ৬, শ্রুং ৬) "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ" ইত্যাদি। তথা (নারদপঞ্চরাত্রে পটলে ১১, শ্লোঃ ৭১) "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী। নারায়ণঃ সরসিজা-সনসন্নিবিষ্টঃ ॥ কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী। হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত-

---

মুক্তি হইতে পারে। এইরূপ হইলে ভক্তির স্বতন্ত্রতাপ্রসঙ্গ হইতে পারে না; যেহেতু পাপাচরণ না করাও ভক্তির অঙ্গ। স্মৃতিতে লিখিত আছে, "বেদবল আশ্রয় করিয়া লোক পাপকর্ম্মে রত হয় না।" স্বাশ্রমবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মই শুভকর্ম্ম। ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। তাহাতে আশু মুক্তি হইতে পারে না, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিলেই মুক্তিপ্রাপ্তি হয় ॥ ৬৪ ॥

এইক্ষণে ভক্তির গৌণ অঙ্গ কীর্ত্তনাদির মধ্যে বিশেষ নিরূপণ করিতে-ছেন।—কীর্ত্তনাদির মধ্যে স্বরূপচিন্তনই প্রধান বলিয়া শ্রুতিস্মৃতিতে উক্ত আছে। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, "হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ যে হিরণ্ময়-পুরুষ, ইনিই অন্তরাদিত্যস্বরূপ।" নারদপঞ্চরাত্রের একাদশপটলে এক-সপ্ততিশ্লোকে লিখিত আছে, "সর্ব্বদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, পদ্মাসনসন্নিবিষ্ট, কেয়ূরধারী, মকরকুণ্ডলবান্, কিরীটশোভিত, রত্নহারসমুজ্জ্বল, শঙ্খচক্রধারী, হিরণ্ময়বিগ্রহ নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে।" অতএব কীর্ত্তনাদি সর্ব্ব-প্রকার অঙ্গীভূত কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপধ্যানই প্রধান। ধ্যেয়বিষয়ে নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান না করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে; অতএব ধ্যানের নিয়ম আবশ্যক, অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কেবল ধ্যেয়বিষয়েই চিত্ত বিন্যস্ত করিবে। অন্যথা নানাবিষয়ে চিত্তের অনুরাগ থাকিলে ঈশ্বরস্বরূপধ্যান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব

তদ্যজিঃ পূজায়ামিতরেষাং নৈবম্॥ ৬৬

শঙ্খচক্রঃ॥” ইত্যেবমাদি। তত্র কিমেবংবিধেষ্বেব ধ্যানবিষয়ঃ পূর্ণপ্রাদুর্ভাবাদৌ বা যথাশ্রুতেষ্বিতি। তত্র ধ্যেয়স্বরূপশ্রবণান্নিয়মপ্রাপ্তাবুচ্যতে। ধ্যানে ধ্যেয়নিয়ম কথনং দৃষ্টার্থং নানাবিষয়ত্বে চিত্তবিক্ষেপসম্ভবাৎ। তস্মাৎ সৌকর্য্যার্থমেব তৎকথনং জ্ঞেয়ম্। অদৃষ্টার্থত্বে বিকল্পাদিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্যথাশ্রুতেষু ব্যবস্থা অতএব গোপীনাং শিশুপালাদেশ্চ তন্নিয়মমন্তরেণৈব ধ্যানস্য দুর্ল্লভং ফলমুপলব্ধমিতি॥ ৬৫॥

(গীং অং ৯, শ্লোং ২৫) যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মামিত্যত্র যজিঃ কিং প্রসিদ্ধজ্যোতিষ্টোমাদিবিষয়ঃ কিম্বা পূজাবচন ইতি তত্রায়ং যজিঃ পূজায়ামেব প্রযুক্তঃ কুতো জ্ঞায়তে বিষ্ণুং পূজয়েদিত্যাদিনা নিত্যকাম্যপূজা তাদর্থ্যবিহিতা তস্যাঃ পরভক্ত্যঙ্গত্বমাত্রমত্র বিধীয়তে তেন তাদর্থ্যম্। ইতরযাগানাং তু ন তাদর্থ্যং শ্রুতং তেষামীশ্বরোদ্দেশ্যকত্বং ভক্তিসংযোগশ্চোভয়ং বিধাতব্যমিতি বাক্যভেদঃ স্যাৎ। অথ বিষ্ণবে উরুক্রমায় স্বতে চরুমিত্যাদিবিহিতস্য ভক্তিসংযোগোঽস্ত্বিতি চেৎ সত্যম্। কাম্যানাং তৎফলেনৈব নিরাকাঙ্ক্ষ-

---

ধ্যানসৌকার্য্যার্থ ধ্যাননিয়ম আবশ্যক। নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান করিলেই সুখে ফললাভ হইতে পারে। গোপীগণের ও শিশুপালাদির ধ্যানবিষয়ে নিয়ম ছিল না, অতএব তাহাদিগের ফল অতি দুর্ল্লভ হইয়াছিল॥ ৬৫॥

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, “যাহারা আমার যজন করে, তাহারা আমাকে লাভ করে।” এই স্থলে যজনশব্দের অর্থ কি? প্রসিদ্ধ অগ্নিষ্টোমাদি যজনশব্দের বিষয়, অথবা পূজাই কি যজনশব্দের প্রতিপাদ্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পূজার্থেই যজনশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। “বিষ্ণুর পূজা করিবে” ইত্যাদিস্থলে নিত্য ও কাম্যপূজা উভয়ই ভক্ত্যর্থ বিহিত হইয়াছে; অতএব পূজাই পরমভক্তির প্রধান অঙ্গ। ইতরযাগাদির ভক্তিজনকতা নাই, তাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যমাত্র আছে। যদিও কোন কোন স্থলে যাগাদির ভক্তিসংযোগ দেখা যায় বটে, সেই সকল যজ্ঞে কাম্যফলের উল্লেখ আছে। সন্তানলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যাগ

পাদোদকং তু পাদ্যমব্যাপ্তেঃ ॥ ৬৭ ॥

ত্বাৎ। 'জীবমাত্রনিমিত্তকনিত্যপূজায়াস্ত ভক্তিসংযোগবিধৌ বাধকাভাবাৎ নিত্যত্বে সত্ততোপস্থিতিলাঘবাচ্চেতি। অতএব মোক্ষধর্ম্মে হিংসাযুক্তধর্ম্ম-নিন্দায়াম্ (মহাভারতং শাং অং ২৬৬, শ্লোং ৬৪৭০) "সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসাং হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ। কামযাগা হি হিংসন্তি বহির্ব্বেদ্যাং পশূন্ নরাঃ ॥ বিষ্ণুং যে চাভিজানন্তি ধর্ম্মাদেব যজন্তি তে। পায়সৈঃ সুমনোভিশ্চ তথাপি যজনং স্মৃতম্ ॥" ইতি ॥ ৬৬ ॥

অথ পূজাপ্রস্তাবাদধিকরণত্রয়ম্। এবং স্মর্য্যতে (নৃসিংহপুরাণে অং ৫৯, শ্লোং ৪৬) "গঙ্গাপ্রয়াগগয়পুষ্করনৈমিষাণি পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গ-লযামুনানি। কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপান্ পাদোদকং ভগ-বতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ ॥" ইত্যত্র তৎ কিং পাদসংযুক্তং জলং পাদোদকমুত

করিয়া থাকে, পুত্রলাভ হইলেই তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয়; সুতরাং সেই সকল যজ্ঞ ভক্তির কারণ নহে; কাম্যফলাদিলাভই সেই সকল যাগের উদ্দেশ্য, জীবমাত্রনিমিত্তক যে নিত্যপূজা, তাহাই ভক্তির চিহ্ন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে সপ্তত্যধিক চতুঃ-শতোত্তর ষট্‌সহস্রশ্লোকে মোক্ষধর্ম্মে হিংসাযুক্তধর্ম্মনিন্দাপ্রস্তাবে লিখিত আছে যে, "ধর্ম্মাত্মা মনু সকলকর্ম্মেতেই হিংসার বর্জ্জন করিয়াছেন। যে সকল মনুষ্য কামযাগসম্পন্ন, তাহারাই বাহ্যবেদিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুকে জানে, তাহারা ধর্ম্মলাভের উদ্দেশে মনোহর পায়-সাদিদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকে।" অতএব পূজাই যে ভক্তির প্রধান চিহ্ন, তাহা প্রমাণীকৃত হইল। ৬৬।

পূজাপ্রস্তাবে পূজার ত্রিবিধ অধিকরণ কথিত হইতেছে।—নৃসিংহপুরাণের ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ের ষট্‌চত্বারিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া, পুষ্কর, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, যমুনাপ্রভৃতি তীর্থসলিল কালে পাপীদিগকে পবিত্র করে, কিন্তু ভগবানের পাদোদক সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকে।" এই স্থলে পাদোদকশব্দের অর্থ কি পাদসংযুক্ত জল, অথবা পাদপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট

স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ৬৮ ॥

পাদে দত্তকোৎস্পৃষ্টং জলম্। তত্র পাদ্যমেব পাদোদকং কুতো জ্ঞায়তে অন্যথাব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ। তথা হি ভগবতঃ সাক্ষাৎপাদসম্বন্ধো ন সম্ভবতি। নাপ্যবতারদ্বারা। তস্যাপ্যনুষ্ঠাতৃসন্নিধানাসম্ভবাৎ। কিন্তু পূজাধিষ্ঠানপ্রতিমা-পাদসম্বন্ধাদুপচারস্তত্রাপি প্রতিষ্ঠিতায়াঃ অপ্রতিষ্ঠিতায়াস্তু পূজার্থমাবাহনে সতি তথা চ শালগ্রামশিলাদ্যধিষ্ঠানে পাদাভাবে তন্ন স্যাৎ। তত্রৈব ব্যাপ্ত্যনুরোধাৎ পাদ্যমেবাস্ত প্রতিমাদ্যত্যন্তব্যবহিতসম্বন্ধকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৬৭ ॥

পূজায়াং ভগবতে দত্তং নৈবেদ্যনির্ম্মাল্যাদিকং বৈষ্ণবং সাত্বতেভ্য ইত্যাদিনা প্রতিপাদ্যত্বেন বিহিতং তদিহ সাত্বতত্বাবিশেষাদেব ভগবদ্ভক্তেন স্বয়মপি গ্রাহ্যং ভোজনধারণাদিনা স্বোপকার্য্যমিত্যর্থঃ। স্বয়মপি গ্রহণে প্রতিপত্তিঃ সিদ্ধ্যতি। ধর্ম্মশাঠ্যন্তু বর্জ্জনীয়মেব যথা (আপস্তম্ব শ্রৌঃ সূঃ প্রঃ ৩, অনু ১-২) "অগ্ন্যাদ্যুদ্দেশেন ত্যক্তপুরোডাশস্যাপি উত্তরার্দ্ধাৎ

জল ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—পাদ্যই পাদোদক; যেহেতু ভগবানের সাক্ষাৎ পাদসম্বন্ধ নাই, অতএব পাদসংযুক্ত জলকে পাদ্য বলা যায় না। যদি বল, ভগবানের অবতারের পাদসম্ভব আছে, কিন্তু তাহাতেও অনুষ্ঠাতার সন্নিধানসম্ভব নাই। আর যদি বল, পূজার অধিষ্ঠানস্বরূপ প্রতিমার পাদোদককেই পাদ্যরূপে স্বীকার করি, তাহাও প্রতিষ্ঠিত কি অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমাতে পূজার্থ আবাহন করিলেই সম্ভব হয়। কিন্তু শালগ্রামশিলাদির পাদাভাবপ্রযুক্ত তাহাও সম্ভব হয় না; অতএব পাদ্যই পাদোদক। এই পাদোদকসেবাও ভক্তির চিহ্ন ॥ ৬৭ ॥

ভগবানের পূজাতে যে সকল বস্তু অর্পণ করা যায়, ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরা সেই সকল নৈবেদ্যনির্ম্মাল্যাদি অবিশেষরূপে গ্রহণ করিবে। এই সকল নৈবেদ্যভোজন ও নির্ম্মাল্যধারণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। কখন শঠতাপূর্ব্বক, অর্থাৎ লৌকিক প্রতিপত্তিলাভার্থ গ্রহণ করিবে না। যেহেতু ধর্ম্মোপার্জ্জনে শঠতাবর্জ্জন করিবে, ইহাই শাস্ত্রার্থ। আপস্তম্বশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া পুরোডাশ, অর্থাৎ সংস্কৃত হবিঃপ্রদান

নিমিত্তগুণান্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা ॥ ৬৯ ॥

স্বিষ্টকৃতমবদ্যতি যজমানপঞ্চমাঃ পুরোডাশং ভক্ষয়ন্তীতি" প্রতিপত্তিস্তথেদমপি বচনাদেব। অন্যথা সাত্বতেভ্যোঽপি ন প্রতিপাদয়েৎ পরদ্রব্যত্বাৎ। বচনাদিতি চেন্ন ন হি বচনে স্ববর্জ্জনমুক্তম্। অথ ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাদিত্যাদিনা ব্রাহ্মণত্বাদাত্মনেঽপি দানপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন দানস্য স্বস্বত্বধ্বংসেন পরস্বত্বাপাদানরূপত্বাৎ। ন চৈবং প্রতিপত্তৌ যুক্তং পুরোড়াশস্যাপি যজমানে প্রতিপত্তিদর্শনাৎ ক্রয়াদিবৎ প্রতিপত্তিরপি স্বত্বাপাদিকৈব। তদেবং যত্রান্যসাত্বতাসম্পত্তিস্তত্র স্বয়ং গ্রহণেনাপ্যবৈগুণ্যং পরিহার্য্যমেব। তথা স্বয়ং দত্তপাদ্যাদিধারণেঽপি জ্ঞেয়মিতি। কিঞ্চ (গীঃ অং ৩, শ্লোঃ ১২) "তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ" ইত্যত্র সমানকর্ত্তৃকত্বাৎ স্বত্বধ্বংসে সমানকর্ম্মত্বপ্রতীতেঃ। ক্ত্বাসমভিব্যাহৃতনঞঃ সামানাধিকরেণ্যনান্বয়াৎ তৈর্দ্দত্তানিত্যত্র তজ্জাতীয়পরত্বে মানাভাবাৎ। তস্মাদ্বাধকং বিনা দেবেভ্যো দত্তমপি ভোক্তব্যমিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

(বরাহপুরাণে অং ১২৪, শ্লোঃ ৪) "দেবপূজাপরাধাস্তে দ্বাত্রিংশৎ পরি-

---

করিবে, এই স্থলেও যজমানেরা সেই পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে এবং ভগবদ্ভক্তদিগকে প্রদান করিবে।" যদি বল, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে, এই বচনদ্বারা স্বয়ং ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনি গ্রহণ করিলেই উক্ত বচনের সার্থকতা হয়, তাহা নহে। যেহেতু স্বীয় সত্বধ্বংশানন্তর অপরস্বত্ব উৎপাদনই দানশব্দের অর্থ। ব্রাহ্মণ স্বয়ং গ্রহণ করিলে স্বীয় স্বত্বের ধ্বংসও নাই এবং পরস্বত্বের উৎপত্তিও নাই ; সুতরাং উহা দান হইতে পারে না। কিন্তু পাদ্যাদি স্বয়ংই ধারণ করিবে। অতএব দেবতাকে অভিলষিত দ্রব্যপ্রদান করিয়া যজমানদিগকে অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবে। এই সকল কর্ম্মদ্বারাই ভক্তিপ্রকাশ পায়। ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে বস্তুপ্রদান না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি চোর।" অতএব ভগবানের অর্চ্চনা করা আবশ্যক ॥ ৬৮ ॥

বরাহপুরাণের চতুর্ব্বিংশাধিক শততম অধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে দেবপূজা-

কীর্ত্তিতাঃ।” ইত্যুপক্রম্য দ্বাত্রিংশাপরাধাস্তত্তৎপ্রায়শ্চিত্তানি চ বিহিতানি তত্র কিং সর্ব্বাপরাধবর্জ্জনং পূজাঙ্গমুত কেষাঞ্চিদ্বর্জ্জনমঙ্গং কেষাঞ্চিৎ পুরুষার্থ ইতি। অত্রোচ্যতে (বরাহপুরাণে অং ১২৪, শ্লোঃ ৬৫) “অকর্ম্মণ্যেন পুষ্পেণ যো মামর্চ্চয়তে নরঃ। পতনং তস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে॥” ইত্যাদি। তত্রাকর্ম্মণ্যানাং পুষ্পাণাং পর্য্যুদস্তত্বান্ন পূজাঙ্গত্বম্‌। কিন্তু পূজাক্রমযোগমধ্যে ভ্রমাদিনার্পণে কৃতে তন্নিমিত্তমপেক্ষ্য প্রায়শ্চিত্তম্‌। যত্র তু (বরাহপুরাণে অং ২৫, শ্লোঃ ৩৬) “অদত্ত্বা গন্ধমাল্যানি ধূপং যো মে প্রযচ্ছতি” ইত্যনেন পূজাক্রমভঙ্গাপরাধে তত্তৎক্রমস্য পূজাঙ্গত্বাদঙ্গবৈগুণ্যপরিহারাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তস্যাঙ্গত্বং দ্রষ্টব্যম্‌। যত্র পূজামন্তরেণ (বরাহপুরাণে অং ১২৫, শ্লোঃ ১) দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতীত্যাদি শ্রুতং তত্র ব্যক্তমেব পুরুষার্থত্বমিতি ব্যবস্থৈবেতি॥ ৬৯॥

বিষয়ে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কীর্ত্তিত আছে এবং এই উপক্রমেই উক্ত অপরাধসকলের প্রায়শ্চিত্তও কথিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্বপ্রকার অপরাধবর্জ্জনই কি পূজার অঙ্গ, অথবা কোন্‌ কোন্‌ অপরাধ পরিত্যাগ করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে? এই বিষয়ে বরাহপুরাণের চতুর্ব্বিংশাধিক শশতম অধ্যায়ে পঞ্চষষ্টিতম শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য পুষ্পদ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, হে বসুন্ধরে! তাহার পতন বলিতেছি, শ্রবণ কর।” এস্থলে অকর্ম্মণ্য নিষিদ্ধ পুষ্পাদিপ্রদান পূজার অঙ্গ নহে। কিন্তু পূজাক্রমপ্রয়োগে লিখিত আছে, “যদি ভ্রমবশতঃ অকর্ম্মণ্যপুষ্পাদি প্রদান করে, তাহাহইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।” বরাহপুরাণের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকে যে নিয়ম লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায়, গন্ধমাল্যাদিপ্রদান না করিয়া ধূপপ্রদান করিলেই পূজার ক্রমভঙ্গ হয় এবং তাহাতেই অপরাধ হইয়া থাকে ও সেই অপরাধেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অতএব এই সকল অপরাধকেই পূজাবিষয়ে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায়। পূজাতিরিক্তস্থলে বরাহপুরাণের পঞ্চবিংশাধিক শততম অধ্যায়ের প্রথমশ্লোকে দন্তকাষ্ঠাদিভক্ষণ না করিয়া পূজা করাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে; অতএব পূজার ব্যবস্থা স্থির

পত্রাদের্দ্দানমন্যথা হি বৈশিষ্ট্যম্ ॥ ৭০ ॥

সুকৃতজত্বাৎ পরহেতুভাবাচ্চ ক্রিয়াসু শ্রেয়স্যঃ ॥ ৭১ ॥

এবং পূজায়া ভক্তিসংযোগসিদ্ধৌ (গীঃ অং ৯, শ্লোং ২৬) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মিত্যনেন ভগবদুদ্দেশ্যকদানমাত্রস্য ভক্ত্যঙ্গত্ববিধিরিত্যাহ। "যদদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্যদয়িতং গৃহে। তৎ তদ্ধি দেয়ং প্রীত্যর্থং দেবদেবায় চক্রিণে।" ইত্যাদিনা প্রাপ্তস্য ভগবদুদ্দেশ্যকসর্ব্বদানস্য ভক্ত্যঙ্গত্ববিধিঃ। অন্যথা পত্রাদিচতুষ্টয়বিশিষ্টদানমেব স্যাৎ। প্রত্যেকবিধৌ বাক্যভেদঃ। তস্মাৎ পত্রাদিশব্দেন প্রাপ্তং দানমনূদ্য (তৈত্তিরীয় সং) উপব্যয়ত ইত্যনেন নিত্যোপবীতস্য দর্শাঙ্গত্ববদঙ্গত্ববিধিরেব যুক্ত ইতি ॥ ৭০ ॥

তা ভক্তয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রেয়স্য এব কুতঃ পরভক্তিহেতুত্বাৎ ইতরধর্ম্মজন্যত্বাচ্চ যথা (গীঃ অং ৪, শ্লোং ১০-১১) "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমা-

---

রাখিয়া অর্চ্চনাদি করিবে। এইরূপ বিবেচনাপুরঃসর অপরাধ গণ্য করিতে হইবে ॥ ৬৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রমাণে পূজাবিষয়েও ভক্তিসংযোগ দেখা যায়। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকে "পত্র, পুষ্প, ফল, জলপ্রভৃতি ভগবান্‌কে প্রদান করিতে হইবে," ইত্যাদিরূপে ভগবানের উদ্দেশে যে দান করা যায়, তৎসমুদায়ই ভক্তির আদি বলিয়া কথিত আছে। শাস্ত্রান্তরে আরও লিখিত আছে যে, "যে যে বস্তু লোকের ইষ্ট, সেই সমুদায়ই ভগবানের প্রীত্যর্থ দেবদেব বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে।" ইত্যাদিপ্রমাণে ভগবানের উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহাও ভক্তির অঙ্গ। অন্যথা পত্র, পুষ্প, ফল, জল, এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের দানমাত্রই বিহিত হইতে পারে; বাস্তবিক পত্রাদিশব্দের উল্লেখ করিয়া সমুদায় প্রিয় বস্তুই ভগবান্‌কে দান করিতে হইবে, ইহাই জানা যায়। এই সমুদায়ই কেবল ভগবদ্ভক্তির চিহ্ন ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে পূর্ব্বে পত্রপুষ্পপ্রদান পূজাপ্রভৃতি যে সকল কার্য্য উক্ত হইল, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিই শ্রেয়স্কর; যেহেতু ভগবদ্ভক্তিই পরমভক্তি প্রদান করে এবং ঐ ভক্তিও পূজাদি কার্য্যজন্য। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দশম

গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্ ॥ ৭২ ॥

গতাঃ॥ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"ইতি। ভাবশব্দশ্চ ভক্তৌ প্রযুক্তঃ। "গঙ্গাজলে কিং ন বসন্তি মৎস্যাঃ দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি। ভাবোজ্‌ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ।" ইত্যাদৌ। তথা (গীঃ অং ৭, শ্লোং ১৬) "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।" ইতি। অত্র পূর্ব্বসুকৃতজন্যত্বাদ্ভক্তীনাং তাস্তেভ্যো মুখ্যাঃ। এতেন ভক্তিমীমাংসায়াং বিচারো যুজ্যতে ন কর্ম্মমীমাংসায়ামিত্যুক্তম্ ॥ ৭১ ॥

নন্থ ভক্তানাং ন গৌণমুখ্যভাবস্তথা সতি (গীঃ অং ৭, শ্লোং ১৬) "চতু-

ও একাদশশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "অনেকেই জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া মদ্ভাবপরায়ণ হয়; কিন্তু যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাকে সেইরূপে ভজন করি।" এস্থলে "ভাব" শব্দের অর্থ ভক্তি, অর্থাৎ যে আমাতে সম্পূর্ণরূপে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাকে আমি পরিত্রাণ করিয়া থাকি। দৃঢ়তর ভক্তি না হইলে কখন তাহার কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গঙ্গাজলে যে মৎস্যগণ বাস করে, তাহাদিগের কি গঙ্গাবাসের ফল হয়? এবং দেবালয়ে পক্ষিগণ বাস করে বটে, তাহাদিগেরও দেবালয়নিবাসের ফল হয় না। যেহেতু মৎস্য ও পক্ষীপ্রভৃতিরা ভক্তিবিহীন, অতএব তাহারা কোন ফললাভ করিতে পারে না। অতএব তীর্থ দেবালয়প্রভৃতি হইতে ভক্তিই প্রধান। ভক্তিভিন্ন কেবল তীর্থাদিদ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন! চতুর্ব্বিধ * পুণ্যশীল ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করে।" এই ভক্তিও সুকৃতিজন্য। অতএব সর্ব্বকর্ম্ম হইতে ভক্তিই মুক্তির মুখ্য কারণ। এই নিমিত্ত ভক্তিমীমাংসাবিচার আবশ্যক, কর্ম্মমীমাংসাবিচারে কোন ফল হয় না। ৭১ ॥

ভক্তিসাধনের গৌণমুখ্য অনুসারে ভক্তদিগেরও গৌণমুখ্যভাব আছে। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

* রোগাদি অভিভূত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধন অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি।

র্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।" ইতি। চতুর্ণাং তুল্যবদভিধানং কিং কৃতমিত্যত আহ। গৌণং ত্রৈবিধ্যমেব তাসাং মুখ্যেন সাহচর্য্যশ্রবণং তু স্তুত্যর্থম্। যথা রাজসমভিব্যাহারেণামাত্যানাম্। এবঞ্চ পাপক্ষয়বিপদুদ্ধারাদিনিমিত্তং স্মরণকীর্ত্তনাদ্যার্ত্তভক্তিঃ জ্ঞানার্থং যজ্ঞাদ্যাচরণং জিজ্ঞাসোর্ভক্তিঃ। যথা চ (বৃহদারং) তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেত্যাদি। তথা (গীঃ অং ১৮, শ্লোঃ ৪৬) "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ।" (বিষ্ণুপুরাণে অং ৩, অং ৭, শ্লোঃ ২০) "ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্।" ইত্যনেন স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিত-

---

"অর্জ্জুন! চতুর্ব্বিধ লোকে আমাকে ভজনা করে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে।" উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকলের তুল্যতা কি না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে ত্রিবিধই গৌণ; চতুর্থ, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই মুখ্য। জ্ঞানীর সাহচর্য্যবশতই ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্য হইয়াছে। যেমন রাজসমভিব্যাহারে সৈন্য থাকিলে তাহারাও গৌরবান্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সাহচর্য্যবশতই ত্রিবিধ গৌণভক্তের প্রাধান্য জানিবে। পাপক্ষয় এবং বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত যে স্মরণকীর্ত্তনাদি করে, তাহাই আর্ত্তিভক্তি, পাপগ্রস্ত ও বিপদে পতিত হইলে লোকে ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহারাই আর্ত্তভক্ত। ভগবানের জ্ঞানের নিমিত্ত যে যজ্ঞাদি আচরণ করিয়া থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা ভক্তি বলে এবং যাহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা জিজ্ঞাসু ভক্ত। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে যে, "ব্রাহ্মণগণ বেদবচন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে জানিবে।" এবং ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশৎশ্লোকে জানা যায় যে, "মানবগণ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।" বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়অংশে সপ্তম অধ্যায়ে বিংশশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যে ব্যক্তি নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না, অথচ শত্রুমিত্রপক্ষে সম-

বেদানুবচনাদীনাং জ্ঞানার্থমনুষ্ঠানং জিজ্ঞাসা ভক্তিঃ। অর্থার্থিতা ভক্তিরপি দ্বিধা তত্রৈকা পরভক্ত্যর্থং ক্রিয়মাণা পূর্ব্বোক্তা রাজ্যস্বর্গাদ্যর্থং ক্রিয়মাণা চ কীর্ত্তনাদিরূপাপরা। যথা (বিষ্ণুপুরাণে অং ৩, অং ৮, শ্লোং ৬) "ভৌমান্ মনোরথান্ কামান্ স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদম্। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥" ইতি। তত্র নির্ব্বাণপ্রাপ্তিঃ পরভক্তিদ্বারেতি পরভক্তিপ্রয়োজনার্থিতা (গীঃ অং ৯, শ্লোং ২৯) "যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং" ইত্যনেন সহৈকবাক্যত্বাৎ। যচ্চ ভাগবতে (স্কন্ধ ৭, অং ৫, শ্লোং ২২-২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।" ইতি। তদেতেষ্বেব যথাযথমন্তর্ভাবনীয়ম্। তদেবমুপাধীনামেষামুপধেয়সাঙ্কর্য্যেঽপি ন দোষ ইতি॥ ৭২ ॥

জ্ঞানী এবং কিছু হরণ করেন না, কিম্বা বিনাশ করেন না, তাঁহাকে স্থিরচেতা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।" এই সকল প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, জ্ঞানের নিমিত্ত যে স্বর্বর্ণাশ্রমবিহিত বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, তাহাই জিজ্ঞাসা ভক্তি। অর্থার্থিতা ভক্তি দ্বিবিধ; তাহাদিগের মধ্যে একপ্রকার ভক্তি কর্ম্মভক্তির নিমিত্ত ক্রিয়মাণ হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর রাজ্যস্বর্গাদির নিমিত্ত যে ভগবৎকীর্ত্তনাদি করা যায়, তাহা অপরপ্রকার অর্থার্থিতা ভক্তি। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়-অংশে অষ্টম অধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে লিখিত আছে যে, "ভগবানের আরাধনা করিলে পৃথিবীতে নানাবিধ মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং দেবগণের বন্দনীয় উত্তম নির্ব্বাণপদ লাভ হইয়া থাকে। পরমভক্তিই নির্ব্বাণপদলাভের কারণ। পরমভক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশৎশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে থাকে এবং আমি তাহাদিগের প্রতি বর্ত্তমান থাকি।" ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বাবিংশতি ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাসত্ব, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নববিধ ভক্তি উক্ত আছে, তাহাও উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তির অন্তর্গত। ৭২ ॥

বহিরন্তরস্থমুভয়মবেষ্টিসববৎ ॥ ৭৩ ॥

নমু কীর্ত্তনাদীনামঙ্গত্বে কথমার্ত্ত্যাদিষু প্রাধান্যং ঘটতে ইত্যপেক্ষায়ামুচ্যতে। স্মরণকীর্ত্তনাদীনাং পরভক্ত্যঙ্গতয়া তদন্তর্গতত্বমনারভ্য ফলান্তরশ্রবণাৎ তদ্বহির্ভাবেনোৎকর্ষোঽপি। যথা রাজসূয়ান্তর্গতাপ্যবেষ্টিঃ প্রধানাপি অনারভ্য ফলান্তরসম্বন্ধাৎ তত উৎকৃষ্যতে। যথা বা বৃহস্পতিসবঃ কচিৎ প্রধানমপি বাজপেয়াঙ্গং তদ্বৎ প্রমাণসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং বিশেষাৎ। এবং "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" ইত্যনেন সর্ব্বকর্ম্মণাং নৈমিত্তিকাঙ্গত্বেনাপি প্রবৃত্তেঃ। স্বভাবাঙ্গত্বং স্বর্গাদিফলায় প্রাধান্যং চ ন বিরুদ্ধমিতি ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বে কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরে আর্ত্তিপ্রভৃতির প্রাধান্য উক্ত হইল। যদি কীর্ত্তনাদিই ভক্তির অঙ্গ হইল, তবে আর আর্ত্তিপ্রভৃতির প্রাধান্য কিরূপে ঘটিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—স্মরণকীর্ত্তনাদি পরমভক্তির অঙ্গ। আর্ত্তি ভক্তিপ্রভৃতি তাহার অন্তর্গত। অন্তর্গত কার্য্যের আরম্ভ না করিয়া প্রধান কার্য্যের ফললাভ হয় না; অতএব আর্ত্তিভক্তিপ্রভৃতিরও উৎকর্ষ আছে। যেমন রাজসূয় যজ্ঞের অন্তর্গত অবেষ্টিনামক * কার্য্য না করিলেসমুদয় যজ্ঞের ফললাভ হয় না, এবং বৃহস্পতিসবনামক যজ্ঞ প্রধান হইয়াও বাজপেয়যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপে কীর্ত্তিত আছে, সেইরূপ আর্ত্তিভক্তিপ্রভৃতি কীর্ত্তনাদির অন্তর্গত হইলেও তাহাদিগের প্রাধান্য জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যজ্ঞাদি ক্রিয়াকালে যদি প্রমাদবশতঃ কোন অঙ্গবৈগুণ্য হয়, তাহাহইলে বিষ্ণুর স্মরণ করিলেই সেই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।" এই সকল প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, নৈমিত্তিক অঙ্গরূপে সকল কার্য্যেরই প্রবৃত্তি আছে; অতএব স্বর্গাদি ফলসাধন আর্ত্তিভক্তিপ্রভৃতির প্রাধান্য বিরুদ্ধ নহে ॥ ৭৩ ॥

---

* তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহার বিষয় সবিস্তর কথিত আছে।

স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ ॥ ৭৪ ॥

ইদানীমার্ত্তভক্তৌ বিশেষশ্চিন্ত্যতে। স্মরণকীর্ত্তনকথানমস্কারাদীনামার্ত্ত-ভক্তৌ নিবেশস্তত্তৎপাপকৃতনরকার্ত্তিমতাং তত্তৎপাপক্ষয়হেতুত্বেন কথনাৎ যথা (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৬, শ্লোং ৩৪-৩৫) "পাপে গুরুণি গুরুণি লঘূনি চ লঘূন্যপি। প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥ প্রায়শ্চিত্তান্য-শেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥" তথা (বিষ্ণুপুরাণে অং ৬, অং ৭, শ্লোং ৯) "যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলায়ন-মনুত্তমম্। মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ॥" এবং (মহাভারতে শাং মোক্ষধর্ম্মে অং ৩৪৫, শ্লোং ১৩৩০৫-১৩৩০৬) "সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্ব-তীর্থাবগাহনম্। ন তথা ফলদং সৌতে নারায়ণকথা যথা॥ পাবিতাঙ্গাঃ স্ম সংবৃত্তাঃ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্। নারায়ণাশ্রয়াং পুণ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণা-শিনীম্॥" ইত্যাদি। তস্মাদ্যুক্তমার্ত্তৌ নিবেশনমিতি॥ ৭৪॥

স্মরণ, কীর্ত্তন, কথন, নমস্কার, এই সকলই আর্ত্তভক্তির মধ্যে নিবিষ্ট। যাহারা পাপাচরণের ফলস্বরূপ নরকাদি যাতনাভোগ করে, তাহারা সেই সেই পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নামস্মরণাদি করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ ও পঞ্চত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "স্বায়ম্ভুবাদি ধর্ম্মপ্রণেতৃগণ গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তপস্যাচরণপ্রভৃতি যতপ্রকার প্রায়-শ্চিত্ত আছে, তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণনামস্মরণই প্রধান।" ঐ বিষ্ণুপুরা-ণের ষষ্ঠ অংশে সপ্তম অধ্যায়ে নবমশ্লোকে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন, "যেমন পাবক ধাতুসকলকে দ্রবীভূত করে, সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক ভগ-বন্নামকীর্ত্তন পাপসকল বিদূরিত করে।" মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষ-ধর্ম্মে পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে পঞ্চাধিক ত্রিশতোত্তর ত্রয়োদশ সহস্র ও ষড়ধিক ত্রিশতোত্তর ত্রয়োদশ সহস্র শ্লোকে লিখিত আছে যে, নারায়ণকথা যেরূপ ফলপ্রদ, সর্ব্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্মাচরণ ও সর্ব্বতীর্থাবগাহন, সেইরূপ ফলপ্রদ নহে এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী পবিত্রতাবিধায়িনী নারায়ণ-

ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতি চেদাপ্রয়াণমুপসংহারান্মহৎস্বপি ॥৭৫॥

স্যাদেতৎ ন্যায়বিরোধাদেতদ্বচনানাং স্বল্পপাপবিষয়ত্বমেব যুক্তম্। অন্যথা ভূয়ঃ ক্লেশসাধ্যানামননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন তেষামামরণমুপসংহার-স্মরণাৎ ক্লেশাধিক্যাৎ। যথা (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৬, শ্লোং ২৯) "তস্মা-দহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে। ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিল-কল্মষঃ॥" ইত্যনেন সাতত্যোপসংহারাৎ। উপক্রমোপসংহারয়োরেকার্থ-ত্বাদিতি ভাবঃ। ন চোপক্রমে কালঃ শ্রূয়তে যেন তদ্বিরোধাদুপসংহারস্য ভিন্নার্থতাপি ভবেৎ। তথা চ ক্লেশসাম্যাদিতরেষাং নাননুষ্ঠানমপ্রামাণ্যম্ (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৬, শ্লোং ৩৭) "প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্" ইত্যেদবযুত্যানুবাদ এব। নাপ্যনুতপ্তাধিকারিকমিদম্। (বিষ্ণু-পুরাণে অং ২, অং ৬, শ্লোং ৩৬) "কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজা-য়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্॥" ইত্যস্যাপি সর্ব্বপ্রায়-শ্চিত্তাঙ্গানুতাপস্যানুবাদত্বাদেকমিত্যস্যাপি প্রায়শ্চিত্তান্তরনৈরপেক্ষ্যস্য ন্যায়-

কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ লোকসকল পবিত্র হইতে পারে।" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা স্মরণকীর্ত্তনাদির পাপনাশকতাপ্রযুক্ত উহাদিগকে আর্ত্তভক্তির মধ্যেই নিবেশ করা যায় ॥ ৭৪ ॥

ন্যায়বিরোধপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বচনসকল স্বল্পপাপবিষয়ক; ইহাই যুক্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নামকীর্ত্তনাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্বল্পপাপবিনাশ করে, ইহাই বোধ হইতেছে। অন্যথা বহুক্লেশসাধ্য কার্য্যসকলের অপ্রামাণ্য হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু মরণপর্য্যন্তই কীর্ত্তনাদির কর্ত্তব্যতা জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঊনত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে, "যে পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয় এবং সে কখন নরকে গমন করে না।" এই প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, সর্ব্বদাই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে। অতএব কীর্ত্তনাদিতেও ক্লেশাধিক্য জানা যায়; সুতরাং ক্লেশাধিক্যসাধ্য কার্য্যের অননুষ্ঠানরূপ অপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে

লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎক্ষেপকমপরসর্ব্বহানাৎ ॥ ৭৬ ॥

প্রাপ্তস্যানুবাদঃ। অন্যথা বাক্যানি ভিদ্যেরন্ বিশিষ্টবিধয়াশ্চ ভবেয়ুঃ। অতো যচ্ছব্দান্তর্গতত্বাদযথাযথমনুবাদত্বান্নার্থবাদত্বং পূর্ব্ববাক্যানাম্। অত এবান্যত্রাপি (বিষ্ণুপুরাণে অং ৩, অং ৭, শ্লোং ৩৮-৩৯) "কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ। সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা। চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং বিদ্যতে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥" ইত্যাদিভিঃ সাতত্যমুক্তমিতি ॥ ৭৫ ॥

লঘপি সকৃৎস্মরণকীর্ত্তনাদি মহতামপি পাপানাং ক্ষেপকং নাশকং ভবতি যতো ভক্তাধিকারে প্রায়শ্চিত্তান্তরাণাং সর্ব্বেষাং ত্যাগলক্ষণহানিপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। যথা গীতম্ (গীঃ অং ১৮, শ্লোং ৬৬) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।" ইতি।

সপ্তত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "প্রাতঃসময়ে, রাত্রিতে, সন্ধ্যাকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে; সুতরাং কীর্ত্তনাদিকে অক্লেশসাধ্য বলিতে পারা যায় না। যাহারা পাপাচরণ করিয়া অনুতাপ করে, তাহারাই উক্ত বচনের বিষয়, ইহাও বলা যায় না। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্ত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যে পুরুষ পাপাচরণ করিয়া অনুতাপ করে, তাহার পক্ষে হরিনামস্মরণই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, অনুতাপ সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ ও ঊনচত্বারিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যাহার আত্মা কেশবকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে যমদূত, দণ্ড, পাশ, অথবা স্বয়ং যম কিছুই করিতে পারেন না এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সকলসময়ে চক্রধারীর নামকীর্ত্তন করে, তাহার কোনরূপ অশৌচ থাকিতে পারে না, সে সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে।" এই সকল প্রমাণদ্বারা হরিনামকীর্ত্তনাদির সতত কর্ত্তব্যতা জানা যায় ॥ ৭৫ ॥

একবারমাত্র পরমেশ্বরের স্মরণকীর্ত্তনাদি করিলেও মহামহা পাপরাশি বিনষ্ট হয়। যেহেতু ভগবদ্ভক্তবিষয়ে দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজন।

অত্র হি ন কাম্যকর্ম্মত্যাগপূর্ব্বকত্বমর্থঃ কাম্যত্যাগে পাপাভাবাৎ কিং ভগবতা মোক্ষণীয়ম্। অথ পাপান্তরং নাশুঃ কাম্যত্যাগস্যাদৃষ্টার্থত্বাপত্তেঃ নিত্যনৈমিত্তিকয়োরপি ত্যাগপূর্ব্বতা ন তস্যার্থঃ তয়োস্ত্যাগে যদি বিধিরস্তি ন ততঃ পাপং কিং মোক্ষণীয়ম্। অথ নাস্তীতি বাচ্যম্। নৈবম্। এবং বাক্যেনৈব তদ্বিধানাৎ পাপাজনকত্বাৎ। অথ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যনেন সংন্যাসিনমনূদ্য তদধিকারিকমিদং তেষামবকীর্ণাদিপ্রায়শ্চিত্তাদিস্মরণাৎ তৈঃ সহ বিকল্পপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্ববন্মহতামননুষ্ঠানং চ স্যাৎ। ন চ সাতত্যেন তদ্দোষপরিহারঃ। "মহাপাতকযুক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। পুনস্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥" ইত্যাদিনা লঘুনোঽপি মহৎক্ষেপকত্বাৎ। কিঞ্চ সংন্যাসা-

---

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টিতমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব তুমি শোক করিও না।" এইস্থলে কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ অর্থ করা যায় না। যেহেতু কাম্যকর্ম্মত্যাগে সর্ব্বপ্রকার পাপের অভাব হইতে পারে; সুতরাং ভগবান্ আর তাহাকে কোন্ পাপ হইতে মুক্ত করিবেন? যদি বল, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ করেন, তাহাও অসম্ভব। যেহেতু কাম্যকর্ম্মত্যাগ অদৃষ্ট অপেক্ষা করে। নিত্যনৈমত্তিক কর্ম্মের পরিত্যাগ যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্যাগশব্দের অর্থ, তাহাও নহে। যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগের বিধি থাকে, তাহাহইলে কোনরূপ পাপও হইতে পারে না। পাপ নাই, একথাও বলা যায় না, যেহেতু উক্ত বাক্যেই তাহার বিধান আছে। "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া" এই বাক্য সন্যাসধর্ম্মকে বিষয় করে না; যেহেতু সন্যাসীদিগেরও অবকীর্ণাদি প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে। সর্ব্বদা কীর্ত্তনেও সেই দোষপরিহার হয় না। পুরাণান্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, "মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও যদি নিমেষমাত্রকাল অচ্যুতের ধ্যান করে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি তপস্বী হইয়া সকলকে পবিত্র করিতে পারে।" ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একবারমাত্র নামস্মরণ করিলেও মহৎপাপ বিনষ্ট হইতে পারে এবং সন্ন্যাসাশ্রমের অসন্নি-

শ্রমস্থাসন্নিধানেন বুদ্ধ্যনারোহাৎ। তস্মাদ্‌যথা লোকে সর্ব্বান্ বিহায় মাং ভজ ক্লেশাংস্তে নাশয়িষ্যামীত্যত্র ক্লেশনাশকান্তরহানিঃ প্রতীয়তে। তথান্তরপাপনাশকান্তরত্যাগোঽবগম্যতে বাক্যাদেব। এতেন কথং চিৎসংন্যাসবিধায়কেন সহৈকাধ্যায়পাঠেপি ন তদ্বিষয়কত্বং প্রকরণসন্নিধানয়োঃ সবলত্বাৎ। কিঞ্চাস্মিন্নধ্যায়ে (গীঃ অং ১৮, শ্লোঃ ২) "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" ইত্যাদিনা কাম্যকর্ম্মত্যাগ এবোক্তো ন সংন্যাসাশ্রমঃ এবঞ্চ প্রায়শ্চিত্তান্তরত্যাগসঙ্কল্পেন কেবলভগবন্নামাদিভিরার্ত্তিং যস্তর্ত্তুমিচ্ছতি তদধিকারিকমেব সকৃৎস্মরণাদি। তথা চ ভিন্নাধিকারাদ্দূষণানাং ন সমুচ্চিতিঃ। নাপি ক্লেশভয়াদ্‌ভূয়সামননুষ্ঠানম্। (গীঃ অং ৮, শ্লোঃ ৮) "দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥" ইত্যনেন তাদৃশসংন্যাসস্য হেয়ত্বাৎ। (বিষ্ণুপুরাণে অং ৬, অং ৮, শ্লোঃ ২১) "কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্। প্রয়াতি বিলয়ং

ধানপ্রযুক্ত তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে। "সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি ক্লেশ বিনাশ করিব" এই বাক্যে যেমন ক্লেশনাশকান্তরের হানিপ্রতীতি হয়, সেইরূপ অন্যান্যস্থলেও পাপনাশক কর্ম্মান্তরের ত্যাগ বোধ হয়। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে লিখিত আছে যে, কাম্যকর্ম্মের যে সংন্যাস, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সন্যাস বলিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা সর্ব্বথা কাম্যকর্ম্মত্যাগই প্রতীত হইতেছে; সন্যাসোক্তকর্ম্মের পরিত্যাগ বোধ হয় না এবং প্রায়শ্চিত্তান্তরত্যাগস্থলেও যাহারা ভগবন্নামকীর্ত্তনদ্বারা ক্লেশবিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের পক্ষেই একবারমাত্র নামকীর্ত্তনে মহাপাপক্ষয় হইবে। কেবল ক্লেশভয়ে বহু অনুষ্ঠানের ত্যাগ করিবে না। ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যাহারা কায়ক্লেশভয়ে দুঃখজনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্মত্যাগ রাজস ত্যাগের মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহারা প্রকৃত ত্যাগজন্য ফলভোগ করিতে পারে না।" ইহাদ্বারা জানা যায় যে, যাহারা কেবল কায়িক ক্লেশভয়ে দুঃখজনক কর্ম্মপরিত্যাগ করে, তাহারা সন্যাসী নহে। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে সপ্তম অধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যে

তৎস্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলে বালীবৎ ॥ ৭৭ ॥

সদ্যঃ সকৃদ্যত্রানুসংস্মৃতেঃ ॥" ইত্যাদি তদধিকারপরম্। এবম্ (গীঃ অং ৯, শ্লোঃ ৩০-৩১) "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ইত্যনেন তথা নৃসিংহপুরাণে অং ৮, শ্লোঃ ২৮-২৯) "নারকাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি নারসিংহেতি চুক্রুশুঃ। ইতি সংকীর্ত্তিতো বিষ্ণুর্নারকৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্। নারক্যো যাতনাঃ সর্ব্বাস্তেষাং নষ্টা মহাত্মনাম্॥" ইত্যাদিনা চ ভক্ত্যধিকারঃ সুব্যক্ত ইতি। অত্র কীর্ত্তনত্বোচ্চারণত্বমাত্রমিহ প্রতীতম্। ন তু প্রথমান্তপদেনেত্যাদিনিয়ম ইতি॥ ৭৬॥

(বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৬, শ্লোঃ ৩৬) "প্রায়শ্চিত্তং তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরং" ইত্যাদৌ নামাতিদেশেন প্রায়শ্চিত্তান্তরধর্ম্মস্ত ম মন্তব্যঃ।

সকল ব্যক্তি একবারমাত্র পরমেশ্বরের নামস্মরণ করে, সেই সকল মনুষ্যের নরকযাতনাপ্রদ অত্যুগ্র কলিকল্মষ সদ্য বিলয় পায়।" এই বাক্যেরও অধিকারী বিশেষ বিবেচনা করিবে। এবং ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ একত্রিংশৎশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "দুরাচার ব্যক্তিও যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করে, সেই ব্যক্তি সাধু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহার সর্ব্বকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তাহাকে আমার ভক্ত বলিয়া জানিবে এবং সেই ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" আর নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি ঊনত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে, "যে সকল নারকী ব্যক্তি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে, বিষ্ণু তাহাদিগের সেই নরকযন্ত্রণা বিনাশ করেন।" ইহাদ্বারাও ভক্তির অধিকারী ব্যক্ত হইতেছে॥ ৭৬॥

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্ত্রিংশৎ শ্লোকে লিখিত আছে যে, একমাত্র হরিনাম স্মরণই প্রকৃষ্টতর প্রায়শ্চিত্ত, এই স্থলে নাম শব্দের

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যবৎ ॥ ৭৮

প্রায়শ্চিত্তস্থানত্বাৎ তৎস্থানে তদ্বিধানাদিত্যর্থঃ। যথা (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে অং ৯, খং ৭) খলে বালী যূপো ভবতীত্যত্র পশুনিয়োজনে যূপকার্য্যে খলে বালীবিধিরিতি। ন যূপধর্ম্মস্যাষ্টাস্রীকরণাদেঃ প্রসঙ্গস্তদ্বদত্র নখলোমাদিবপনানাং প্রায়শ্চিত্তধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিরিতি। ন কীর্ত্তনাদেরপি পাপক্ষয়হেতুত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তমেবেতি বাচ্যম্। "প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তয়োর্নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥" ইত্যনেন তপোরূপে প্রায়শ্চিত্তশব্দো মুখ্যঃ অন্যত্র গৌণ ইতি ধ্যেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অথাঙ্গানাং প্রধানাধিকরণনৈয়ত্যাৎ তদধিকারশ্চিন্ত্যতে। নিন্দিতচাণ্ডালাদিযোনিপর্য্যন্তং ভক্তাবধিক্রিয়তে সংসারদুঃখজিজ্ঞাসায়া অবিশেষাৎ। অথ বেদাধ্যয়নানধিকারাৎ কথমত্রৈবর্ণিকানাং স ইতি চেৎ তত্রাহ পারম্পর্য্যাদিতি। (পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রে অং ১, পাঃ ১, সূঃ ২) "চোদনালক্ষণোঽর্থো

অতি দেশবশতঃ প্রায়শ্চিত্তান্তর্গত অন্যধর্ম্ম, অর্থাৎ নখলোম ছেদনাদি স্বীকৃত নহে। যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত স্থলে হরিনামেরই বিধান দেখা যায়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের নবম অধ্যায়ে সপ্তম খণ্ডে লিখিত আছে যে, "পশুবন্ধন কার্য্যে যূপ করিবে," এই স্থলে যেমন যূপ মাত্রেরই উল্লেখ আছে কিন্তু যূপ যে অষ্টাস্র করিবে তাহার প্রসঙ্গ নাই, সেইরূপ নখ লোমাদিছেদনরূপ প্রায়শ্চিত্তান্তর্গত ধর্ম্মের গ্রহণ নাই। যদি বল, কীর্ত্তনাদি পাপমাত্রের ক্ষয় করে, অতএব উহাই কেবল প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হউক; তাহা নহে। যেহেতু প্রায়ঃশব্দের অর্থ তপস্যা, এবং চিত্তশব্দের অর্থ নিশ্চয়, সুতরাং তপোনিশ্চয়ার্থক প্রাশ্চিত্তশব্দই মুখ্য, অন্য প্রকার কার্য্যে যে প্রায়শ্চিত্তশব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা গৌণ ॥ ৭৭ ॥

নিন্দিত চাণ্ডালাদিরও ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অধিকার আছে, যেহেতু সংসার দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা সকলেরই সমান। যদি বল, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই বেদে অধিকার আছে, চণ্ডালাদির বেদাধ্যায়নে অধিকার নাই; সুতরাং তাহারা ভগবদ্ভক্তির পাত্র হইতে পারে না। তথাপি তাহারা গুরু পরম্পরা

অতো হ্যবিপক্কভাবানামপি তল্লোকে ॥ ৭৯ ॥

ধর্ম্মঃ (বেদান্তদর্শনে অং ১, পাং ১, সূং ৩) "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" ন্যায়াদলৌকিকোঽর্থঃ শ্রুত্যৈকসমধিগম্য ইত্যত্র ন বিপ্রতিপদ্যামহে। কিন্তু স্ত্রীশূদ্রাদীনামিতিহাসপুরাণাদিদ্বারা চাণ্ডালাদীনাং চ স্মৃত্যাচারবদুপদেশপারম্পর্য্যেণ জ্ঞানমপি শ্রুতিমূলমেব ভবতি।" যথা তেষাং সামান্যাহিংসাধর্ম্মাদিজ্ঞানম্। অন্যথা তদসিদ্ধিপ্রসঙ্গাদিতি ॥ ৭৮ ॥

যতঃ সর্ব্বাধিকারোঽতঃ খলু যেষামত্র পরভক্তির্ব্বিপক্কভাবং ন গতা তেষাং শ্বেতদ্বীপভগবল্লোকে পরভক্তিসাধনানুষ্ঠানং স্মর্য্যতে। যথা (মহাভারতে শাং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে অং ৩৩৮, শ্লোং ১২৭৭৮-১২৭৭৯) "ক্ষীরোদধেরুত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপো মহাপ্রভঃ। তত্র নারায়ণপরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চ্চসঃ॥" একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমে। ইত্যাদ্যুপক্রম্য তেষাং পরভক্তিসাধনানুষ্ঠানং শ্রুতম্॥ (মহাভারতে শাং মোক্ষধর্ম্মে

ক্রমে উপদিষ্ট হইলেই ভক্তিশীল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম প্রপাঠে দ্বিতীয়সূত্রে লিখিত আছে যে, "উপদিষ্ট ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম" এবং উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রপাঠে তৃতীয়সূত্রে জানা যায় যে, "সকল ধর্ম্মেরই কারণ শাস্ত্র" এই ন্যায়বশতঃ ধর্ম্ম অলৌকিক পদার্থ বলিয়া জানা যায়। এই সকল শ্রুতির মর্ম্মার্থ অবগতি হইলে চাণ্ডালাদিবিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ থাকে না। স্ত্রী শূদ্রাদির ইতিহাস এবং চাণ্ডালাদির স্মৃত্যাচারজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশ পরম্পরাদ্বারা এবং পুরাণাদিদ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাও শ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায়॥ ৭৮॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে সকলেরই অধিকার আছে। যাহাদিগের পরমভক্তির পরিপাক হয় নাই, তাহাদিগের শ্বেতদ্বীপবাসী ভগবদ্ভক্তদিগের ন্যায় পরমভক্তি সাধন কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১২৭৭৮ এবং ১২৭৭৯ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ক্ষীরোদসাগরের উত্তরতীরে মহাপ্রভাসম্পন্ন শ্বেতদ্বীপ আছে, তত্রত্য লোক

ক্রমৈকগত্যুপপত্তেস্তু ॥ ৮০ ॥

অং ৩৩৮, শ্লোঃ ১২৭৯১-১২৭৯২) "সহিতাশ্চাভ্যধাবন্তস্ততস্তে মানবা দ্রুতাঃ। কৃতাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা নম ইত্যেব বাদিনঃ॥" ততো বিবদতাং তেষামশ্রৌষং বিপুলধ্বনিম্। বলিঃ কিলোপক্রিয়তে তস্য দেবস্য তৈর্নরৈঃ॥ ইত্যাদি। তস্মাৎ সর্ব্বত্র তদধিকার ইতি। অতএব (বেদান্তদর্শনে অং ১, পাং ৩, সূং ২৬) "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণসম্ভবাদিতি সূত্রিতম্" ॥ ৭৯ ॥

অথ বিপক্কভাবানামপি কথং ন তল্লোক ইত্যুপোদ্ঘাতেনোচ্যতে। তুশ্চাগতশঙ্কাব্যবচ্ছেদার্থঃ। নারায়ণীয় এব শ্রূয়তে (মহাভারতে শাং অং ৩৪৬, শ্লোঃ ১৩৩৮৩) "যেঽতিনিষ্কলুষা লোকে পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতা ইত্যুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলদ্বারা অনিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নসংকর্ষণব্যূহক্রমেণ গতিমভিধায়াভিহি-

---

সকল নারায়ণ পরায়ণ এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহারা পুরুষোত্তম নারায়ণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও অসাধারণ ভক্তিশীল। এই উপক্রমে শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের ভক্তি সাধনীভূত কার্য্যানুষ্ঠান শ্রুত আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১২৭৯১ ও ১২৭৯২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, শ্বেতদ্বীপবাসী মানবগণ সমবেত হইয়া ধাবিত হইয়াছিল। এবং হৃষ্টচিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "নমস্কার করি, নমস্কার করি" ইত্যাদিরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল। অনন্তর পরস্পর বিবদমান সেই সকল ব্যক্তিদিগের বিপুলধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সেই দেবতার উদ্দেশে নানাপ্রকার বলিপ্রদান করিল। ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা সকল বিষয়েই সকলের অধিকার জানা যায়। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় প্রপাঠে ষড়্‌বিংশতি সূত্রেও এই বিষয় বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

যাহাদিগের ভক্তির পরিপাক হইয়াছে, তাহাদিগের তত্তৎলোকপ্রাপ্তি হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১৩৩৮২ শ্লোকে "যাহারা নিষ্পাপী ও পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত তাহারা উৎকৃষ্ট গতিপায় এই উপক্রমে ক্রমতঃ অনিরুদ্ধ,

তম্।" (মহাভারতে শাং অং ৩৪৬, শ্লোং ১৩৩৮৩-১৩৩৮৯) "সমাহিত-মনস্কাস্ত নিয়তাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। একান্তভাবোপগতা বাসুদেবং বিশন্তি তে॥" ইতি। ক্রমগত্যভিধানম্ তথা পশ্চাদুক্তম্। (মহাভারতে, শাং মোক্ষধর্ম্মে অং ৩৫০, শ্লোং ১৩৫৪৮-১৩৫৪৯-১৩৫৫০) "যে তু দগ্ধেন্ধনা লোকে পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতাঃ। তেষাং ত্বয়াভিনির্দ্দিষ্টা পারম্পর্য্যক্রমাদ্গতিঃ॥ চতুর্থ্যাং চৈব তে গত্যাং গচ্ছন্তি পরমং পদম্। নূনমেকান্ত-

---

প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি লোকপ্রাপ্তিরূপ গতিলাভ অভিহিত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১৩৩৮৩ ও ১৩৩৮০ শ্লোকে আরও লিখিত আছে যে, "যাহারা সমাহিতচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় এবং একান্ত ভক্তিপরায়ণ, তাহারা বাসুদেবকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ক্রমগতির উল্লেখ করিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১৩৫৪৮, ১৩৫৪৯, ও ১৩৫৫০ এই শ্লোকত্রয়ে লিখিত আছে যে, যাঁহাবা ইহলোকে পাপরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তুমি পারম্পর্য্যক্রমে গতি নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহারা এইরূপে চতুর্থগতি * প্রাপ্ত হয়। ইহাই নারায়ণপ্রিয় প্রধান ধর্ম্ম। উক্ত ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা লৌকিক ত্রিবিধগতি প্রাপ্ত না হইয়াও অব্যয় হরিকে লাভ করিতে পারে। অতএব জানা যায় যে,

---

* "চতুর্থগতি"—পাপপুণ্যবর্জ্জিত লোকদিগের পক্ষে জগতের তমোরাশি দূরকারী সূর্য্যলোকে প্রথমতঃ গতি হয় এবং তাহারা তথায় গমন পূর্ব্বক স্থূলদেহ ধ্বংস করিয়া সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তান্তে সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়, পরন্তু তৎকালে আর কাহার কর্ত্তৃক লক্ষিত হয় না। তদনন্তর সূর্য্যলোক হইতে অনিরুদ্ধ লোকে প্রবেশ করে, তথায় বিশুদ্ধ মনাঃ হইয়া প্রদ্যুম্নলোকে প্রবেশ করে এবং প্রদ্যুম্নলোক হইতে মুক্ত হইয়া সঙ্কর্ষণনামক অমরলোকে তাহাদিগের এইরূপ গতিলাভ হয়, তাহারাই দ্বিজ প্রধান ও ভাগবতশ্রেষ্ঠ। (সদ্গুরুর কৃপার পাত্র হইলে এই বর্ত্তমান দেহেতেই আত্মার উক্ত লোকসকলে গতি হইয়া থাকে।)

উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেষাচ্চ ॥ ৮১ ॥

ধর্ম্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ। অগত্বা গতয়স্তিস্রো যদ্গাচ্ছন্ত্যব্যয়ং হরিম্। ইত্যেকগত্যভিধানং চ পক্বভক্তিবিষয়ত্বেনোপপদ্যতে। অন্যথা বিরোধাৎ তস্মাদপক্কবিষয়স্তত্তল্লোকলাভ ইতি ॥ ৮০ ॥

উৎক্রান্তৌ (গীঃ অং ৮, শ্লোঃ ১০) ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈবেত্যুপক্রম্য (গীঃ অং ৮, শ্লোঃ ১৩) 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥" ইত্যুক্তম্। তত্র চ বাক্যশেষঃ। (গীঃ অং ৮, শ্লোঃ ২৪) "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।" ইতি ক্রমাদ্গতিঃ শ্রুতা। তথা (গীঃ অং ৮, শ্লোঃ ১৬) "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ॥ ইতি

যাহাদিগের ভক্তির পরিপাক হইয়াছে, তাহারা অন্য কোন গতিলাভ না করিয়াও মুক্তিপদ পাইতে পারে এবং যাহাদিগের ভক্তির পরিপাক হয় নাই, তাহাদিগেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সেই সেই লোকপ্রাপ্তি হয় ॥ ৮০ ॥

ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে দশমশ্লোকে "ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগাবলম্বন করিলে মুক্তিপদ পায়" এই উপক্রমে উক্ত গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবাচক 'ওঁ'এই একাক্ষার উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহপরিত্যাগ করে, সে পরমা গতি পায়।" এবং ইহার শেষবাক্যে ঐ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্বিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, রাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। এইরূপে ক্রমতঃ গতিপ্রাপ্তি শ্রুত আছে এবং ঐ ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন! আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত সকলেই পুনঃপুনঃ এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। হে কৌন্তেয়! যাহারা আমাকে লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের আর পুনর্জন্ম হয় না।" এই শেষবাক্যেও যাহাদিগের ভক্তির

বাক্যশেষে লোকোপক্রামাদুপশব্দমহিম্না চ তৎসমীপলোকপ্রাপ্তিরবিপক্ব-ভাবানামেব যুক্তাবিপক্বভাবস্য ন তল্লোকগমনমপি ফলং যুজ্যতে তৎ-ফলস্যাক্ষয়িত্বাং তল্লোকে সাধনানুষ্ঠানশ্রবণাচ্চ। কিঞ্চ অবিপক্বভক্তেস্তত এব ক্রমমুক্তিসিদ্ধৌ তৎকালীনস্মরণবিধিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তেন পর-

পরিপাক হইয়াছে, তাহাদিগেরই ভগবৎসমীপবর্ত্তী লোকপ্রাপ্তি জানা যায়। যাহাদিগের ভক্তির পরিপাক হয় নাই, তাহাদিগের তৎসমীপলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল সমুচিত হয় না। তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ইতরলোকপ্রাপ্তিই সমুচিত হয়; যেহেতু তৎসমীপবর্ত্তী লোকপ্রাপ্তিরূপ ফল অক্ষয় এবং ঐ লোকে ভক্তিসাধনকার্য্যের অনুষ্ঠানশ্রবণ নাই। যাহাদিগের ভক্তির পরিপাক হয় নাই, তাহাদিগের ক্রমতঃ মুক্তিসিদ্ধি হয়; সুতরাং সেই সময়ে তাহাদিগের ভবগৎস্মরণবিধির বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ হয় না। যেহেতু ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে দ্বাবিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "হে অর্জ্জুন! যাহার চিত্ত অন্যবিষয়ে আসক্ত না হইয়া নিয়ত স্থিরভাবে ভগবৎবিষয়ে অনুরক্ত আছে, সেই ব্যক্তিই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারে।" ইহা-দ্বারা জানা যায় যে, কেবল ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। ইহাতে সাধনান্তরের অপেক্ষা করে না। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে লিখিত আছে যে, "মর্ত্ত্যভিন্ন অন্যলোকে কর্ম্মের বিধান নাই।" ইহাদ্বারা কর্ম্মোৎপত্তির হেতুতা জানা যায়; কিন্তু ভক্তি কর্ম্মা-ত্মিকা নহে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির অঙ্গীভূত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কর্ম্মাত্মক হইলেও কোন দোষ হইতে পারে না। যেহেতু প্রধা-নের নিয়মানুসারেই তদঙ্গের নিয়ম হইয়া থাকে। যেমন নিষাদ স্থপতি *

* "নিষাদস্থপতি"—বেদে উক্ত আছে যে রুদ্রদেব যাহাদিগের প্রজা-দিগকে ধ্বংস করেন, তাহাদিগের চরু উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাজ্ঞি-কেরাও এইরূপে নিষাদরাজকে উক্ত উপহার প্রদান করিতে উপদেশ দেন"। বিশুদ্ধ অগ্নিতে কিম্বা সাধারণ অগ্নিতে উক্ত উপহার দিতে হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনে (অং ৬, পাং ৮, সূং ২০-২১) ভাষ্যকর্ত্তা শবরস্বামী সবিস্তর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তৌ ॥ ৮২ ॥

ভক্তিসমুচ্চয়ো ঘটতে। (গীঃ অং ৮, শ্লোং ২২) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েত্যন্যনিরপেক্ষমোক্ষসাধনত্বাবগতেঃ। তস্মাৎ তল্লোকেপ্যধিকারঃ। ভারতভূমেস্তু (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৩, শ্লোং ৫) "ন-"থল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে"। ইত্যনেন কর্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বৈব ॥ ভক্তিস্তু ন কর্ম্মাত্মিকেত্যুক্তং প্রাক্ তদঙ্গানামপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতিচেন্ন প্রধানপ্রাপ্তাবেবাঙ্গপ্রাপ্তের্নিষাদস্থপতিযাগাঙ্গবদিতি। শূদ্রাদীনাং তু বৈদিকমন্ত্রজপকর্ম্মনিবৃত্তির্নতু স্মরণকীর্ত্তনাদের্ভক্তিসাধনস্যেতি তাবতৈবাধিকারসিদ্ধৌ ন বিদ্যাপ্রযুক্তিকল্পনা যুক্তা ॥ ৮১ ॥

অস্তু তর্হি মহাপাতকিনামপি পরভক্তাবেবাধিকারস্তথা তদঙ্গাঙ্গবেদানুবচনাদাবপীত্যত আহ। পতনহেতুপাপরতানাং চ পুনরার্ত্তিভক্তাবেবাধিকারঃ প্রায়শ্চিত্তবন্নান্যত্র তৎপাপক্ষয়স্য সর্ব্বাপেক্ষয়াঽভ্যর্হিতত্বাৎ ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমিত্যাদিনা। তদপগমে তু সুতরামধিকারসিদ্ধিঃ ॥ ৮২ ॥

প্রভৃতি যাগাঙ্গসকল অপবিত্র হইলেও যাগ অপবিত্র হয় না, সেইরূপ ভক্তির অঙ্গীভূত শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্মাত্মক হইলেও ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা হয় না। শূদ্রাদির কেবল বৈদিক মন্ত্রাদিজপে অধিকার নাই, কিন্তু স্মরণকীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধন কার্য্যে অধিকার আছে, অতএব কেবল বিদ্যাদ্বারাই ভক্তি হয়, একথাও যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৮১ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তসূত্রেরমর্ম্মানুসারে শূদ্রাদিরও ভক্তির অধিকার থাকিল, তাহা হইলে মহাপাতকী ব্যক্তিদিগেরও ভক্তির অধিকার হইতে পারে; সুতরাং ভক্তির অঙ্গীভূত বেদবাক্যাদিতেও শূদ্রাদির অধিকার আশঙ্কা হয়। এই বিষয়ে বলিতেছেন, যাহারা পতনের হেতুভূত পাপকর্ম্মে রত আছে, তাহাদিগের কেবল আর্ত্তভক্তিতেই অধিকার জানিবে। পাপক্ষয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতাপ্রযুক্ত যেমন প্রায়শ্চিত্তাত্মক সকল কার্য্যেই সাধারণের অধিকার আছে, সেইরূপ পরমভক্তিসাধন সকল কার্য্যে সকলের অধিকার নাই। যেহেতু ভোগ করিলেই পাপের বৃদ্ধি হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে পরমভক্তিতে অধিকার হয় ॥ ৮২ ॥

সৈকান্তভাবো গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৮৩ ॥

পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথা হ্যাহ ॥ ৮৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয় আহ্নিকঃ ॥ ২ ॥

অথৈকান্তিকপ্রস্তাবাৎ সর্ব্বধর্ম্মঃ কিং পরভক্তিতো ভিন্ন ইতি শঙ্কাপিশাচী মপাকরোতি। সা পরা ভক্তিরেবৈকান্তভাবো নান্যঃ কুতঃ গীতার্থেন প্রত্যভিজ্ঞাশ্রবণাৎ। যথা নারায়ণীয় এব (মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে অং ৩৫০, শ্লোঃ ১৩৫৫১-৫২-৫৪) "সহোপনিষদো বেদান্ যে বিপ্রাঃ সম্যগাস্থিতাঃ। পঠন্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতিধর্ম্মিণঃ ॥ ততো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্। কেনৈষ ধর্ম্মঃ কথিতো দেবেন ঋষিণাথবা ॥" ইতি প্রশ্নে প্রত্যুত্তরম্। "সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ। অর্জ্জুনে বিমনস্কে বৈ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥" ইতি তস্মাদেকান্তিতা পরভক্তিরিতি ॥ ৮৩ ॥

অথ গৌণ্যোঽপি সাক্ষান্মুক্তিং জনয়ন্তু কো দোষস্তত্রাহ। পরাং ভক্তিং

ইতিপূর্ব্বে ভক্তির একান্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্বধর্ম্মই কি পরমভক্তি হইতে ভিন্ন? এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।—কেবল পরমভক্তিই একান্ত ভাবাপন্ন, অন্য ভক্তি নহে। যেহেতু গীতাতে পরমভক্তিরই প্রত্যভিজ্ঞান শ্রুত আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১৩৫৫১, ১৩৫৫২, ১৩৫৫৪ শ্লোকে লিখিত আছে যে, "যে সকল ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারসম্পন্ন ও যতিধর্ম্মপরায়ণ হইয়া বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক উপনিষদের সহিত বেদপাঠ করে, তাহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্তিশীল মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়।" এই ধর্ম্ম কোন্ দেব বা কোন্ ঋষি আবিষ্কৃত করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কথিত আছে যে, "কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধবিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পরমভক্তিরূপ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাকীর্ত্তন করিয়াছেন।" অতএব আরাধ্যবিষয়ে একান্ত অনুরাগই পরমভক্তি ॥ ৮৩ ॥

যদি পরমভক্তির মোক্ষসাধনত্ব স্বীকার করিলে, তাহাহইলে গৌণভক্তিও

কৃতৈব সর্ব্বেষাং মুক্তাবুপযোগঃ। তথাহি সহেতুকং ভগবানাহ (গীঃ অঃ ১৮, শ্লোঃ ৬৮) "য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥" ইতি। তত্রৈতদ্ধর্ম্মস্যোপদেশফলমপি ব্রহ্মভাবাপত্তিরিত্যেবার্থসিদ্ধৌ ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বেতি কিমর্থমাহ। তস্যা মোক্ষসাধনত্বেন শ্রুতত্বাৎ। অতএবোপরিচরবসোঃ (মহাভারতে শান্তি-পর্ব্বে অঃ ৩৩৭, শ্লোঃ ১২৭১৮) আত্মরাজ্যং ধনং চেত্যাদিনা পরমেশ্বরানু-রক্তিরূপায়া ভক্তের্লিঙ্গং প্রদর্শিতমিতি স্বতঃ প্রয়োজনত্বাভাবাৎ সর্ব্বেষাং মুক্তিহেতুত্বেন শ্রুতানাং পরভক্তিজননেন মুক্তাবুপযোগঃ ইত্যভিপ্রায় উন্নী-য়ত ইতি। নচোভয়জনকত্বং তস্য কর্ম্মত্বেন মোক্ষাজনকত্বাৎ। এবঞ্চ দৃষ্টার্থতা ভবতি বাক্যস্যেতি॥ ৮৪॥

ইত্যাচার্য্যস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ভাষ্যে দ্বিতীয়া-ধ্যায়স্য দ্বিতীয় আহ্নিকঃ সমাপ্তশ্চাধ্যায়ঃ॥ ২॥

সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদান করুক, ইহাতে দোষ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— কেবল পরমভক্তিই মুক্তির উপযোগী, গৌণভক্তির মুক্তিপ্রদানশক্তি নাই। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টষষ্টিতমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হেতুপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এই পরমগুহ্য বৃত্তান্ত আমার ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করে, আমার প্রতি তাহার পরমভক্তি জন্মে এবং নিশ্চয় আমাকে লাভ করে।" যদি ধর্ম্মোপদেশমাত্রেরই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়, তবে "আমাকে পরমভক্তি করিয়া" এই কথা বলিবার তাৎ-পর্য্য কি? যখন কেবল ধর্ম্মোপদেশেরই মোক্ষসাধনত্ব শ্রুত আছে, তখন পরমভক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই আশঙ্কায় উপরিচরবসুর উপাখ্যানে মহা-ভারতের শান্তিপর্ব্বে সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ে ১২৭১৮ শ্লোকে লিখিত আছে যে, "আত্মা, রাজ্য, ধন ইত্যাদি সকলই পরমেশ্বরেতে সম-র্পণ করিবে।" ইহাই পরমেশ্বরানুরাগরূপ পরমভক্তির চিহ্ন। স্বীয় প্রয়ো-জন না থাকিলেও সাধারণের মুক্তির জন্য ভক্তির উপদেশ করিলেও সেই উপদেশ স্বীয় মুক্তির উপযোগী হয়॥ ৮৪॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য

প্রথম আহ্নিকং।

ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ ॥ ৮৫ ॥

ভজনীয়োত্তমত্বেন ভক্তেরুত্তমতা যতঃ। ভক্তভাবতশ্চাত্র ভজনীয়ো নিরূপ্যতে॥ জ্ঞানাধীনা জ্ঞেয়সিদ্ধিরিতি তন্ত্রেষু নির্ণয়ঃ। জ্ঞানং সত্তা ন সা জাতির্জ্জাত্যাদৌ তদসত্বতঃ॥ সত্বে বা নেষ্টসম্বন্ধকল্পনাগৌরবাদপি। তস্মাজ্জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্রানুগতং স্বতঃ॥ তদভেদো দৃশ্যমাত্রে দৃশ্যভেদস্ত সৎপরে। ঘটো জ্ঞানমিতীদৃক্ স্যাৎ প্রত্যয়ঃ সন্নিবেতি চেৎ॥ অস্তি স্বরূপধীর্নৈব সত্যত্বেনানুপস্থিতেঃ। তদুপাদানবিষয়ে জ্ঞানেচ্ছাকৃতিহেতুনা॥

ভজনীয়ের প্রাধান্যপ্রযুক্ত ভক্তিরও উত্তমতা আছে, অতএব ভক্ত ও ভক্তি ইহাদিগের হইতে ভজনীয় নিরূপিত হইতেছে।—পরব্রহ্মই অদ্বিতীয় ভজনীয়, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয়, যেহেতু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তৎস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানে আর কিছুই অবিদিত থাকে না। শাস্ত্রে ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে যে, জ্ঞেয় পদার্থের অনুমান জ্ঞানের অধীন। জ্ঞানব্যতিরেকে কোন বিষয় জানিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞানসত্তা পদার্থ, উহা জাতি নহে। যেহেতু জাত্যাদিপদার্থে সত্তাদি থাকে না। সত্বাতে জাতিসম্বন্ধ স্বীকার করিলে কল্পনার গৌরব হয়। অতএব জ্ঞানকে অন্য কোন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; পরন্ত সেই জ্ঞানই পরব্রহ্ম, এই পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্ব্বত্র অনুগত আছেন। আমরা যে সকল পদার্থ দর্শন করিয়া থাকি, তাহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থেই তাঁহার ভেদ নাই, কিন্তু তিনি কোনরূপ দৃশ্য পদার্থ নহেন। যেমন ঘট দৃশ্য পদার্থ, তাহা জ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের বিষয় বটে; সেইরূপ পরব্রহ্ম

তচ্ছক্তির্মায়া জড়সামান্যাৎ ॥ ৮৬ ॥

তাসাং সবিষয়ত্বেন হেতুত্বে লাঘবং মহৎ। যৎ তৎ সবিষয়ং ব্রহ্ম গুণবত্ত্বৈব গৌরবাৎ ॥ কালবেদ্যোপাধিকৃতা তজ্জ্ঞাতৃত্বাদিকল্পনা ॥ ৮৫ ॥

তস্য ব্রহ্মণ ঐশ্বর্য্যশক্তির্মায়েতি গীয়তে (গীং অং ৭, শ্লোং ১৪) "দৈবো হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীং অং ৯, শ্লোং ১০) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥" তন্মায়াত্বং তু কার্য্যাণাং বৈচিত্র্যান্নানুতত্বতঃ। কার্য্যসত্ত্বোপপত্ত্যর্থং ব্রহ্মসত্তা শ্রুতেরিতি ॥ মিথ্যাত্বস্যানুষক্তেশ্চ তন্মিথ্যাত্বং ন সাম্প্রতম্। তত্ত্বজ্ঞানেন বাধ্যত্বং মিথ্যাত্বমিতি চেন্ন হি ॥ মিথ্যাত্বস্যাপ্যতথ্যত্বাৎ সত্যত্বং সুতরাং স্থিতম্। মিথ্যাত্বস্য চ

দৃশ্য হয়েন না, কিন্তু দৃশ্য পদার্থ তাঁহার স্বরূপ। ঘটাদি পদার্থ কখনও সত্য নহে, অতএব তাহাদিগের অস্তিত্ববুদ্ধি হয় না। কেবল জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নহেতুক তাহাদিগের গ্রহণ করা হয়। জ্ঞানাদির বিষয় বলিয়াই তাঁহাকে জানা যায়, কিন্তু তাঁহাতে কোনরূপ গুণের আরোপ করিয়া জানা যায় না। গুণদ্বারা তাঁহার নির্ণয় করা অসাধ্য, যেহেতু তিনি অনন্ত গুণের আধার এবং তাঁহাতে যে জ্ঞাতৃত্বাদিকল্পনা তাহাও উপাধিকৃত ॥ ৮৫ ॥

পরব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্যশক্তি, তাহাই মায়া ; সেই মায়াও জড়। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমার মায়াই সর্ব্বগুণময়ী, কেহই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। কেবল যাঁহারা আমাকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।" "সেই মায়াপ্রকৃতিই আমার আশ্রয়ে চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছেন। হে কুন্তীনন্দন! এইরূপেই জগৎ বিপরিবর্ত্তিত হইতেছে।" মায়ারচিত কার্য্যসকলই অনিত্য, কেবল পরব্রহ্মই সত্য। মায়ানির্ম্মিত কার্য্য সকল অতিবিচিত্র। মায়ার কার্য্যভূত পদার্থসমুদায় মিথ্যা হইলেও তাঁহার আশ্রয় ব্রহ্মপদার্থের মিথ্যাত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই ইহার বোধ হয়, তখনই বিশেষরূপে জগতের মিথ্যাত্ব ও পরব্রহ্মের সত্যত্ব

ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্ ॥ ৮৭ ॥

সত্যত্বে দৃশ্যসত্যত্বমাগতম্ ॥ অলীকানামভাবাচ্চ ভাস্যত্বে তু সদেব তৎ। রজ্জৌ সর্পাদিজ্ঞানং যদন্যথা খ্যাতিরেব সা ॥ অন্যস্য সদসত্ত্বাভ্যাং বাধাবাধব্যবস্থিতেঃ। সা মায়া জড়সামান্যং জ্ঞেয়ত্বং নিত্যমেব তৎ। অন্যথা তু ব্যবস্থা স্যাৎ তস্মাচ্চিজ্জাড্যানিত্যতা” ॥ ৮৬ ॥

এবং ব্যাপকতত্ত্বেভ্যো ব্যাপ্যতত্ত্বসমুদ্ভবঃ। ব্যাপকানাং হি তাদাত্ম্যাদ্ব্যাপ্যোপাদানতা মতা ॥ ন তাবৎ সমবায়েন ভেদসম্বন্ধগৌরবাৎ। শৃঙ্গানাং সময়োঽপ্যেবং শৃঙ্গগ্রাহিকয়া লঘুঃ ॥ সত্ত্বেন সর্ব্বকার্য্যেষু কারণত্বং পরেশিতুঃ। নিমিত্তত্বং হি তদ্বুদ্ধেৰ্বোদ্ধব্যেষ্বনুগত্বতঃ ॥ বুদ্ধেস্তু সাক্ষিভাস্যায়া অবোধ্যত্বং যতো ধিয়ঃ। বোদ্ধব্যায়া বুদ্ধিতত্ত্বব্যভিচারেঽপি সম্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

প্রতিপন্ন হইবে। মিথ্যা পদার্থসকলের বিনাশ হইলে সত্যবস্তুসকল বিদ্যমান থাকে। মিথ্যাবস্তুকে সত্যজ্ঞান করিলে দৃশ্য পদার্থমাত্রই সত্যরূপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বদৃশ্য পদার্থের সর্ব্বত্র অসত্যতা দেখা যাইতেছে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, সেইরূপ অলীক পদার্থকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থেরও সদসত্ত্বাদ্বারা বাধাবাধ ব্যবস্থিত আছে। ইত্যাদি সমুদায়ই মায়ার কার্য্য। অতএব সেই মায়া জড়, এই ব্রহ্মই চিন্ময় ॥ ৮৬ ॥

ব্যাপকধর্ম্মের পরিজ্ঞান হইলেই ব্যাপ্যধর্ম্মেরও পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমুদায় পদার্থ জানিতে পারিলে তদন্তর্গত কতিপয় পদার্থ অবশ্যই জানা যাইতে পারে। ঈশ্বর সকলের ব্যাপক, তাঁহাকে জানিলেই জগতের সমুদায় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সমবেতরূপে সমুদায় পদার্থ জানিয়া পৃথক্ পৃথক্রূপে সেই সকলের পরিজ্ঞানে অতিগৌরব হয়, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্রূপে সমুদায় পদার্থের পরিজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরপরিজ্ঞান অপেক্ষা ঈশ্বরপরিজ্ঞান হইলে যে সমুদায় পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই সহজ। যেমন কোনস্থানে কতিপয় গো থাকিলে তাহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্রূপে নির্ণয় করা অপেক্ষা শৃঙ্গবিশিষ্টরূপেই তাহাদিগকে সহজে জানা যায়, সেইরূপ “ঈশ্বর

সুপ্তোত্থিতস্য প্রলয়াদ্‌বুদ্ধেঃ প্রথমমুদ্ভবঃ। কার্য্যকারণভাবাদি বুধ্বা নির্ম্মাতি স প্রভুঃ॥ স্বতো নির্ব্বিষয়াপ্যেষা চৈতন্যোপাধিভাবতঃ। তৈলাদিবৎ প্রদীপস্য সপ্রকারপ্রকাশিনী॥ (ছান্দোগ্যে) "করিষ্যামীতিসঙ্কল্পাদহঙ্কারোদ্ভবস্ততঃ। স ঐক্ষত বহুস্যামিত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতেঃ॥" বুদ্ধের্ব্বিকারেষ্বিচ্ছাদাবনুগত্বাদহঙ্কৃতেঃ। সাপ্যেকতত্ত্বং তত্ত্বে তু বুদ্ধির্ব্ব্যাপকভাবনাৎ॥ ঈশোঽহং কৃতিজন্যত্বাৎ তন্নৈয়ত্যাদহঙ্কৃতেঃ। মাত্রাভূতেন্দ্রিয়াদীনামহঙ্কারোঽপি কারণম্॥ তত্র শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধত্বসংজ্ঞয়া। সামান্যান্যেব শব্দাদিস্থূলানাং চাপি হেতবঃ॥ সর্ব্বত্র গ্রহ এব স্যাৎ তত্ত্বানামিতি চেদতঃ। বিকার-

---

সর্ব্বময়" এইরূপে ঈশ্বরকে জানিলেই অনায়াসে সকল পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে। সকল কার্য্যেই পরমেশ্বরের সত্তা আছে, অতএব তিনিই সর্ব্ববিষয়ের কারণ, আমাদিগের বোদ্ধব্যবিষয় সকল তাঁহারই বুদ্ধির অনুগত; সুতরাং তাঁহার পরিজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের নিমিত্ত। যিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, তিনিই বুদ্ধিপ্রকাশ করেন, অন্যথা বুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না। প্রসুপ্তিকালে বুদ্ধির লয় হয়, পরে সেই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে প্রথমতঃ বুদ্ধির সম্ভব হয়, তাহাও সেই প্রভু কার্য্যকারণভাবাদি জানিয়া নির্ম্মাণ করেন। যেমন তৈলযুক্ত প্রদীপশিখা স্বয়ং প্রকাশ পায়, সেইরূপ নির্ব্বিষয়া বুদ্ধি পরমেশ্বরের চৈতন্যোপাধিবশতঃ স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, "কার্য্য করিব" এইরূপ সঙ্কল্প হইলেই অহঙ্কারের সম্ভব হয়, সেই অহঙ্কারই দর্শন করে। ইত্যাদিরূপে শ্রুতিস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, বুদ্ধির বিকার হইলে যে ইচ্ছাদি জন্মে, তাহাও অহঙ্কারের অনুগত। তত্ত্বজ্ঞান হইতে সেই অহঙ্কারাদিসমুদায়ই একত্বভাব প্রাপ্ত হয়; যেহেতু বুদ্ধিই সকলের ব্যাপক, অতএব জ্ঞানের উদয় হইলেই অহঙ্কারাদি লয় পায়। "আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা" এইরূপ অহঙ্কারও বুদ্ধিতে নিয়ত রহিয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদি এই সমুদায়েরই কারণ অহঙ্কার, তাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞা হইয়াছে। ঐ অহঙ্কারই সামান্যরূপে শব্দাদি স্থূলপদার্থের হেতু। যদি সকল বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাহইলে বুদ্ধির বিকারস্বরূপ ইচ্ছাদির গ্রহণেও জাতি-

ন প্রাণিবুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাৎ ॥ ৮৮ ॥

নির্ম্মায়োচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ ॥ ৮৯ ॥

গ্রহণে ভ্রান্তিগ্রহবৎ তদ্গ্রহস্থিতেঃ ॥ এবং ব্যাপকতত্ত্বানাং ব্যাপ্যেষনুগমঃ ক্রমাৎ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বতত্ত্বানাং ঘটোপাদানতা স্ফুটম্ ॥ ন কর্ম্মণান্যথাসিদ্ধিরিহ তত্ত্বস্য যুজ্যতে। তাদাত্ম্যাদন্যথাসিদ্ধেরতাদাত্ম্যপ্রয়োজকম্ ॥ এবং কারণতত্ত্বানাং মোক্ষোপায়তয়া পুনঃ। নির্ম্মিতিঃ প্রাণিবুদ্ধ্যাদেরতাদাত্ম্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ আসর্গপ্রলয়াদীনাং বুদ্ধির্নাস্তি ন যৎ ক্বচিৎ। সুষুপ্তৌ জীববুদ্ধীনাং লয়োঽনন্তঃ স মোক্ষণে ॥ ৮৭ ॥

অথানীশ্বরসাঙ্খ্যানাং বুদ্ধেঃ সর্গো ন যুজ্যতে। ক্রমাদ্বিনিগমাভাবাদিত্যেতৎ সূত্রমুচ্যতে ॥ ক্রমাদ্দেবর্ষিসর্গাদিঃ শ্রূয়তে কস্য বুদ্ধিতঃ। সম্ভবাদ্ভূতসর্গোঽয়ং তস্মাদীশোঽস্তি বুদ্ধিমান্ ॥ ৮৮ ॥

উচ্চাবচানি ভূতানি ধর্ম্মা ধর্ম্মানুসারতঃ। নির্ম্মায় নির্ম্মিমীতেঽসৌ

জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে। এইরূপ ব্যাপকপদার্থের জ্ঞানেই ক্রমতঃ ব্যাপ্যপদার্থের পরিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই তদন্তর্গত ঘটাদিপদার্থের জ্ঞান জন্মে। ঘটাদির কারণ যে কর্ম্ম, তাহা এইস্থানে ঘটজ্ঞানের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ, অর্থাৎ কারণতার প্রতিকূল হইতে পারে না, যেহেতু তৎস্বরূপপ্রকারেই অন্যথাসিদ্ধি হয়, তদ্ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। এইরূপে সমস্তকারণের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়; এই নিমিত্তই প্রাণিগণের বুদ্ধি পৃথক্পৃথক্রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

অনীশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের মতে কোন বিনিগমক, অর্থাৎ কারণাভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধিসৃষ্টি যুক্তিযুক্ত হয় না; এই বিষয়ে বলিতেছেন।—যদি ঈশ্বর স্বীকার না কর, তবে কোন্ ব্যক্তি দেবর্ষিপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই ভূতসৃষ্টিই বা কাহার কার্য্য? এই সকল কারণেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৮৮ ॥

ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারেই ভূতসকলকে উচ্চনীচ, অর্থাৎ উত্তমাধমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই সকল ভূতের হিতকামনায় বেদের সৃষ্টি

মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ॥ ৯০ ॥

বেদাংস্তদ্ধিতকাম্যয়া॥ যথা পিতোৎপাদ্য পুত্রানজ্ঞাতৌ জ্ঞাপয়ত্যপি। হিতাহিতপরীহারৌ বাক্যৈস্তদ্বদয়ং প্রভুঃ॥ ৮৯॥

অথায়মীশ্বরো নৈব হিতঃ পিতৃসমো যতঃ। পাপসাধনহিংসাভির্মিশ্রষা-গোপদেশনাৎ॥ ইতি চেন্ন প্রধানাংশফলসৌখ্যাদ্যপেক্ষয়া। অঙ্গহিংসা-ফলাল্পত্বান্নাহিতস্তদ্বিধানকৃৎ॥ নহু ক্রত্বঙ্গহিংসায়াঃ প্রধানৈকফলত্বতঃ। ন সামান্যনিষেধস্য বিষয়ত্বং প্রসজ্যতে॥ কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিত্যেবং বিকল্পস্তস্যথা ভবেৎ। তস্মাদ্বিশেষাদন্যত্র স্যাদ্যদাহবনীয়বৎ॥ অত্রোচ্যতেঽঙ্গহিংসায়াঃ স্যাদপূর্ব্বস্য হেতুতা। পাপহেতুশ্চ সামান্যহিংসেত্যেবাবিরোধিতা। অথ প্রবলদুঃখস্যানমুবন্ধীষ্টহেতুতা। বিধ্যর্থোঽয়ং নঞায়ুক্তস্তদভাবস্য বোধকঃ॥ তথাচ সর্ব্বাস্যা হিংস্যাদস্য দুঃখাদ্যহেতুতা। সত্যং যাগাঙ্গহিংসাতো যদ্দুঃখং

করেন। যেমন পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের হিতসাধনার্থ অজ্ঞাতবিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রভু হিতাহিতপরিজ্ঞানার্থ স্বয়ং বাক্যস্বরূপ বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ৮৯॥

ঈশ্বর বেদবাক্যদ্বারা পশুহিংসাসমন্বিত যাগের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে পশুহিংসাজনিত পাপের আল্পতাপ্রযুক্ত সেই সকল যাগোপদেশও আমাদিগের হিতকর; যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বদা পিতার ন্যায় হিতকারী। যজ্ঞেতে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, তাহাতে অতি অল্পমাত্র পাপই হইয়া থাকে; পরন্তু অসাধারণ পুণ্যসঞ্চয়ই যাগাদির উদ্দেশ্য। যজ্ঞের প্রধান অংশ দেবপূজাদিদ্বারা অতুল সুখভোগাদি ফললাভ হয়। তাহার অঙ্গীভূত পশুহিংসাদি অল্পমাত্র পাপ উৎপাদন করে। অতএব যজ্ঞবিধানকারী পরমেশ্বর আমাদিগের অহিতকর নহেন। যদি ক্রতুর অঙ্গীভূত হিংসার প্রাধনফলত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে সামান্য হিংসানিষেধের বিষয় কোথায় থাকিবে? অতএব "হিংসা করিবে এবং করিবে না।" স্থল-বিশেষেই এইরূপ বিকল্পকল্পনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাগের অঙ্গীভূত হিংসা অপূর্ব্ব ফলপ্রদান করে; অতএব তাহা বিরুদ্ধ নহে। কেবল সাধারণ

প্রবলং ন তৎ॥ প্রধানফলসৌখ্যাদেনয়ত্যান্নান্তরীয়কম্। অন্যথাতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ প্রবলত্বান্নিরুক্তিতঃ॥ তস্মাজ্জাতিবিশেষোঽয়ং দুঃখেষু প্রবলত্বতা। প্রায়শ্চিত্তাদিমরণে প্রয়াগমরণেঽপি বা॥ আত্মহত্যাকৃতং দুঃখং তৎফলাপেক্ষয়া লঘু। অতঃ প্রত্যবমর্শং হি প্রাহ পঞ্চশিখোঽপি তৎ॥ স্বল্পত্বান্ন বলীয়স্ত্বাদত্র দুঃখস্য গৌরবম্। পয়গ্নিকরণোৎসর্গাস্তত্র শ্রুত্যৈব দর্শিতাঃ॥ (মনুসংহিতায়াং অং ৩, শ্লোং ৬৮-৬৯) "পঞ্চসূনা গৃহস্থানামিতি স্মৃতিষু চোদিতম্। ন সামান্যবিশেষোক্তির্ন শূন্যে সুতরাং যথা।" (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ৬ শ্লোং ২০) "রঙ্গোপজীবী পশুহা নরকং শয়ণং ব্রজেৎ" ॥ ৯০ ॥

হিংসাই পাপের হেতু বলিয়া পরিত্যজ্য; সুতরাং "হিংসা করিবে এবং করিবে না" এই বাক্যের অবিরোধিতা হইল। যে হিংসা প্রবলদুঃখের হেতুভূত, বিধিবাক্যে তাহারই নিষেধ বোধ হইতেছে। "কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না," এই শ্রুতিবাক্যে দুঃখাদির হেতুতা নাই এবং যাগাঙ্গহিংসা প্রবলতর দুঃখপ্রদান করিতে পারে না; অতএব যজ্ঞের অঙ্গীভূত পশুহিংসাজনিত অল্পদুঃখ সুখভোগাদি প্রধানফলের অন্তরায় হয় না। প্রবল পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্ত স্বল্পপাপ দূষণীয় নহে। প্রায়শ্চিত্তাদি মরণে ও প্রয়াগাদিমরণে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা হইতে আত্মহত্যাজনিত দুঃখ অতিলঘু। অতএব যজ্ঞাদিতে পুণ্যের বাহুল্য ও পাপের অল্পতাপ্রযুক্ত পশুহিংসাদিকে গুরুতর দোষ বিবেচনা করিবে না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টষষ্টি ঊনসপ্ততিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "গৃহস্থের পঞ্চসূনাজনিত * পাপ অতি ক্ষুদ্র, তাহা কোন বিশেষ পুণ্যের বাধক হয় না।" বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিংশশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যাহারা আপন সুখভোগের নিমিত্ত পশুহিংসাদি করে, তাহারাই নরকগামী হয়" ॥ ৯০ ॥

---

* চুল্লী, পেষণী, (শীলনোড়া) সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মুষল ও জলকলস এই পাঁচটীর নাম সূনা, ইহারা আপনাপন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে, তদ্দারা যে জীবহিংসা হয়, গৃহস্থ সেই পাপে লিপ্ত হয় না।

ফলমস্মাদ্বাদরায়ণো দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৯১ ॥

শ্রুতিপ্রসঙ্গাচ্ছ্রৌতানামপূর্ব্বমথ চিন্ত্যতে। কর্ত্তৃভোক্তৃগতং তৎ কিমথবা পরমেশ্বরে ॥ (উত্তরমীমাংসা অং ১, পাং ১, সূং ২) "রাজাদিরোষতোষাভ্যাং দৃষ্টত্বাৎ কর্ম্মণাং ফলম্। অস্মাদ্ব্রহ্মণ এবাহ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ তন্ন কর্ত্তৃগতং পুত্রে জাতেষ্টিফলদর্শনাৎ। অথ ভোক্তৃগতো ভোগঃ কস্মিন্নিত্যেব চিন্ত্যতে ॥ অন্যোন্যাশ্রয় এব স্যাদুভয়োঃ স্বব্যপেক্ষণাৎ। তস্মাদদৃষ্টতয়া রোষতোষাভ্যাং পরমেশিতুঃ ॥ হিতাহিতফলপ্রাপ্তিঃ ফলোদ্দেশ্যগতা ভবেৎ। নাপ্যুদ্দেশ্যগতত্বেন ব্যাপারান্তরকল্পনম্ ॥ অন্যথা

শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মদ্বারা যে অপূর্ব্ব, অর্থাৎ পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহাই নিরূপিত হইতেছে।—ঐ অপূর্ব্ব কি কর্ত্তৃভোক্তৃগত, অথবা পরমেশ্বরে অর্পিত হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম প্রপাঠে দ্বিতীয়সূত্রে বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, "যে রাজকর্ম্মচারীরা যে সকল কার্য্য করে, রাজাই তাহার শুভাশুভ ফলভোগ করেন।" এইস্থলে যেমন রাজা প্রধান বলিয়া তাঁহারই কর্ম্মফলভোগ হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মেতেই শ্রুত্যুক্ত ক্রিয়াজন্য অপূর্ব্বফল অর্পিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রুত্যুক্ত ক্রিয়াজন্য পুণ্য কর্ত্তৃগত নহে। পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, এস্থলে জননরূপ যাগফল পুত্রেতে দেখা যায়, উহা কর্ত্তার হয় না। যদি বল, ভোক্তাতে কর্ম্মজন্য ফল থাকে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ভোক্তৃগত কোন্ সময় ভোক্তাতে থাকে, ইহা চিন্তাদ্বারা স্থির করিতে হয়। যদি বল, কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েতেই ক্রিয়াজন্য ফল থাকে। তাহাহইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়, অর্থাৎ একের অভাবে অন্যেতেও থাকিতে পারে না। অতএব জানা যায় যে, পরমেশ্বরের তোষরোষদ্বারা হিতাহিতফলপ্রাপ্তি হয়; অতএব ঈশ্বরের উদ্দেশেই সমস্ত কার্য্য করিবে। যদি উদ্দেশ্যরূপে কার্য্যের ফলস্বীকার না কর, তাহাহইলে রাজসেবাদিতেও পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে। অতএব জানা যায় যে, ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্তই শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসকল উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের শুভফল প্রাপ্তি হয়। ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে

ব্যুৎক্রমাদপ্যয়স্তথা দৃষ্টম্ ॥ ৯২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথম-আহ্নিকঃ ॥ ১ ॥

রাজসেবাদাবপ্যপূর্ব্বং প্রসজ্যতে। অতএবেশ্বরপ্রীতিপ্রদত্বং কর্ম্মণাং শ্রুতম্ ॥" (গীং অং ১২, শ্লোঃ ২০) "যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ রোষতোষাদিতত্ত্বেঽপি ন সংসারিত্বমীশিতুঃ। তদ্দুঃখস্থাদদুঃখত্বান্নিত্যমুক্ততয়াপি চ ॥ ৯১ ॥

প্রলয়ো ব্যাপ্যতত্ত্বানাং ব্যাপকেষুৎক্রমাদ্যতঃ। ব্যাপিকায়াং মৃদি ব্যাপ্য-ঘটাদিলয়দর্শনাৎ ॥ ৯২ ॥

ইত্যাচার্য্য-শ্রীস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ে ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমমাহ্নিকম্ ॥ ১ ॥

বিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যথোক্তরূপে আমার উপাসনা করে, তাহারা আমার ভক্ত ও অতিপ্রিয়।" কিন্তু পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি ও রোষ আছে বলিয়া তাঁহাকে সংসারী বলা যায় না; যেহেতু তাঁহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই এবং তিনি নিত্য-মুক্তস্বভাব ॥ ৯১ ॥

ব্যাপ্যধর্ম্মের প্রলয় হইলে ব্যাপকধর্ম্মেরও প্রলয় হইয়া থাকে। ঘটাদি ব্যাপ্যপদার্থ বিনষ্ট হইলে তাহার ব্যাপকপদার্থ মৃত্তিকাতেই লয় পায়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, জগতের সমুদায় পদার্থ সেই পরমেশ্বরেতে লয় পাইয়া থাকে; যেহেতু তিনিই সকলের ব্যাপক ॥ ৯২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ॥ ১ ॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য-

দ্বিতীয় আহ্নিকঃ।

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ ॥৯৩॥

জীবস্য ব্রহ্মভাবো হি মুক্তিরিত্যভিধীয়তে। তদ্বিবেকতয়াত্রাপি ভজনীয়বিবেচনম্ ॥ অন্যস্য কথমন্যত্বং ঘটেতেতি বিতর্কয়ন্। জীবানাং ভগবদ্ভাবে যোগ্যতামাহ সূত্রকৃৎ ॥ (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৩, খঃ ১৪, শ্রুং ১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (কঠোপনিষৎ বল্লী ৪, শ্রুং ১১) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (গীঃ অং ১৩, শ্লোং ৩৩-৩৪) "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" ইত্যাদিভিস্তদৈকত্বমেব স্বভাবঃ। উভয়থা চাত্মপ্রত্যয়ঃ স জীবোপাধিবুদ্ধিরাত্মানুকৃতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।" (বিষ্ণুপুরাণে অং ২, অং ১৬, শ্লোং ২২) "সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্তদৃষ্টিভি-

---

জীবের যে ব্রহ্মভাব, তাহাই মুক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এইক্ষণ মুক্তিবেবেকার্থ ভজনীয় বিবেচিত হইতেছে। "জীবের ব্রহ্মভাব" এই কথাই অপ্রসিদ্ধ। কখন এক পদার্থ অন্য পদার্থ হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির যোগ্যতা আছে, ইহাই সূত্রকার বলিতেছেন।— ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, "এই চরাচর সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়" কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, "ব্রহ্মভিন্ন এই জগতে আর কিছুই নাই।" ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ও চতুস্ত্রিংশৎশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যেমন এক সূর্য্য সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশ করেন, সেইরূপ আত্মা সকল জীবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে ভারত! আমাকেই সেই আত্মা বলিয়া জানিবে; আমিই সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্যমান আছি।" এই সকল

পৃথগিতি চেন্ন পরেণাসম্বন্ধাৎ প্রকাশানাম্ ॥ ৯৪ ॥

রাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥ ইতি। ততঃ পরভক্ত্যা জীবো-পাধিবুদ্ধিহানে সতি পুনরেকত্বমপ্যবিরুদ্ধং যথাদিত্যস্য প্রকাশাত্মনঃ প্রতি-বিম্বোপাধিদর্পণাদ্যপগমে তদ্বৎ॥ ৯৩ ॥

পৃথগেব পরস্পরমত্যন্তভিন্নাঃ প্রকাশাত্মন এব জীবাঃ অন্যথা কশ্চিন্মুক্তঃ কশ্চিদ্বদ্ধ ইতি ব্যবস্থা ন স্যাদিতি চেন্ন কথঞ্চিদনীশ্বরসাঙ্খ্যানাং তথা সম্ভবে-ঽপি সেশ্বরসাঙ্খ্যানাং তদসম্ভবাৎ। কথম্। প্রকাশাত্মনাং পরেণ পরমেশ্বরেণ সহ দ্রষ্টৃত্বদৃশ্যত্বলক্ষণসম্বন্ধাভাবাৎ তেষাং স্বপ্রকাশতয়াদিত্যেনেব প্রদীপানাম-প্রকাশনাৎ। তথা চানীশ্বরত্বমসর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞেয়ত্বং চ ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। অথ প্রকাশ্যাস্তেষাং জাড্যপ্রসঙ্গান্নাপি মিথোবুদ্ধিবৃত্ত্যা প্রকাশ্যত্বম্। তদ্ধি তমো-

প্রমাণদ্বারা জীবব্রহ্মের একত্ব জানা যায়, অতএব জীব ও ব্রহ্ম উভয় এক আত্মা বলিয়া জানিবে। জীবোপাধি বুদ্ধিও আত্মকৃত। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যেমন জলেতে প্রতিবিম্বিত হইলে একচন্দ্রই অনেক চন্দ্ররূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ এক আত্মাই বহুজীবরূপে প্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষোড়শ অধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যেমন এক আকাশ সিতনীলাদিভেদে অনেক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদৃষ্টি ব্যক্তিরা এক আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান করে। যাবৎ ভ্রান্তি থাকে, তাবৎ জীবব্রহ্মের পার্থক্যজ্ঞান থাকে, পরমভক্তির উদয় হইলে জীবোপাধিবুদ্ধির বিলয় হয়, তখনই জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন পৃথক্ পৃথক্ দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক আদিত্য পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রতীত হয় এবং দর্পণাদির অপ-নয়ন হইলে সেই দিবাকরকে এক বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জীব ও ব্রহ্ম একরূপে বোধ হয়। ৯৩।

প্রকাশাত্মক জীবসকল পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন, অন্যথা কোন জীব মুক্ত এবং কোন জীব বদ্ধ, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। অনীশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের মতে কথঞ্চিৎ উক্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইলেও ঈশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের মতে উহা সুসঙ্গত বলিয়া

হভিভূতৈব নৈবান্তঃকরণসত্ত্বৃত্ত্যা। নচ তদযোগ্যত্বে তৎ সম্ভবতি। ন খল্বাবরণনিবৃত্তাবপি দীপো দীপান্তরপ্রকাশ্য ইতি বাহ্যাভ্যন্তরপ্রকাশয়োঃ কশ্চিদৌপাধিকোঽপ্যেকধর্ম্মো যেন (বৃহদারং) "স্বয়ং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ". ইত্যাদৌ গৌণো জ্যোতিঃশব্দঃ। তস্মাচ্চিদাত্মা জগৎপ্রকাশকত্বেনৈব সিধ্যতীতি ন তত্র পরাপেক্ষা। কিঞ্চ মনোধর্ম্মভ্রমতত্ত্বধিয়োরধিষ্ঠানতয়া চাত্মসিদ্ধিরপ্রত্যূহৈব বুদ্ধিবৃত্তীনাং তু গৌণ এব জ্ঞানত্বসুখত্বব্যবহারঃ। "কিং মানমাত্মনাং ভেদে বুদ্ধিতত্ত্বভিদা স্থিতা। বন্ধমোক্ষব্যবস্থানে নিত্যমুক্তাত্মনাং কুতঃ॥" ইতি ॥ ৯৪ ॥

বোধ হয় না; যেহেতু উক্তমতের আদর করিলে পরমেশ্বরের সহিত প্রকাশাত্মক জীবের যে দ্রষ্টৃত্বদৃশ্যত্বরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা থাকে না, অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্রষ্টা এবং জীব দৃশ্য, এই প্রকার ব্যবস্থার ব্যাঘাত হয়। যেমন সূর্য্য প্রকাশাত্মক প্রদীপের প্রকাশ করিতে পারেন না, সেইরূপ ব্রহ্ম প্রকাশাত্মক জীবকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। এইক্ষণ প্রকাশাত্মক জীবের পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্নভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অনীশ্বরত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসঙ্গ হইতে পারে। যদি বল, জীব প্রকাশ্য, তাহা হইলে জীবকে জড় বলিতে হয় এবং পরস্পর বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভৃতির প্রকাশ্যত্বও স্বীকৃত নহে; যেহেতু তাহারা তমোভিভূত এবং অন্তঃকরণসদ্বৃত্তিদ্বারাও তাহা প্রকাশ্য নহে। যাহার যে বিষয়ে যোগ্যতা নাই, তাহাতে সেই বিষয়ের সম্ভব হয় না। যেমন দীপ দীপান্তরকে প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ অন্তঃকরণসদ্বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশিত করিতে পারে না; কেবল পরমাত্মাই বাহ্য ও আভ্যন্তরপ্রকাশের কর্ত্তা। বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে যে, "এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ" এইস্থলেও জ্যোতিঃশব্দ গৌণ; যেহেতু কেবল চিদাত্মাই জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তিনি অপরের অপেক্ষা করেন না। বাস্তবিক জীবব্রহ্মের ভেদে কোন প্রমাণ নাই। কেবল বুদ্ধির ভ্রান্তিবশতঃই তাহাদিগের ভেদজ্ঞান হয়। আত্মা স্বয়ং নিত্যমুক্ত, অতএব কখন তাঁহার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা হইতে পারে না ॥ ৯৪ ॥

ন বিকারিণস্তু করণবিকারাৎ ॥ ৯৫ ॥

অনন্যভক্ত্যা তদ্‌বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্ ॥ ৯৬ ॥

অথ বিকারিণ এব সন্তাত্মানো জ্ঞানেচ্ছাদয়স্তদ্‌গুণাঃ জানামীচ্ছামি সুখী-ত্যাদিপ্রত্যয়াদিতি মতং নিরস্যন্নাহ। ন জ্ঞানাদিবিকারবন্ত আত্মানো ভবিতুমর্হন্তি কুতঃ সুখোপলম্ভাদেঃ করণগতত্বেন জ্ঞানাদীনামুপপত্তেরাত্মনা-মবিকারিত্বাৎ। তথা হি সুখোপলব্ধিঃ সকরণিকেত্যাদ্যনুমানে তাদৃশকরণা-সম্বন্ধস্য তাদাত্ম্যেন সত্ত্বাৎ সুখাদয়ো নাত্মবিকারা আত্মনি প্রতীতত্বাদ্গৌর-ত্বাদিবদিত্যনুমানাচ্চ। এবমহত্ত্বস্যাপি কারণতাদাত্ম্যেনৈব মনসা গ্রহণম্। সুষুপ্তৌ মনোলয়ে তদগ্রহণম্। কালোপাধীনাং কালত্ববদিতি দিক্ ॥ ৯৫ ॥

অথ কথং জীবস্য ব্রহ্মভাব ইত্যপেক্ষায়ামাহ। (গীঃ অং ৮, শ্লোং ২২) "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন

আত্মা বিকারী; জ্ঞানেচ্ছাপ্রভৃতি তাহার গুণ; যেহেতু "আমি জানি, আমি ইচ্ছা করি, আমি সুখী" সর্ব্বদা এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। উক্ত-মতের নিরাসার্থ বলিতেছেন,—কখন আত্মা জ্ঞানাদি বিকারবান্ নহেন। যদি বল, আত্মা বিকারী না হইলে সুখাদির উপলব্ধি হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, করণগত বিকারদ্বারাই জ্ঞানাদির উপপত্তি আছে, কখন আত্মা বিকারী নহেন। সুখাদির যে উপলব্ধি হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়াদিরই কারণতা দেখা যায়; অতএব সুখাদি আত্মার বিকার নহে। যেমন "আমি শুক্ল, আমি পীত" ইত্যাদিস্থলে আত্মার গৌরত্বপীতত্ব সম্ভব হয় না, শরীরেরই ঐ গৌরত্বপীতত্বাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ "আমি জানিতেছি, আমি সুখী" ইত্যাদিস্থলেও জ্ঞানাদি আত্মার বিকার নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের বিকারমাত্র এবং "আমি" এই জ্ঞানও মনের গ্রাহ্যমাত্র। সুষুপ্তিকালে যখন মনের লয় হয়, তখন "আমি" এইরূপ জ্ঞানও থাকে না ॥ ৯৫ ॥

কিরূপে জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাবিংশতিশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "পার্থ! এই ভূতসকল যাহার অন্তস্থ এবং যিনি এই অনন্ত

সর্ব্বমিদং ততম্॥" ইতি শ্রুতম্। তথা (নৃসিংহপুরাণে) "ভক্ত্যেক-লভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে ন যত্ন" ইতি। তস্মাৎ পর-ভক্তিমাত্রেণ বুদ্ধেরত্যন্তলয়ে সতি ব্রহ্মানন্দাবাপ্তিলক্ষণা মুক্তিরিত্যর্থঃ। তথা চ তদীয়বুদ্ধিবিলয়প্রাগভাবসহবৃত্তিব্রহ্মানন্দাবাপ্তির্মুক্তিরিতি তল্লক্ষণং সূচিতম্। অথ ব্রহ্মানন্দাবাপ্তেঃ সিদ্ধত্বেনাপুরুষার্থমিতি চেন্ন গ্রামাদি-বদ্বিশিষ্টতয়া পুমর্থত্বাৎ। অত্র বুদ্ধির্জ্জীবোপাধির্ম্মতা ভগবত এব বুদ্ধিতত্ত্বা-ভ্যুপগমাৎ। অন্যথা ইদং সুখমত্র সুখত্বমিতি জ্ঞানাজ্জাতের্নিত্যতয়া তদ্বি-শিষ্টস্য পুমর্থাভাবপ্রসঙ্গাৎ ঈহাকৃত্যোর্ব্বিকল্পকত্বাভাবাৎ। তস্মাদসিদ্ধোপ-রাগেণ সিদ্ধে অপীচ্ছাকৃতী ইতি। কৃত্যসাধ্যত্বজ্ঞানং প্রতিবন্ধকমিতি চেৎ শ্যেনাদৌ বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বতিরোধানাদিবোৎকটরাগেণ কৃত্যসাধ্যত্বমপি

ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার করিয়াছেন, কেবল অনন্যবিষয়িণী ভক্তিদ্বারাই সেই পরম-পুরুষকে লাভ করা যায়।" নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, "ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায় এবং তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্যগণ মুক্তিবিষয়ে যত্ন করে না কেন?" এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, পরমভক্তিদ্বারাই বুদ্ধির অত্যন্তলয় হইলে ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তিলাভ হয়। পরমভক্তির উদয় হইলে বুদ্ধি অন্যান্য বিষয়-পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই পরমপুরুষকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাই বুদ্ধির লয়। এই নিমিত্তই বুদ্ধিবিলয় প্রাগ্‌ভাবের সহিত ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই মুক্তি, এইরূপেই মুক্তিলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি হইলেই পুরু-ষার্থসিদ্ধি হয়। কোন গ্রামাদিলাভ করিতে পারিলেই সাধারণ পুরুষ কৃতার্থতাজ্ঞান করে, কিন্তু যাহারা বিশিষ্ট পুরুষ, তাহাদিগের ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি না হইলে কৃতার্থতালাভ হয় না। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কাহারও কৃতিসাধ্য নহে, তথাপি উৎকট অনুরাগদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। যে বিষয়ে যাহার উৎকট অনুরাগ থাকে, সে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে পারে। পরমভক্তিই উৎকট অনুরাগ, সুতরাং পরমভক্তি হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলেই পরমানন্দলাভ হয়, এইরূপ আগমপ্রসিদ্ধি আছে॥ ৯৬॥

আয়ুশ্চিরমিতরেষাং তু হানিরনাস্পদত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥

তিরোধায় প্রবর্ত্তিতমিতি কিমনুপপন্নম্। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতমিত্যাগমাদপি তথাত্বমধ্যবসেয়মিতি ॥ ৯৬ ॥

অথ পরভক্তিসিদ্ধৌ জীবনাদৃষ্টভোগবদিতরেষামপূর্ব্বাণামপি ভোগেনৈব লয় ইত্যনির্ম্মোক্ষ এব স্যাদিত্যত উচ্যতে। আত্মরতৌ সত্যাং (ছান্দোগ্যে প্রঃ ৬, খং ১৪, শ্রুং ২) "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্য" ইতি। তথা (বিষ্ণুপুরাণে অং ১, অং ২০, শ্লোং ২০) "ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"

যেমন ভোগবশতঃ জীবের পুণ্যাপুণ্য লয় হয়, সেইরূপ অন্যান্য অপূর্ব্বেরও ভোগবশতঃ লয় হইয়া থাকে; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এক্ষণে উক্ত নিয়ম অনুসারে পরমভক্তিসিদ্ধি হইলেও তাহার লয় হইতে পারে; সুতরাং মুক্তি অসম্ভব হইল। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সাধারণ ব্যক্তিদিগেরই আয়ুঃক্ষয় হয় এবং ভোগদ্বারা পুণ্যাপুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু যাহাদিগের পরমভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহারা চিরায়ুঃ, কখন তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয় না এবং সেই ভক্তিরও বিনাশ হয় না। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, "যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎই তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে, মুক্তি হইলে সে চিরকাল অবিকৃতরূপে থাকে।" বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে বিংশতি অধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "যাহার ভক্তি সমস্ত জগতের মূলীভূত পরমেশ্বরে অচলভাবে বর্ত্তমান আছে, ধর্ম্মার্থকামজনক কার্য্যে তাহার কোন প্রয়োজন নাই; মুক্তি তাহার করস্থিত আছে।" ইহাদ্বারা জানা যায় যে, আয়ুঃ জীবনের অদৃষ্ট। যাবৎ পরমভক্তি না হয়, তাবৎ মুক্তির নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক থাকে। পরমভক্তি হইলে সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়। জীবের অদৃষ্টবশতঃ অন্যান্য ধর্ম্মাধর্ম্মের লয় হইলেও যখন বুদ্ধি পরমেশ্বরেতে অত্যন্ত লয় পায়, তখন আর ভোগের কর্ত্তা কেহ থাকে না; সুতরাং ভোগবশতঃ পরমভক্তির লয় হইতে পারে না এবং মোক্ষেরও অসম্ভব হয় না। বুদ্ধির বিকার হইলেই ভোগ হইয়া থাকে,

সংস্থতিরেষামভক্তিঃ স্যাৎ নাজ্ঞানাৎ কারণাসিদ্ধেঃ ॥৯৮

তথা চ আয়ুর্জ্জীবনাদৃষ্টং তন্মাত্রমেব চিরং পরভক্তৌ সত্যামপি মুক্তিপ্রতি
বন্ধকং তাবদেব জীবন্মুক্তিঃ। ইতরেষাং ধর্ম্মাধর্ম্মাণাং জীবনাদৃষ্টলয়ে সতি
বুদ্ধেরত্যন্তলয়ে ভোগাস্পদস্যাভাবাদ্‌বুদ্ধিভোগাভাব এবেতি নানির্ম্মো
ইতি বুদ্ধেরপি বিকার্য্যত্বেন কারণত্বাৎ। নাপি তদদৃষ্টাহেতুত্বং কারণান্তর
ভাবে ফলানিষ্পত্তাবপি হেতুত্বাঘতেঃ। তস্য ভগবত্তোষরোষরূপস্যাপি লয়
কালাৎ প্রলয়সামগ্রীতো বা যথাঙ্গাপূর্ব্বাণামঙ্গবৈগুণ্যাদজনিতপরমাপূর্ব্বাণা
লয় ইতি। ব্রহ্মার্পণং তু প্রতিবন্ধকীভূতকর্ম্মণামবন্ধায়েতি সর্ব্বমনবদ্যম্
পরম্পরয়ৈব জ্ঞানাগ্নিনা কর্ম্মক্ষয় ইতি ॥ ৯৭ ॥

অথ জীবস্য সংসারঃ কিমজ্ঞানকৃতো মতঃ। উতাভক্তিকৃতস্তত্র সূত্র
মেতৎ প্রবর্ত্ততে॥ স্বর্গোথ জীবন্মুক্তত্বং মুক্তিরেষাং ত্রয়ী গতিঃ। জীব
ন্মুক্তিঃ পরা ভক্তিস্তদসিদ্ধিস্তু সংস্থতিঃ॥ সাপি ভক্তেঃ কামনানাম
ভাবাদেব তিষ্ঠতি। ভক্তৌ সত্যাং নিবর্ত্তেত তথা চোক্তং মহর্ষিভিঃ

পরমেশ্বরেতে বুদ্ধির লয় হইলে আর সেই বুদ্ধির বিকারের সম্ভব নাই
কারণ না থাকিলে কখন ফলনিষ্পত্তি হয় না। পরমভক্তি হইলে ভগবানে
তোষ কিম্বা রোষ অপেক্ষণীয় নহে। ভগবানের তোষরোষই প্রলয়সামগ্রী
পরমভক্তিদ্বারা মুক্তি হইলে ভগবানের তুষ্টিদ্বারাও কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা
থাকে না এবং তাঁহার রোষও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অঙ্গ
বৈগুণ্য হইলে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় নাই, তাহারই ব্যাঘাত হইতে পারে
ব্রহ্মেতে বুদ্ধি সমর্পিত হইলে কোন প্রতিবন্ধক কিছু করিতে পারে না
পরন্তু পর পর জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

জীবের যে সংসারভোগ হয়, তাহা কি অজ্ঞানজন্য, অথবা অভক্তিজন্য
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—স্বর্গ, জীবন্মুক্তি ও মুক্তি, জীবের এই ত্রিবিধ
গতি আছে। পরমভক্তিই জীবন্মুক্তি ; তাহার অসিদ্ধিতেই জীবে
সংসারভোগ হইয়া থাকে। যাবৎ ভক্তি কিম্বা ভক্তির কামনা না হয়
তাবৎই জীবের সংসারভোগ হইতে থাকে ; কিন্তু পরমভক্তির উৎপত্তি

ত্রীণ্যেষাং নেত্রাণি শব্দলিঙ্গাক্ষভেদাদ্রুদ্রবৎ ॥ ৯৯ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে অং ১, অং ৯, শ্লোং ৭২-৭৩) "তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথা সুখম্। যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাঘমোচনম্ ॥" তত্ত্বাজ্ঞানকৃতা সৃষ্টির্জ্ঞানাত্তদ্ধানিরিষ্যতে। রজ্জুসর্পাদিহেতূনামভাবাৎ তদসম্ভবাৎ ॥ জন্মানি ঘোরযমকিঙ্করতাড়নানি দৈন্যানি তানি তপনাত্মজদর্শনানি। জন্তোরহংমমতরঙ্গকুরঙ্গতৃষ্ণাকৃষ্ণাংঘ্রিপঙ্কজপরাঙ্মুখতানুভাবঃ ॥ ইতি ॥ ৯৮ ॥

এষাং জীবানাং ত্রীণি নয়নানি সাধনানি অর্থপ্রমিতৌ প্রমাণভূতানীতি যাবৎ। প্রমিতত্বাবিশেষেঽপি করণত্রৈবিধ্যাৎ ত্রৈবিধ্যম্। তানি যথা জ্ঞায়মানযোগ্যপদপদার্থরূপঃ শব্দঃ শাব্দপ্রমাকরণম্। তস্য প্রথমমভিধানমলৌকিকভক্তেস্তৎসাধনত্বাদৌ প্রাধান্যকথনার্থম্। তথা জ্ঞায়মানব্যাপ্য-

---

হইলে সেই সংসারের নিবৃত্তি হয়; ইহা মহর্ষিদিগের উক্তি। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে নবম অধ্যায়ের দ্বিসপ্ততি ত্রিসপ্ততিশ্লোকে লিখিত আছে যে, "পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বাঘবিনাশী, যাবৎ জীব তোমার শরণাপন্ন না হয়, তাবৎ জীব মোহিত হইয়া সুখদুঃখভোগ করে।" যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যাবৎ রজ্জুস্বরূপে জ্ঞান না হয়, তাবৎ সর্প বলিয়া ভ্রান্তি থাকে, কিন্তু রজ্জুস্বরূপে জ্ঞান হইলে আর সর্পভ্রান্তি থাকে না। সেইরূপ যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎ সংসার থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সংসার বিনাশ পায়। যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজে পরাঙ্মুখতা থাকে, অর্থাৎ দৃঢ় অনুরাগ না হয়, তাবৎ জন্মযন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করতাড়না, নানাবিধ দৈন্য, দুর্দর্শ তপনাত্মজমুখদর্শনপ্রভৃতি ক্লেশভোগ হয় এবং "আমি, আমার" ইত্যাদিরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান থাকে ॥ ৯৮ ॥

জীবের অর্থপ্রতিপত্তি ত্রিবিধ; অর্থাৎ ত্রিবিধ কারণেই লোকের পদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিশেষ না থাকিলেও কারণের ত্রৈবিধ্যপ্রযুক্ত জ্ঞানও ত্রিবিধ জানিবে। সেই কারণত্রয় এই,—শব্দ, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয়। জ্ঞায়মান পদার্থপ্রতিপাদক শব্দই শব্দজন্য জ্ঞানের কারণ। যতপ্রকার লৌকিক ভক্তিসাধন আছে, তন্মধ্যে শব্দই প্রধান; অতএব শব্দের প্রথম উল্লেখ

পক্ষধর্ম্মলিঙ্গজ্ঞানমনুমিতি করণমস্মাকং সৎকার্য্যত্বাজ্জ্ঞায়মানত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। প্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণান্যক্ষাণি বিষয়সম্বন্ধানি তানি চ মনঃশ্রোত্রত্বক্চক্ষূরসনঘ্রাণানি ষটস্বসম্বন্ধেনান্তঃকরণস্য তমোঽভিভূয় চিদাত্মপ্রকাশমানার্থাকারাং সত্ত্ববৃত্তিং জনয়ন্তি অতএবোক্তম্ (গীং অং ১৪, শ্লোং ১১) "সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে" ইতি। জীববুদ্ধিরূপমনসো দুঃখাদিবিকারাস্তু নাজ্ঞাতাঃ সন্তীত্যাত্মপ্রকাশেনৈব প্রকাশ্যন্ত ইতি ন তত্র সত্ত্ববৃত্ত্যবকল্পনং গৌরবাৎ। এতদেব সাক্ষিভাস্যত্বম্। এবং শব্দানুমানপ্রত্যক্ষভেদাৎ ত্রীণ্যেব যথা রুদ্রস্য ত্রীণি চক্ষুরধিষ্ঠানানি নাধিকানি ন ন্যূনানি তদ্বচ্চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপত্বচিহ্নানি। উপমানং তু শক্তিগ্রহমাত্রার্থং তচ্চ সামান্যতো দৃষ্টানুমানসহকারেণ প্রসিদ্ধপদসামানাধিকরণ্যাৎ কবিকাব্যপরিচ্ছেদবৎ মনসাপি সম্ভবতীতি। ত্রিষ্বেবান্তর্ভূতমিতি ন পৃথক্। প্রমাণবিচারোঽস্মা-

---

করিয়াছেন। কোন একটি পদার্থ দর্শন করিলে অন্য পদার্থের জ্ঞান হয়, এইস্থলে যে পদার্থের দর্শনে জ্ঞান জন্মে, সেই হেতুই লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয়। চক্ষুঃ কর্ণপ্রভৃতিদ্বারা দর্শনাদি করিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে; এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণই ইন্দ্রিয়। মনঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা এই ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা অন্তঃকরণের তমোরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং চিদাত্মার প্রকাশ হইয়া সত্ত্ববৃত্তি জন্মে। ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে একাদশশ্লোকে লিখিত আছে যে, "এই দেহেতে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আত্মাপ্রকাশ পাইয়া থাকে।" দুঃখাদিরূপ বিকার জীববুদ্ধিরূপ মনের অজ্ঞাত নহে; উহারা আত্মার প্রকাশেই প্রকাশ পায়, তাহাতে সত্ত্ববৃত্তির কল্পনা নাই। যদি ইন্দ্রিয়দ্বারাই আত্মার প্রকাশ হয়, তবে আর অন্তঃকরণের সত্ত্ববৃত্তির প্রয়োজন কি? উহাতে গৌরব দেখা যায় এবং শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষভেদে জ্ঞানও ত্রিবিধ আছে। যেমন রুদ্রের নয়নসংখ্যা তিন * ইহার অধিকও নহে এবং ন্যূনও নহে; সেইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনই চিহ্ন। বেদান্তমতে উপমানের পৃথক্ প্রমাণতা

---

* রুদ্রের দক্ষিণনেত্র সূর্য্য, বামনেত্র চন্দ্র এবং মধ্যনেত্র অগ্নি। বিষ্ণুপুরাণে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

অবিস্তরো ভাবা বিকারাঃ স্যুঃ ক্রিয়াফলসংযোগাৎ ॥১০০॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয় আহ্নিকঃ ॥ ২ ॥

সমাপ্তং শাণ্ডিল্যসূত্রম্ ॥

ভির্ন্যায়তত্ত্বনিকষে বেদান্ততত্ত্বনিকষে চ নিরূপিত ইতি নেহ প্রতন্যতে। জীব-বুদ্ধির্ম্মনো নাম তৎ সঙ্কোচবিকাসবৎ। যৌগপদ্যাযৌগপদ্যো ধিয়াং তেনোপ-পদ্যতে ॥ ঈশ্বরাহংকৃতের্জ্জীববুদ্ধীনামুদ্ভবো যতঃ। বুদ্ধৌ দুঃখাদিবৎ সাক্ষাদ-হন্ত্বমপি গৃহ্যতে ॥ মাত্রাভূতেন্দ্রিয়াদীনাং ভগবদ্‌বুদ্ধিজন্মতঃ। ভগবদ্‌বুদ্ধিবোদ্ধ্য-ত্বাচ্চিদাগ্রাহ্যং তথেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাঃ পঞ্চ চৈকাদশেন্দ্রিয়ম্। অহম্বুদ্ধিপ্রধানাত্মপরেশান্তত্ত্বসংগ্রহঃ ॥ ইতি ষড়্‌বিংশতিতত্ত্বানি ॥ ৯৯ ॥

প্রসঙ্গাদুৎপত্তিলয়ৌ চিন্ত্যেতে তত্রোৎপত্তিরাবির্ভাবলক্ষণা সতএব ক্রিয়া-যোগ্যতা তথা তিরোভাবস্তদযোগ্যতা এবং বৃদ্ধিহ্রাসাদয়ো বিকারা এব ভবন্তি। কুতঃ। করোতি ঘটং নাশয়তি ঘটমিত্যাদৌ ধাত্বর্থফলসম্বন্ধব্যপ-

---

স্বীকার নাই, কারণ উহা শব্দ, লিঙ্গ, ইন্দ্রিয় এই ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত। ন্যায় ও প্রমাণবিচার সবিশেষ বেদান্তে বর্ণিত আছে, এই নিমিত্ত এইস্থলে উহার বহুবিবরণ নিষ্প্রয়োজন। জীববুদ্ধিই মন, উহা কখন সঙ্কোচিত, কখন বিকাসিত হয়। ইহার অযৌগপদ্যপ্রযুক্ত যৌগপদ্য বুদ্ধিতে উপপন্ন হয় না। অহঙ্কার হইতেই জীবের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিতে দুঃখাদির ন্যায় অহঙ্কারও হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় এই সমুদায়ই ভগবদ্‌বুদ্ধিজন্য এবং ভগবদ্‌বুদ্ধির বিষয়ীভূত। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা চিৎস্বরূপের গ্রহণ হয় না ॥ ৯৯ ॥

এইক্ষণ প্রসঙ্গতঃ উৎপত্তিপ্রলয় বিবেচিত হইতেছে।—পদার্থের আবি-র্ভাবই উৎপত্তি; সুতরাং জানা যায় যে, সৎপদার্থেরই উৎপত্তি হয় এবং

দেশাৎ তে চ সতএব ঘটস্থে নাসতঃ। তথা চোক্তম্ (গীঃ অং ২, শ্লো ১৬) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি। এবং ভবতি নশ্য-তীত্যাদাবপি ক্রিয়াশ্রয়ত্বং প্রতীয়তে। তচ্চ সতএব সম্ভবতি। স চাদ্যক্ষণ-সম্বন্ধো নাশপ্রতিযোগিত্বং চ তদর্থঃ আদ্যত্বস্যানিরুক্তেঃ। ন চাবির্ভাবা-ন্তরাবশ্যকত্বেঽনবস্থাগৌরবয়োরন্যতরপ্রসঙ্গঃ ঘটসামগ্র্যা এবাবির্ভাবস্যাবির্ভা-বত্বাৎ। অন্যথা উৎপত্তেরুৎপত্তাবপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবঞ্চ ঘটস্য পূর্ব্বপূর্ব্বা-বির্ভাবতিরোভাবপরম্পরৈব প্রাগভাবস্তিরোভাব এব নাশঃ স চ কদাচিদাত্যন্তি-কোঽপি যথা দেবদত্তশরীরস্য যথা বা মুক্তবুদ্ধ্যাদীনাম্। অন্যোন্যাত্যন্তা-ভাবৌ চ পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মতদধিকরণয়োর্নাতিরিচ্যেতে। অন্যথা ভাবেঽপ্য-ভাবান্তরস্বীকারপ্রসঙ্গাদিতি প্রলয়ে তু প্রলয়াখ্যবিকারাতিরিক্তস্য বিকার-স্যাভাব এব। সংস্কারাস্তু সূক্ষ্মাত্মনা তিষ্ঠন্তীতি ন কোঽপি দোষঃ। পর্য্যা-বসিতা ত্রিলক্ষণী ভক্তিমীমাংসা॥ ১০০॥

সেই পদার্থের যে তিরোভাব, তাহাই প্রলয়। অতএব বৃদ্ধিহানিপ্রভৃতি বিকারমাত্র। "ঘট নির্ম্মাণ করে ও ঘটনাশ করে" ইত্যাদিস্থলে কেবল ক্রিয়া-মাত্রেরই উৎপত্তিবিনাশ দেখা যায়, বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভূত হইবে না। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে লিখিত আছে যে, "কখন অসদ্বস্তুর উৎপত্তি হয় না, অথবা কোন সদ্বস্তুর বিনাশ হয় না;" সুতরাং "উৎপন্ন হইতেছে ও নষ্ট হইতেছে" ইত্যাদিস্থলে কেবল ক্রিয়ার আশ্রয়তা প্রতীয়মান হয়। ক্রিয়ার আশ্রয়তা সদ্ভিন্ন অসদ্বস্তুতে সম্ভবে না; অতএব অসতের উৎপত্তি নিতান্তই অসম্ভব। কোনস্থলে যে বস্তুর প্রথম সম্বন্ধ, তাহার নাম উৎপত্তি এবং সেই স্থানে যে সেই বস্তুর অভাব, তাহাই প্রলয়শব্দের অর্থ। যদি বল, আদ্যক্ষণনিরূপণ অসম্ভবপ্রযুক্ত আবির্ভাবেরও আবির্ভাবান্তর আবশ্যক। যেহেতু ঘটসাম-গ্রীর আবির্ভাব না হইলে ঘটের আবির্ভাব সম্ভবে না। ইহাতে অনবস্থা-দোষ ও গৌরব ইহার অন্যতর প্রসঙ্গ হয়। তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবির্ভাব-তিরোভাবপরম্পরার যে প্রাগভাব ও তিরোভাব, তাহাই উৎপত্তি ও বিনাশ॥ ১০০॥

পরিবীতপীতবসনং ঘনোপমম্ শতপত্রপত্রসদৃশায়তেক্ষণম্।
ধৃতবেণুরেণুপরিমণ্ডিতং গবাম্ হৃদি বোঽস্তু কৌস্তুভবিভূষণং মহঃ॥
গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতাদভূত্তুমণেঃ
সর্ব্বোর্ব্বীপতিসার্ব্বভৌমপদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
তস্মাদাস জলেশ্বরো বুধবরঃ সেনাধিপঃ শ্মাভৃতাম্
স্বপ্নেশেন কৃতং তদঙ্গজনুষা সদ্ভক্তিমীমাংসনম্॥

ইতি শ্রীস্বপ্নেশ্বরবিদ্বদ্বরবিরচিতে শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ে ভাষ্যে তৃতীয়স্যা-
ধ্যায়স্য দ্বিতীয়মাহ্নিকম্ সমাপ্তশ্চাধ্যায়ঃ॥ ২॥
সমাপ্তেয়ং ভক্তিমীমাংসা।

পীতবসনপরিধায়ী, নবঘনশ্যামকলেবর পদ্মপত্রায়তাক্ষ, বেণুবাদনতৎপর, গোধূলিপরিমণ্ডিতসর্ব্বাঙ্গ, কৌস্তুভবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন্। তিনিই পরমব্রহ্মস্বরূপ, হৃদয়কমলে তাঁহার আবির্ভাব হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে॥

ইতি শাণ্ডিল্যসূত্রীয় তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত॥ ২॥

ইতি ভক্তিমীমাংসা সমাপ্তা॥